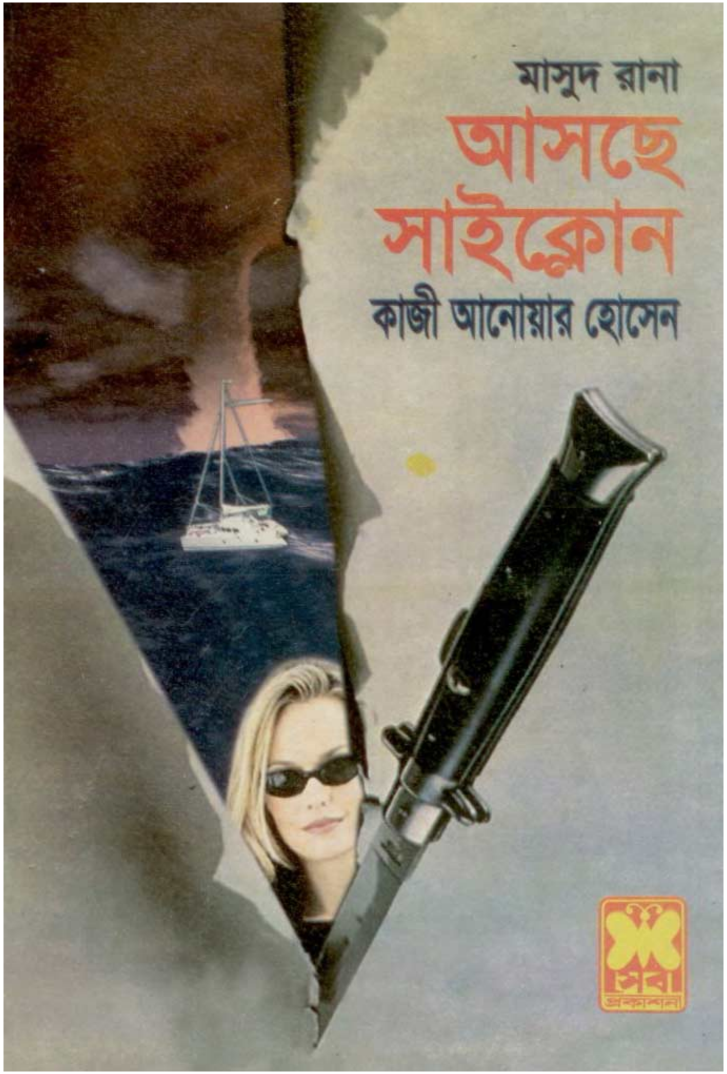

মাসুদ রানা

আসছে সাইক্লোন

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

দিগন্ত বিস্তৃত ক্যারিবিয়ান সাগর। তার বুকে সুজলা-সুফলা গাঢ় সবুজ একটা দ্বীপ। মেইনল্যান্ড, অর্থাৎ বেলপ্যান-এর সবচেয়ে বড় দ্বীপ ওটা, স্যান পল কি।

বৃত্তাকার বিশাল চাঁদটা বলে দিচ্ছে আজ পূর্ণিমা, কাজেই দ্বীপের একমাত্র হোটেল বোকা চিকা-র তরুণ অতিথিরা উৎসবে মেতে ওঠার একটা অজুহাত পেয়ে গেল। রাতের নীরবতাকে তছনছ করে দিয়ে বেজে উঠল জনপ্রিয় জ্যামাইকান মিউজিক।

বাতাস থেমে গেছে, সেই সঙ্গে ক্যারিবিয়ান এলাকার অভিশাপ খুদে স্যান্ডফ্লাই-এর মেঘ পৌঁছে গেছে চারপাশে। মশারি দিয়ে এই উপদ্রব ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।

ঘুমানো সম্ভব নয়, হোটেল-কর্মচারীরা নারকেলের ছোবড়া জড়ো করে তাই আগুন জ্বালল সৈকতে, তারপর সেই আগুনের উপর ঝুলিয়ে দিল লোহার শিকে গাঁথা ছাল ছাড়ানো খাসি। গরম ছাই-এ ফেলে পোড়ানো হচ্ছে মস্ত আকারের গলদা চিংড়িও।

অতিথি বলতে কয়েকজন মার্কিন ব্যবসায়ী ছাড়া বেশিরভাগই সদ্য কলেজ থেকে বেরুনো জার্মান স্টুডেন্ট টুরিস্ট। বয়স্ক অতিথিরা সৈকতে রাত জাগতে রাজি নন, শক্তি-সামর্থ্য অটুট রেখে সকালে বোট নিয়ে বেরুবেন তাঁরা বেলপ্যান-এর মূল আকর্ষণ, সুদীর্ঘ কোরাল রিফ দেখতে।

রিফ মানে পাথর, নুড়ির স্তূপ, জমে ওঠা প্রবাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পাঁচিল; কোথাও সাগরের উপর সামান্য মাথা তুলে আছে, কোথাও বা লুকিয়ে আছে সারফেসের ঠিক নীচেই।

বেলপ্যানের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, প্রায় দেড়শো মাইল দীর্ঘ সৈকত থাকা সত্ত্বেও উপকূলের অদূরে গড়ে ওঠা এই রিফ-এর কারণে দেশটার তীরে বড় কোনও জাহাজ ভিড়তে পারে না, ফলে গড়ে ওঠেনি কোনও বন্দর।

এক ডলারে রাম-এর বোতল পাওয়া যাচ্ছে। আরও এক ডলার দিলে ওটার সঙ্গে মেশানো যাবে এক বোতল লেমন জুস। এই মিশ্রণটাই বেলপ্যানের 'ন্যাশনাল ড্রিঙ্ক'।

মেইনল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে অবাধে গাঁজার চাষ হয়, পলাতক ক্রীতদাসদের উত্তরপুরুষরাই করে এটা, প্রায় রোজ রাতেই ক্যানু নিয়ে এই দ্বীপে চলে আসে তারা। শুধু যে গাঁজা বেচে তা নয়, নেচে-গেয়ে পরিবেশটাকে আনন্দঘন করে তোলে। আজও তারা জ্যামাইকার উদ্দাম মিউজিকের সঙ্গে নাচছে।

আধ মাইল দূরে – সৈকত থেকে বার্নিশ করা খোল দুটো কোনও রকমে দেখা যাচ্ছে – ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে সত্তর ফুটি একটা ক্যাটামার‍্যান। ওটার নাম গ্রাসিয়াস, মেক্সিকান-স্প্যানিশে যার অর্থ ধন্যবাদ, নোঙর ফেলেছে রিফ-এর আড়াল নিয়ে সাগরের এদিকটায়।

নাইলনের মোটা রশি দিয়ে বাঁধা একটা যোডিয়াক ডিঙ্গি রয়েছে গ্রাসিয়াসের পিছনে, বিশ ফুট লম্বা। ক্যাটামার‍্যানের পিছনের ডেভিট-এ ঝুলছে মেরুন রঙের বিএমডব্লিউ জিএস এনডিউরো মোটরসাইকেলটা।

গ্রাসিয়াস ডিজাইন করা হয়েছে ওশেন-রেসিং মেশিন হিসাবে, ফলে বো দুটো খুবই হালকা করে তৈরি, দমকা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে তেড়ে আসা ঢেউয়ের ভিতরে যাতে সেঁধিয়ে যেতে না পারে।

ক্যাটামার‍্যানটায় ছোট-বড় বেশ কয়েক প্রস্থ পাল তোলার ব্যবস্থা আছে, বাতাস পেলে গতি এত বাড়বে যে রিফ-এর উপর দিয়ে অনায়াসে তরতরিয়ে পার হয়ে যাবে – বলা যায় প্রায় উড়ে।

গ্রাসিয়াসের জোড়া খোলকে এক করে রাখা ব্রিজ-ডেক থেমেছে সেন্ট্রাল সেলুনের ঠিক তিনফুট সামনে। দুই খোলের মাঝখানে এই মুহূর্তে আরও ঝুলছে এক ইঞ্চি ডায়ামিটার ফাঁকযুক্ত নাইলনের একটা জাল।

ওই জালে শুয়ে চোখে শক্তিশালী যেইস বিনকিউলার তুলে সৈকতে জমে ওঠা উৎসবটা খুঁটিয়ে দেখছে মেক্সিকান তরুণ দিয়েগো মারভেল। গাঢ় নীল সুতির পায়জামা ও একই রঙের টি-শার্ট পরেছে সে। চওড়া কারনিসসহ বিরাট একটা হ্যাট দিয়ে মাথাটা ঢাকা, তবে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘন কালো কোঁকড়া চুল তাতে ঢাকা পড়েনি। থুতনির কাছে সামান্য সৌদি দাড়ি। চোখ দুটো কালচে-নীল।

শক্ত-সমর্থ কাঠামো, কোথাও এতটুকু চর্বি নেই, পেশিগুলো পাকানো রশির মত। তার নড়াচড়ায় ক্ষিপ্র একটা ভাব রয়েছে। রুচি একটু হয়তো স্থূল, গলায় লাল প্রবাল পুঁতির একটা মালা পরে আছে দিয়াগো মারভেল। অল্পদিন হলো এসেছে এখানে।

এরই মধ্যে দ্বীপের সবাই জানে, এই তরুণ মেক্সিকান জাপাটিসটাস গেরিলা ছিল, মেক্সিকো সিটির উপকণ্ঠে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিন বছর যুদ্ধ করেছে। হঠাৎ একদিন ভুল ভাঙে তার, সে উপলব্ধি করে গেরিলারা আসলে ক্ষমতালোভী একদল নেতার অনৈতিক স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার মাত্র। তাই সরকারের ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে ফিরে আসে মারভেল। গান গেয়ে আর সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে দিন তার ভালই কাটছিল।

কিন্তু নাতির এই জীবনযাপন সহ্য হলো না খিটখিটে দাদুর। মারভেল বেকার, এটা নাকি পরিবারের জন্য শুধু অত্যন্ত নয়, ভয়ানক

অসম্মানজনক। কথা নেই বার্তা নেই এই ক্যাটামার্যানটা কিনে দিয়ে বুড়ো বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই বেলপ্যানের রিফ দেখতে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করবে, যাও, ভাড়া খেটে কিছু কামিয়ে আনো গে। উপকূলে অঢেল গলদা চিংড়িও পাওয়া যায়, লেগে থাকলে হয়তো তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরেও যেতে পারে।

মাত্র কদিন হলো বেলপ্যানে এসেই সবার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে মারভেল। স্যান পল কি-র নিকারা'স বার-এ যারা আসা-যাওয়া করে তারা সবাই তাকে পছন্দ করে। তাদের অনেককেই গলদা চিংড়ি ধরার কলা-কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে সে। তারা ক্যাটামার্যান রিফ পার হয়ে পাশের দেশের বন্দরে গিয়ে লবস্টার বেচতে পারবে শুনে উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে কিছু বেলপ্যানিজ তরুণ। অনায়াসে রিফ পার হতে পারে এমন জলযানের অভাব ছিল বলেই টাকা রোজগারের এই বুদ্ধিটা এতদিন তাদের মাথায় আসেনি।

আকাশ থেকে নেমে আসা যান্ত্রিক গুঞ্জন ঢুকল মারভেলের কানে। দক্ষিণদিকে তাকাতেই দেখতে পেল খুব নিচু দিয়ে, উপকূল রেখা ধরে উড়ে আসছে প্লেনটা।

মাত্র সত্তর ফুট উপরে, ওটার ন্যাভিগেশন লাইট তার দেখতে পাওয়ার কথা। এরোপ্লেন সম্পর্কে ভালই জানে সে। আসলে ঠেকে শেখা। ছোট্ট ঘাসজমির উপর অন্ধকারে শুয়ে কতবার অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে, কানে ইঞ্জিনের গর্জন নিয়ে বুঝতে হয়েছে শত্রুরা কেউ কাছে চলে আসছে কি না – যুদ্ধক্ষেত্রে যেমনটি হয় আরকী।

এই প্লেনটার দুটো ইঞ্জিন। কল্পনার চোখে চার্টটা দেখল মারভেল। উপকূলে বেলপ্যান সিটি এয়ারপোর্ট ছাড়া আর মাত্র একটা স্ট্রিপ আছে, স্যান পল কি থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে কি কানাকা-য়। ওটা তৈরি করেছেন মার্কিন কসমেটিক বিলিওনেয়ার উড্রো ফোরসাইথ।

দ্বীপের যেদিকটা থেকে রিফ দেখতে পাওয়া যায় সেদিকের

সৈকতে বিশাল একটা সাদা বাংলো আছে, বছরে দুই হপ্তা ওখানে ছুটি কাটিয়ে যান ভদ্রলোক।

আর উল্টোদিকে আছে বেলপ্যান প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম-এর ছোট একটা কাঠের বাড়ি, মাঝে মধ্যে ওখানে অবকাশ যাপন করেন তিনি।

কি কানাকার এয়ারস্ট্রিপেই ল্যান্ড করতে যাচ্ছে প্লেনটা।

কপালে চিন্তার রেখা, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মারভেল। সাতদিন হলো বেলপ্যানে এসেছে, রহস্যময় দুটো প্লেনের কথা প্রথম দিন থেকেই শুনছে সে।

আজ থেকে তিন হপ্তা আগে বেলপ্যানের প্রায় নির্জন উত্তরে অসমাপ্ত রাস্তার উপর ল্যান্ড করবার সময় কালভার্টে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে প্রথম প্লেনটা। হঠাৎ কোত্থেকে কিছু পুলিশ এসে কার্গো হোল্ড থেকে বের করে এনেছে প্যাকেটে ভরা একশো কেজি কোকেন ও দশ বাক্স আর্মস – পঞ্চাশটা অটোমেটিক রাইফেল, সঙ্গে প্রচুর গোলাবারুদ।

তার মাত্র দু'দিন পরেই আরেকটা প্লেন নিরাপদে ল্যান্ড করে রাজধানী বেলপ্যান সিটির এয়ারপোর্টে। বেলপ্যানে ব্যবসা করতে আগ্রহী হন্ডুরাসের একজন নামকরা ব্যবসায়ীর প্রাইভেট প্লেন ছিল ওটা, এখানে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করবার জন্য তাঁর ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে সতর্ক ছিল কাস্টমস অফিসাররা, তল্লাশি চালিয়ে প্লেনটা থেকে প্রচুর পরিমাণে কোকেন ও হেরোইন পেয়ে যায় তারা।

বেলপ্যানের রাজনৈতিক মহলে বেশ ভালভাবেই ছড়িয়েছে গুজবটা – দুটো তল্লাসির পিছনেই নাকি প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামের হাত ছিল। গোয়েন্দাদের গোপন রিপোর্ট পেয়ে আগেই পুলিশ বাহিনীকে সাবধান করে দেন তিনি।

রাত আরেকটু গভীর হতে ঝুলন্ত জাল থেকে নেমে পড়ল

মারভেল। ককপিটে উঠে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর একবার চোখ বুলাল। পানির উপর বা নীচ দিয়ে চুপিসারে কোনও বিপদ আসছে না, এলে খুদে রাডার স্ক্রিনে ধরা পড়ত সেটা।

ককপিট থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে-তে বেরিয়ে এল মারভেল, অলস পায়ে বড়সড় সেলুনে ঢুকতে যাচ্ছে। চার্ট টেবিলটা কম্প্যানিয়নওয়ের পোর্ট সাইডে। সেলুনের সামনের অংশটা দখল করে রেখেছে ঘোড়ার নাল আকৃতির চকলেট রঙা সেটি ও অর্ধ-বৃত্তাকার ডাইনিং টেবিল।

টেবিলটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছে মাস্ট-স্টেপ – ধাতব একটা কাঠামো, যেটায় মাস্তুল দাঁড়িয়ে থাকে, ক্যাটামার‍্যানের তলা থেকে উঠে এসেছে।

সেলুন থেকে দুই খোলে নেমে গেছে দুই প্রস্থ ধাপ। খোল দুটোর সামনে-পিছনে দুটো করে চারটে কেবিন; প্রতিটি কেবিনে চারটে করে বাঙ্ক, বেসিন ও প্রাইভেট টয়লেট।

স্টারবোর্ড খোল-এর দিকে আরও দুটো কেবিন আছে, সে দুটোকে আলাদা করে রেখেছে সাজানো-গুছানো গ্যালি। পোর্টসাইডের ওই একই জায়গায় পাওয়া যাবে শাওয়ার, বড়সড় সিঙ্ক, ওঅর্কটপ ইত্যাদি। ওখান থেকে একটা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল মারভেল।

পঞ্চাশ ঘোড়ার আউটবোর্ড মোটরের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল মারভেলের। এগজস্ট থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল ইয়ামাহা কোম্পানির মোটর ওটা। কে আসছে জানে সে।

রোদের আঁচ পেয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল মারভেল। ইস্পাত-নীল ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে উঠে আসা কুয়াশার ভিতর নিষ্প্রভ সূর্যটাকে দেখতে পেল সে। যেন সূর্যের ঠিক মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা, বিশ ফুটি, চারদিক খোলা লবস্টার স্কিফটা।

বোটম্যান হুইল ঘোরাল, মোটর বন্ধ করল, স্কিফটা এবার

আড়াআড়িভাবে গ্রাসিয়াসের দিকে এগিয়ে এল। ওটার স্টার্ন থেকে তৈরি ঢেউ ক্যাটামার‍্যানের দুই খোলের মাঝখানে আটকা পড়ে লাফিয়ে উঠল, ভিজিয়ে দিল তার স্লিপিং ব্যাগটা।

গ্রাসিয়াসের রেইল ধরল বোটম্যান, ক্যাটামার‍্যানের বার্নিশ করা গা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে স্কিফটাকে। মারভেলের মতই বয়স হবে তার, ছাব্বিশ কি সাতাশ। গায়ের রঙ কালো। তার বুকটা ছত্রিশ ইঞ্চি চওড়া, শরীরের দিকে তাকালে পেশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অক্সিজেন বটল ছাড়াই ডুব দিয়ে সাগরের তলা থেকে শামুক তোলা ছিল তার পেশা। মারভেলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে গলদা চিংড়ি ধরার নেশাটা ভালমতই পেয়েছে তাকে।

চোখ থেকে লোনা পানি মুছে মারভেল বলল, 'পুয়েলো, এভাবে সূর্য থেকে বেরিয়ে এলে কোন্ দিন না আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দিই।'

'ভাই মারভেল, চলো, আগে ব্রেকফাস্টের পয়সাটা তুলি,' বলল পুয়েলো। 'তারপর যত খুশি গাল-মন্দ কোরো আমাকে।'

সাগরের তলায় দুশো লবস্টার-পট ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল, ফলে শুধু আজকের নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পুরো বছরের নাস্তার পয়সা তুলে ফেলল পুয়েলো।

এভাবে আয় হতে থাকলে খরচ করাটাই না সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়! গাড়ি কেনা হবে না তার, কারণ স্যান পল কি-তে কোনও রাস্তা নেই। রাস্তা থাকলেও কোনও লাভ হত না, কোথাও যাওয়ার মত জায়গা নেই।

অক্সিজেন ছাড়াই সাগরে ডুব দিয়ে পটগুলো খালি করতে পুয়েলোকে সাহায্য করল মারভেল। ওগুলোকে সারফেসের উপর তুলে আনতে হলে দ্বিগুণ সময় লাগত। সকাল দশটার আগেই কাজটা শেষ করল ওরা।

মারভেলের খুব ইচ্ছে দিনের বেলা কি কানাকা দ্বীপটা একবার

ঘুরেফিরে দেখবে, তবে ক্যাটামারান গ্রাসিয়াসকে নিয়ে গিয়ে নিজের দিকে সবার দৃষ্টি কাড়তে চায় না সে। পুয়েলোকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্কিফটা একবার দেবে? এদিক ওদিক ঢু মারার ইচ্ছে হচ্ছে। বিকেলের মধ্যে সমবায় সমিতির জেটিতে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।' হাসল পুয়েলো।

সমবায় অফিসে গলদা চিংড়ি নামাচ্ছে সে, বোট থেকে নেমে নিকারা'স বার-এর দিকে এগোল মারভেল। স্যান পল দ্বীপের লোকজন ওখানে বসেই আড্ডা দেয়। একটু ঘুরে যেতে হলো তাকে, কারণ পথের মাঝখানে চারজন আমেরিকান ব্যবসায়ী বসে আছে, ভাব দেখে মনে হলো আজ সারাটা দিন কী করবে তারা তা-ই নিয়ে আলাপ করছে।

হার্নান্দো নিকারা দোআঁশলা, পূর্ব-পুরুষদের কেউ একজন স্প্যানিয়ার্ড শ্বেতাঙ্গ ছিল, বিয়ে করেছিল কোনও নিগ্রো ক্রীতদাসীকে। বয়স তার পঞ্চান্ন কি ষাট, কাঠামোটা দুই পায়ে দাঁড়ানো সার্কাসের হাতির মত।

'শুনলাম আজও তোমরা খুব ভাল মাছ পেয়েছ,' মারভেলকে বার-এ ঢুকতে দেখেই বলল নিকারা, চোখে-মুখে আগ্রহ উপচে পড়ছে। 'সত্যি নাকি, বাপ?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল মারভেল। টুলে বসে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। নিকারা'স বার শুধু বার নয়, একই সঙ্গে রেস্তোরাঁ ও হোটেলও বটে।

'তা কী মাছ ধরলে, বাপ?'

'গলদা চিংড়ি,' বলল মারভেল।

ইতস্তত করতে দেখা গেল নিকারাকে। 'ইয়ে, মানে, আমার কিছুটা দরকার ছিল...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল মারভেল। 'পুয়েলোকে বলা আছে, পাঁচ কেজি দিয়ে যাবে আপনাকে।'

এখানে খাওয়াদাওয়ার যে বিল হয় চিংড়ির দামের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হয় সেটা। বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দাম ধরে মারভেল, প্রায় অর্ধেক। সেজন্য তার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করে বুড়ো নিকারা।

ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় চোখ-ইশারায় কাঠের একটা ডেক-এর দিকে মারভেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল নিকারা। 'অনেকক্ষণ হলো আমাদের প্রেসিডেন্ট,' বলল সে, গলার আওয়াজ খাদে নামানো, 'ওদিকে বোনফিশ ধরছেন। শালার বোটম্যান নিশ্চয়ই তাঁকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।'

বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে মারভেল জানতে চাইল, 'প্রেসিডেন্ট কি কানাকায় যাবেন?'

উত্তরে মাথা ঝাঁকাল নিকারা।

'আমি তাঁকে পুয়েলোর স্কিফে করে পৌঁছে দিতে পারি,' বলল মারভেল।

টোব্যাকো পাউচে হাত ভরে আঙুল দিয়ে তামাকের গুঁড়ো নাড়াচাড়া করছে নিকারা, হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তারপর এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, যেন একটা মাছি খুব বিরক্ত করছে তাকে: 'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না কাজটা উচিত হবে কিনা। দেখো না, বাপ, এখানে ইনি কী বলছেন... আমাদের প্রেসিডেন্টকে নাকি যে-কোনও সময় মেরে ফেলা হতে পারে।'

'কী বলছেন!' মারভেল বিমূঢ়।

দেশের একমাত্র ইংরেজি দৈনিক দি বেলপ্যান নিউজ-এর একটা কপি মারভেলের দিকে ঠেলে দিল নিকারা।

খবরটা পড়ল মারভেল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে কলম্বিয়া-র ড্রাগ ব্যবসাতে মার্কিন মাফিয়া পুঁজি বিনিয়োগ শুরু করেছে। কলম্বিয়া থেকে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কোকেন পাচার করার নিরাপদ রুট হিসাবে বেলপ্যানকে

অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে তারা।

কারণগুলো সবার কাছেই পরিষ্কার – বেলপ্যানে ক্রাইম রেট প্রায় শূন্যের কোঠায়, ফলে পুলিশ বাহিনী আছে নামকাওয়াস্তে; দেশের আকার বাড়ানোর কোনও কুমতলব নেই তাদের, তাই কোনও শত্রুও নেই, ফলে সেনাবাহিনীও না থাকার মত।

এরকম একটা আদর্শ ট্র্যানজিট রুট দেখতে পেয়ে মার্কিন ও মেক্সিকান মাফিয়া বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম-এর উপর চাপ সৃষ্টি করছে তারা। বলছে হয় তাদেরকে ড্রাগ পাচারের সুযোগ দেওয়া হোক, তা না হলে প্রেসিডেন্টকে খুন করে সরকার উৎখাত করা হবে।

কাগজটা নামিয়ে রেখে নিকারার দিকে তাকাল মারভেল।

'কখন কী বিপদ হয়, আমি চাই না বিদেশী হয়ে সেই বিপদে জড়িয়ে পড়ো তুমি,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল নিকারা। 'তারপর তোমার ইচ্ছে, বাপ।'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বার থেকে বেরিয়ে এল মারভেল, অলস পায়ে ডক-এর দিকে যাচ্ছে।

বেলপ্যানের প্রেসিডেন্ট যতটা না শ্বেতাঙ্গ তারচেয়ে বেশি কৃষ্ণাঙ্গ। ছয় ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, একহারা গড়ন, শরীরে এখনও কোনও চর্বি জমেনি, তবে মাথার ঠিক মাঝখানের পাকা সব চুলই পড়ে গেছে। বয়স বাষট্টি।

সামান্য ঢোলা খাকি ট্রাউজার ও ম্যাচ করা শার্ট পরেছেন তিনি। চোখে স্টিলরিমের চশমা, পায়ে ব্লু ক্যানভাস পুল-অনস্। বোনফিশ ধরার আশায় অগভীর সাগরের স্থির পানিতে কারবন রড-এর সাহায্যে টোপ ফেলেছেন তিনি।

খানিকটা দূর থেকে দেখে প্রেসিডেন্টকে চিন্তিত বলে মনে হলো মারভেলের। তবে সেটা মাছ পাচ্ছেন না বলে, নাকি বোটম্যান তাঁকে নিতে না আসবার কারণে, বলা কঠিন। সন্দেহ নেই, ভাবল সে,

পৃথিবীতে বেলপ্যানই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে বোটম্যান তার প্রেসিডেন্টকে নিতে আসবার কথা ভুলে যেতে পারে।

মারভেলের জানামতে বেলপ্যান আরও একটি ব্যাপারে একমাত্র রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পাবলিক ডকে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে পারেন, কিংবা রাজধানীর অলিগলিতে ঢুকে বডিগার্ড ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা হেঁটে বেড়াতে পারেন।

মিষ্টি চেহারার এক তরুণী, বয়স হবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ, ডকে বসে প্রেসিডেন্টের মাছ ধরা দেখছে। শান্ত দীঘির মত চোখ দুটো তার এত বড়, একবার দেখলে সহজে কেউ ভুলতে পারবে না। গায়ের রঙ ফরসাই বলতে হবে, তবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চেহারার মিল আছে।

ঘন কালো রাশি রাশি রেশমি চুল লাল ব্যান্ড্যানা দিয়ে বাঁধা। ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট পরেছে, ব্যান্ড্যানার সঙ্গে মিল রেখে গায়ে চড়িয়েছে হল্টার-টপ।

জিনস বা ব্লাউজ তার উপচে পড়া যৌবন বেঁধে রাখতে পারেনি, কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন শরীরটা।

প্রেসিডেন্টের দিকে এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, তিনি যেন সারা দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আদর্শ পুরুষ, তাঁকে দেখে রাখাটা তার পবিত্র কর্তব্য।

ডেক ধরে হেঁটে এসে মারভেল বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' ভাষাটা ইংরেজি হলেও, তার বাচনভঙ্গিতে মেক্সিকান টান পরিষ্কার।

অবাক হয়ে ঘাড় ফেরালেন বৃদ্ধ। একজন বিদেশী তাকে চিনতে পেরেছে, অবাক হওয়ার সেটাই বোধহয় কারণ।

'আমি মারভেল, সিনর – ফার্নান্দো মারভেল। বার থেকে নিকারা বলল, আপনাকে আমার কি কানাকায় পৌঁছে দেয়া উচিত।'

'আপনি মেক্সিকান...'

'ইয়েস, সিনর।'

বৃদ্ধ প্রেসিডেন্টের মুখে সদয়, আন্তরিক হাসি ফুটল। 'বেলপ্যানে আপনাকে স্বাগতম, সিনর মারভেল,' বললেন তিনি। 'তবে আপনাকে দেখে কিন্তু ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে না।' আরও উদার ও উষ্ণ হলো হাসিটা।

'না, সিনর,' বলল মারভেল। 'আমি এখানে কাজের খোঁজে এসেছি। এই চিংড়ি ধরব, ক্যাটামারানা নিয়ে ট্যুরিস্টদের রিফের ওপার থেকে ঘুরিয়ে আনব।'

'তার মানে আপনি আমাদের অতিথি, সিনর মারভেল,' বললেন প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল মারভেল।

তরুণীর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার নাতনি আবার আপনার দেশ মেক্সিকোর অতিথি, ওখানে পলিটিক্স ও ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছে।'

'ও, আচ্ছা।'

'ওহ্!' বাঁক ঘুরে ত্রিশ ফুটি একটা লঞ্চকে এগিয়ে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'দেরি হলেও, ভুলে যায়নি। সাহায্য করতে চাওয়ার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর।'

মারভেলের মনে হলো শুধু নতুন বোটম্যান নয়, বেলপ্যানিজ প্রেসিডেন্টের আরও অনেক ধরনের সহায়তা দরকার।

দুই

কিছুক্ষণ পর বার-এ ঢুকতেই নিকারা বুড়ো বলল, 'মারভেল, বাপ, কজন অচেনা ভদ্রলোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' কাঁধের উপর দিয়ে আঙুল তাক করে পিছনদিকটা দেখাল সে।

প্রথমে কিচেনে ঢুকল মারভেল, ওটার উল্টোদিকের দরজায় দাঁড়াতে রেস্তোরাঁর ভিতরটা দেখতে পাওয়া গেল।

চারজন তারা: একজন রোগা, একজন মোটা, বাকি দুজন না রোগা না মোটা। দেখেই বোঝা যায় ল্যাটিনো, অর্থাৎ এরা ল্যাটিন আমেরিকান হলেও, বাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বয়স হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশের কোঠায়। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হলো ব্যবসা-সফল আমেরিকান, যেন অফিস আওয়ারে বিশেষ কাজে বাইরে বেরিয়েছে – স্পোর্টস শার্ট, সুতি ট্রাউজার, পায়ে মকাসিন।

চোখে বাহুল্য ও ভারী লাগছে অলঙ্কারগুলো। বিরাট আকৃতির আংটি, গোল্ডেন ব্যান্ডসহ ওমেগা হাতঘড়ি, গলায় মোটা সোনার চেইন। মোজাগুলো সিল্ক। যার যার চেয়ারের পিছনে কাশ্মীরি স্পোর্টস জ্যাকেট ঝুলছে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কোথাও বসতে হলে কাজে লাগবে। টেবিলের পাশে একসারিতে রাখা হয়েছে উন্নতমানের চারটে হোল্ড-অল।

পেশায়, ভাবল মারভেল, ব্যবসায়ী। হয়তো বিনিয়োগের পরিবেশ দেখতে বেলপ্যানে এসেছে। ওদের মানিব্যাগ নিশ্চয়ই কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি, বাজি রেখে বলা যায়, ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ছবিও আছে।

স্থানীয় বিয়ার নিয়ে বসেছে তারা, তবে গ্লাস খালি করবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কথা বলছে নিচু গলায়। ঠোঁটে কিউবান সিগার। লোকগুলো শ্বেতাঙ্গ মার্কিনি হলে নিজেদের পৌরুষ দেখাবার জন্য চিৎকার করে কথা বলত, বিয়ারের বদলে ঢকঢক করে গিলত রাম।

ওদের মধ্যে রোগা লোকটাকে নেতা বলে মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা সে, টিয়াপাখির মত বাঁকা নাক। ভারী পাতার পিছনে বেশিরভাগটাই আড়াল করা থাকলেও, মুখের তুলনায় বড় লাগছে চোখ দুটোকে। আধবোজা হয়ে আছে ওগুলো।

লোকটার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, কিংবা অ্যালার্জি হয়েছে, ভাবল মারভেল। দ্বিতীয়বার তাকাতে চোখের পাতা অস্বাভাবিক ফোলা লাগল, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা নোনতা পানি আধ মিনিট পরপর রুমাল চেপে মুছছে সে।

মোটা লোকটা শক্ত-সমর্থ, মুখটা চওড়া, তবে চর্বির নীচে অবসর নেওয়া অ্যাথলেটের লুকানো পেশির অস্তিত্ব আবছাভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে, নিজেকে ফিট রাখতে নিশ্চয়ই হপ্তায় দু'বার হেলথ ক্লাবে যেতে হয় তাকে। শান্ত ও চুপচাপ সে, মারভেল তাকে এই ট্রিপের টেকনিকাল অ্যাডভাইজার বলে ধরে নিল।

না-মোটা না-রোগা দুজন স্রেফ অবজারভার, ব্যাঙ্কিং সেক্টরের আমলা। ন'টা-পাঁচটা অফিস বোঝে, কাজে নিখুঁত হতে জানে, অস্বাভাবিক বিনয়ী, যে বেশি দাম দেবে তার কাছে বিক্রি হয়ে যেতে একপায়ে খাড়া।

রেস্তোরাঁর কাউন্টারে নিকারার ছেলে বসে আছে, তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকল মারভেল, ল্যাটিনোদের টেবিল লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। 'মারভেল, সিনিয়রস্,' বলল সে। 'শুনলাম আপনারা আমাকে খুঁজছেন।'

নেতা লোকটা একমুহূর্তের জন্য চোখ দুটো খুলল। কালো মণি, দৃষ্টিতে এতটুকু উষ্ণতা নেই, যেন আনুগত্য দেখতেই অভ্যস্ত। নিচু কণ্ঠস্বর, তবে তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। 'আমরা একবার রিফটা দেখতে চাই, সিনর।'

অপেক্ষা করছে মারভেল, কিন্তু দীর্ঘদেহী লোকটা আর কিছু বলছে না।

খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সম্ভবত মোটা লোকটা দেখবে। নিজের পরিচয় দিল সেঃ 'রডরি, মিগু রডরি। আপনার একটা ক্যাটামার‍্যান আছে। ওটা নিয়ে ইচ্ছে করলে আপনি সৈকতের কাছাকাছি চলে যেতে পারেন, আবার প্রয়োজন হলে যেখান দিয়ে খুশি রিফও পার

হতে পারেন।'

মারভেল ভাবছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নাকি সংগ্রহ করা তথ্য? ডান হাতের তর্জনীতে কড়া পড়ার ছোট একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। কল্পনায় তাকে গলফ ক্লাব ধরে থাকতে দেখল মারভেল, কিন্তু দাগটা ওখানে খাপ খায় না। সে বলল, 'বিপদ এড়াতে হলে খোলের নীচে দু'ফুট পানি থাকতে হবে।'

'আপনি ভাড়া যাবেন?' জিজ্ঞেস করল রডরি।

কাঁধ ঝাঁকাল মারভেল। 'সিনর, ভাড়া যাব কি যাব না সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর।'

'আর পরিস্থিতি নির্ভর করবে নগদ কী পাওয়া যাবে তার ওপর।' মিটিমিটি হাসছে রডরি।

'কী ধরনের বাধা-বিঘ্নের সামনে পড়তে হবে তার ওপরও,' বলল মারভেল, তাকিয়ে আছে রোগা লোকটার হাত দুটোর দিকে। কঙ্কালসার লম্বা আঙুলগুলো টেবিলের উপর সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে, যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠার নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায়। এরকম হাত আছে এমন এক আইরিশকে চিনত সে। মানুষ আর তার হাত, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্ব, দুটোর কাজের ধারাও এক নয়। মালিকের হয়েই কাজ করে ওগুলো, অথচ দায়-দায়িত্ব থেকে নিজের বিবেককে মুক্ত রাখে।

আইরিশ লোকটাকে পিস্তল ব্যবহার করতে দেখেছিল মারভেল, তবে তার হাতে বলপয়েন্ট কলমও সমান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত।

'আমি এখানে বিদেশী, সিনর,' বলল মারভেল। 'এখনও কাজ করার অনুমতি নেয়া হয়নি। কাজেই এদিকের পানিতে আমাকে থাকতে হলে কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া চলবে না।'

'বোটেই ঘুমাতে চাই আমরা, চাই রিফের কাছাকাছি থাকতে। অন্য কার বোট এই সুযোগ দেবে?' জিজ্ঞেস করল মোটা লোকটা।

লোকটার কথায় কোন্ দেশের টান, ঠিক ধরতে পারছে না মারভেল। তার স্প্যানিশ কর্কশ, উচ্চারণে খানিকটা নাকি সুর। 'নিরাপদ ও আরামদায়ক? কারও বোট নয়,' বলল সে। 'এক ঘণ্টা সময় দিন আমাকে।'

বার থেকে এক বোতল রাম, চারটে পেপার কাপ ও কয়েক টুকরো লেবু নিয়ে সমবায় অফিস বিল্ডিঙে চলে এল মারভেল। বারান্দায় ফেলা কয়েকটা বেঞ্চে বসে গল্পগুজব করছে বয়স্ক জেলেরা। পালা করে তাদেরকে রাম খাওয়াল সে।

চার ল্যাটিনো সম্পর্কে এরইমধ্যে জেনেছে জেলেরা। ছোট একটা দ্বীপে আলোর চেয়েও দ্রুত খবর ছড়ায়। বারান্দার নীচে থুথু ফেলে সবচেয়ে বুড়ো জেলে বলল, 'ওদেরকে তুমি নিয়ে যাও, বাপ। তবে টাকাটা নগদ চেয়ে নিতে ভুলো না।'

আরেক প্রৌঢ় বলল, 'আর সাবধান, বাপ, জোসেফিন ছুঁড়িটা যেন তোমাকে না পায়!'

জোসেফিন ছুঁড়ি মানে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানের শেষপ্রান্তে চলে আসা সাইক্লোন। রেডিওতে বিপদসঙ্কেত প্রচার শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাখিদের আচরণ দেখে অভিজ্ঞ জেলেরা বলাবলি করছিল একটা সাইক্লোন আসছে।

লেবুর রস মেশানো রামের কাপে চুমুক দিচ্ছে জেলেরা, আর যার যা মনে আসছে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছে। এর মানে হলো, তাদের জলসীমায় মারভেলকে তারা ক্যাটামার‍্যান নিয়ে কাজ করতে দিতে রাজি। তার প্রতি সবাই তারা সন্তুষ্ট, বিশেষ করে নিজের হাতে লেবুর রস দিয়ে রাম খাওয়ানোয়।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেক প্রস্থ রাম পরিবেশন করল মারভেল, তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিকারা'স বার-এ ফিরে এল সে, আড়াল করা টেরেস থেকে রডরির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল।

টেরেসে বেরিয়ে এল রডরি, তাকে নিয়ে নীচে নামল মারভেল, পামগাছের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে সৈকত ও গ্রাসিয়াসের দিকে এগোচ্ছে। এই নীরবতার পিছনে তার একটা উদ্দেশ্য আছে, রডরিরও অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।

মারভেল পরখ করতে চাইছে, একটা কুকুর যেমন আরেকটা কুকুরের গন্ধ শুঁকে পরখ করে। ছোট কুকুর চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলে, বড়টা নিজ বুদ্ধি নিজের মাথাতেই রাখে। ক্যাটামার‍্যানের কাছে পৌঁছে লোকটার দক্ষতা দেখার সুযোগ হলো মারভেলের, বুঝল চার্টার ফি হিসাবে খুব বেশি টাকা চাওয়া উচিত হবে না।

পানির উপর দিয়ে হেঁটে বোটের কাছে চলে এল মারভেল, বো ধরে অপেক্ষা করছে। কিছু বলতে হয়নি, এরইমধ্যে জুতো-মোজা খুলে ফেলেছে রডরি, এই মুহূর্তে পরনের ট্রাউজার গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলছে। ফোরমাস্ট-এর অবলম্বনটা যত উঁচুতে পারা যায় দু'হাতে শক্ত করে ধরল সে, তারপর ঠিক একটা ডলফিনের মত সাবলীল ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে পানি থেকে ফরওয়ার্ড হাল বিম-এ তুলে নিল নিজেকে।

বোটে বুড়ো এক লোককে পাহারায় রেখে গিয়েছিল মারভেল। ককপিটের ছায়ায় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। ধন্যবাদ ও একটা ডলার দিয়ে বিদায় করা হলো তাকে। তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রডরিকে সেলুনে ঢোকার সুযোগ করে দিল মারভেল: 'মি কাসা এস্ সু কাসা, সিনর।' অর্থাৎ: আমার বাড়ি আপনারও বাড়ি।

রডরির মুখের ক্ষণস্থায়ী হাসি মারভেলকে মিথ্যুক বলল, তবে ঘৃণার সঙ্গে নয়। জবাবে নিজের ঠোঁটে নীরব হাসি ঝোলাল মারভেল। 'সেজন্যে অবশ্যই আপনাকে কিছু পয়সা দিতে হবে, আর আয়োজনটা মাত্র দিন কয়েকের জন্যে, তাই না?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রডরি। 'সুযোগ-সুবিধে কী আছে আমাকে দেখতে হবে।'

‘উইথ প্লেজার।’

প্রচুর সময় নিল মোটাসোটা লোকটা। মারভেল আশাও করছে তা-ই। ককপিটে অপেক্ষা করার সময় দুই জার্মান তরুণের সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখছে সে, রিফ থেকে সেইলবোর্ড-এ পৌঁছাচ্ছে ওরা।

আধ ঘণ্টা পর ফিরল রডরি, মেইন কম্প্যানিয়ানওয়ের পোর্টসাইডে ফেলা চার্ট টেবিলের খানিক উপরের একটা তাকে সাজিয়ে রাখা নেভিগেশন ইকুইপমেন্টগুলো চোখের ইঙ্গিতে দেখাল। ‘প্রচুর ইলেকট্রনিক্স, সিনর।’

‘খেলনা,’ বলল মারভেল। ‘ক্রিস্টোফার কলম্বাস শুধু একটা সেক্সটান্ট ও লাইনের মাথায় আটকানো একটুকরো সীসার সাহায্যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।’

‘আমেরিকা মস্ত একটা টার্গেট ছিল।’

মারভেল বলল, ‘তা ঠিক।’ অপেক্ষা করছে।

‘আপনার খেলনা দিয়ে, ক্যাপিটানো মারভেল, টার্গেটের কত কাছে আপনি পৌঁছাতে পারবেন?’

‘রাত হোক বা দিন, যে-কোনও টার্গেটের একশো ফুটের মধ্যে।’

‘ভাল খেলনা।’

‘দামটাও সেরকম।’

আবার সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি। ‘তা হলে আসুন টাকা-পয়সার কথাটা সেরে ফেলি, ক্যাপিটানো।’

ব্যারোমিটারে টোকা দিল মারভেল। ২৯.৯-এ স্থির হয়ে থাকল কাঁটা, একহাজার চোদ্দ মিলিবার। ‘মার্কিন ডলার। প্রতিদিন দেড় হাজার, সব টাকা নগদে অগ্রিম দিতে হবে,’ বলল সে। ‘কোনও রসিদ দেয়া যাবে না। যদি মাছ খেতে আপত্তি না থাকে, খানাপিনার সব খরচ আমার।’

কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি মানিব্যাগ বের করল রডরি। হাসি পেলেও হাসল না মারভেল। তবে খেয়াল করল মানিব্যাগে ক্রেডিট

কার্ড নেই, ছেলেমেয়েদের কোনও ফটোও দেখা যাচ্ছে না। পাঁচশো ডলারের নয়টা কড়কড়ে নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রডরি।

‘গ্রাসিয়াস, সিনর,’ বলল মারভেল। নোটগুলো ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল সে।

‘আমরা কাল বোটে উঠব। বেলা দুটোয়।’ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রডরি।

ঘনঘন ঝাঁকি দিয়ে করমর্দন করল ওরা। মারভেল অবশ্য খুব একটা খুশি নয়। কোনও রকম দরদাম না করে এভাবে কি কেউ বোট ভাড়া করে? ‘তবে একটা শর্ত,’ বলল সে। ‘দক্ষিণে একটা সাইক্লোন রয়েছে। ওয়েদার অফিস বলছে, এদিকে আসবে না, আমরা নিরাপদ। তবে ওটা যদি সামান্য উত্তরে ঘুরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটব আমরা।’

সাগরের সারফেসে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা গ্রেট ব্যারাকুডাকে দেখছে মারভেল। গায়ে সুতি টি-শার্ট থাকলেও পিঠে রোদের আঁচ পাচ্ছে সে। সেফটি অফ করা স্পিয়ার গানটা আলতো করে ধরে আছে, মাছটার দিকে মুখ করে থাকার জন্য ফ্লিপার পরা পা দুটো মাঝেমধ্যেই নাড়াতে হচ্ছে তাকে।

মস্ত বড় একটা ব্যারাকুডা, লম্বায় ছয়ফুটের কম নয়, ওজন হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ পাউন্ড। শরীরের দু'-পাশ গানমেটাল রঙের। বড় আকারের নিষ্পলক চোখ। গাঢ় চেরা দাগের মত মুখ। ধারালো দাঁতগুলো সামান্য বাঁকা। একটা কিলিং মেশিন।

মারভেলের ধারণা, হাঙরের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক মাছ এই ব্যারাকুডা। হাঙরগুলো রিফ-এর বাইরে থাকে, অথচ এরা অনায়াসে চলে আসে রিফের এপারেও। মারভেল জানে, পারস্য উপসাগরে প্রবাল পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার সময় বেশ ক'জন আরব

জেলের পায়ের গোছা কেটে নিয়ে গেছে ব্যারাকুডা – পানি ছিল হাঁটুরও খানিক নীচে।

চার্টার পার্টিকে নিয়ে মাছ ধরতে নেমেছিল ও সাগরে। হঠাৎ যমদূতের মত হিংস্র মাছটা কোত্থেকে এসে হাজির হতেই জলদি করে ক্যাটামারানে উঠে পড়তে বলেছে ওদেরকে মারভেল। লোকগুলো রওনা হয়ে যেতেই ব্যারাকুডা ও তাদের মাঝখানে পজিশন নিয়েছে সে। তিনদিন ধরে লোকগুলোকে দেখছে, বুঝে নিয়েছে, অন্তত পানিতে কোনও রকম ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের কারও। সবচেয়ে ভাল সময় কাটে তাদের ককপিটের সামনে, চাঁদোয়ার নীচে; ওখানে বসে বরফ দেওয়া বালতি থেকে তুলে বিয়ার ও প্রকৃতির সুধা পান করে।

তবে চার্টার পার্টি হিসাবে মন্দ নয় চার ল্যাটিনো। সমবায়ীদের জেটি থেকে গ্রাসিয়াসে চড়ার সময় জুতো খোলার কথা বলতে হয়নি তাদেরকে, তিনদিনে যতবার সৈকত থেকে বোটে ফিরেছে একবারও পায়ের বালি ধুতে ভুল করেনি কেউ। ধৈর্য ধরে লেকচার শুনেছে মারভেলের, শিখে নিয়েছে মেরিন টয়লেট কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, ক্যাটামার‍্যানে ভ্রমণ করা তো দূরের কথা, এর আগে কেউ তারা কোনও বোটেই নাকি চড়েনি। তবে বেশিরভাগ মানুষের মত তাদেরও শেখার বিশেষ আগ্রহ নেই বললেই চলে। মারভেলও অবশ্য জরুরি বিষয় ছাড়া আর কোনও জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেনি।

যেন মারভেল তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই তাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল গ্রেট ব্যারাকুডা। মাঝে-মধ্যে স্থির হয়ে পানিতে ঝুলে থাকছে, তখন এমনকী কোনও ফিনের ডগা পর্যন্ত নাড়ছে না। তবে ক্রমে মারভেলের কাছে সরে আসছে ওটা, প্রতিবার চক্কর দেওয়ার সময় একটু একটু করে। ব্যারাকুডার ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা

না গেলেও, এটা তার উপর হামলা করবে কি না সন্দেহ আছে মারভেলের। বড় আকৃতির ব্যারাকুডা জঙ্গলের হিংস্র বাঘের সমতুল্য। পানির নীচে কোনও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ওগুলোর ভয়-ডর বলে কিচ্ছু নেই।

সে কি শিকার, না শিকারী?

ভাবছে মারভেল, মাছটা হামলা করল, সে-ও ওটার গায়ে স্পিয়ার লাগাতে পারল না, এরকম পরিস্থিতিতে প্রাণ নিয়ে পানি থেকে ওঠার সম্ভাবনা শূন্য। এইট-ব্যান্ড স্পিয়ার গান লোড করতে একজন জেলের প্রচুর সময় লাগে, ফলে একটার বেশি ছোঁড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। আর মাছটা যদি পেট লক্ষ্য করে হামলা চালায়, ধরে নিতে হবে ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ হতে যাচ্ছে।

আরও কাছে চলে এল দ্য গ্রেট ব্যারাকুডা। মারভেল জানে, ফায়ার করা মাত্র সামনের দিকে ছুটে আসবে মাছটা, তাই চোয়ালের নীচের দিকটায় লক্ষ্যস্থির করল সে। তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

স্পিয়ারগানটা জোরালো একটা ধাক্কা দিল তার বুকের ডান পাশে ও কাঁধে। প্রথম এক মুহূর্ত স্পিয়ারের ছেড়ে যাওয়া বুদ্বুদের মিছিলের ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ও। তারপর দেখল স্পিয়ারটা গেঁথেছে চোয়ালের শেষ প্রান্তে।

লাফ দিয়ে অনেক উপরে উঠল মাছটা, চোয়াল খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে, শরীর ধনুকের মত এত বেশি বেঁকে যাচ্ছে যে মারভেলের ভয় হলো ওটার শিরদাঁড়া না মট করে ভেঙে যায়। মাছটা লাফ দিতে শুরু করায় টান অনুভব করল সে, পানি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল বুক।

স্পিয়ার ও মাছের গায়ে লেগে ঝিকিয়ে উঠল রোদ। চার-পাঁচটা লাফ দিয়েই মারা গেল ব্যারাকুডা। নিকারার স্ত্রী ব্যারাকুডা কারি খুব ভাল রাঁধে। আর কিছু না হোক, গলদা চিংড়ির বদলে নতুন কিছু দেওয়া যাবে মুখে।

সাঁতরে ক্যাটামার‍্যানে ফিরছে মারভেল, টেনে আনছে মাছটাকে। গানটা পাবলো টিকালা-র হাতে ধরিয়ে দিল সে, ল্যাটিনোদের মধ্যে সেই সবচেয়ে লম্বা, যাকে লিডার বলে মনে হয়েছিল তার। লাইন টেনে মাছটাকে বোটে তুলল টিকালা।

ল্যাটিনোদের আবার পানিতে ফিরে আসতে বলল মারভেল, কিন্তু তারা তেমন উৎসাহ দেখাল না। 'সেক্ষেত্রে, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, ডিনারের জন্য আমি কয়েকটা মাছ ধরি।'

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পানিতে থাকল মারভেল। রিফ যেখানে ভাঙা তার কিনারায় ডুব দিয়ে রেড স্ন্যাপার ধরছে। ফাঁকটা দিয়ে প্রচুর বড় মাছকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে দেখল সে।

ডাইভ দেওয়ার ফাঁকে চার্টার পার্টিকে নিয়ে চিন্তা করছে মারভেল। পুরো তিনদিন রিফ এরিয়ার চারপাশে সময় কাটিয়েছে তারা, বসবাসযোগ্য প্রতিটি কি-র ফটো তুলেছে সম্ভাব্য সবগুলো কোণ থেকে, ব্যাঙ্কিং সেক্টরের আমলাদের একজন খসখস করে কী সব লিখেছে একটা লইয়ার্স প্যাডে।

দুটোর বেশি বিয়ার খায়নি তারা কেউ, ভুলেও গলা চড়ায়নি, প্রতি সন্ধ্যায় মারভেলের গ্রিল করা মাছ খাওয়ার সময় প্রশংসা করেছে অকুণ্ঠচিত্তে।

আজ লাঞ্চের সময় তাকে জানানো হয়েছে, তাদের রিসার্চ শেষ হয়েছে, তবে হাতে একটা দিন বেশি থাকায় সময়টা উপভোগ করছে তারা। তারপর পাঁচশো ডলারের আরও তিনটে কড়কড়ে নোট বের করে মারভেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে রডরি।

নিতে রাজি হয়নি মারভেল, বলেছে বোটে আর কেউ থাকুক বা না থাকুক বিকেলটা রিফেই কাটাত – তাদের সঙ্গ পেয়ে খুশি সে।

খুশি কি খুশি না, সেটা কোনও প্রসঙ্গ নয়। প্রসঙ্গ হলো, কাজ যদি সত্যি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, লোকগুলো এখনও তা হলে অপেক্ষা করছে কী কারণে?

মারভেলের ধারণা, চার্টার শুরু হওয়ার পর থেকেই অপেক্ষা করছে তারা। কীসের জন্য?

দশ-বারোটা স্ন্যাপার ধরে নেটে ভরল মারভেল, ধীর ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে গ্রাসিয়াসে ফিরে আসছে। সাগর এত শান্ত যে পালিশ করা চামড়ার মত চকচক করছে সারফেস।

পোর্টসাইড রাডার-এ নেট বাঁধল মারভেল। স্পিয়ার গানটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল মিগু রডরি। ওয়েটবেল্ট সহ সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল সে, ফ্লিপার আর মাস্ক খুলে ট্যাফরেইল-এর ওপারে ফেলল, তারপর উঠে পড়ল ককপিটে।

মাথা ও গায়ের পানি মুছল মারভেল, আফটার লকারে ফিশিং গিয়ার রেখে আইসবক্স থেকে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার নিল। পোর্ট ও স্টারবোর্ড ককপিট সিটে বসে আমলা দুজন চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে। দুটো ডেক চেয়ারের একটায় আধ শোয়া ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে পাবলো টিকালা।

কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো করা একটা বালতিতে বসেছে রডরি। তার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। একবার চোখ বুলিয়েই চিনতে পারল মারভেল, নাইনএমএম বেরেটা টেন-শট সেমি-অটোমেটিক।

অস্ত্রটা তার দিকে তাক করা নয়। আসলে তাক করবার কোনও প্রয়োজনও নেই। মারভেল মনে মনে যেমন আন্দাজ করেছিল, রডরির তর্জনীর দাগ পিস্তলের ট্রিগার ও ট্রিগার গার্ড-এর কিনারার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ফায়ারিং রেঞ্জে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার ফলে ওই দাগ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে তার ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি লেগে রয়েছে, যেন এ-ধরনের একটা দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে খুবই বিব্রত বোধ করছে সে।

'বিয়ার চলবে?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল মারভেল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে সে, অবাকও কম হয়নি।

'ঠিক এখনই নয়,' জবাব দিল রডরি – কথা বলছে একজন প্রফেশনাল, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই।

ট্যাফরেইল-এ বসল মারভেল। হাতের বিয়ার ক্যানে চুমুক দেওয়ার আগে টিকালার উদ্দেশে সেটা একটু উঁচু করে বলল, 'স্যালু।' জোর করে একটু হাসল সে। 'জানতে পারি কি ব্যাপার? হাতে অস্ত্র কেন?'

'প্রয়োজন হতে পারে,' বলল রডরি।

নার্ভাস হাসি দেখা গেল মারভেলের ঠোঁটে। 'মানে?' ও ভাবছে, বোট চালানোয় ওদের যে অভিজ্ঞতা আমি গুলি খেলে বাকি জীবন কাউকে আর সাগর থেকে বাড়ি ফিরতে হবে না।

সদা প্রস্তুত রুমালটা নাকে চেপে ধরল টিকালা। 'আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু সার্ভিস চাই।'

'তা হলে পিস্তলের বদলে ডলার তাক করুন,' বলল মারভেল। 'যত বেশি পরিমাণে তাক করবেন, ততই ভাল হবে আমার সার্ভিস।'

সকৌতুক হাসির আওয়াজ রুমালে চাপা দিয়ে টিকালা বলল, 'পিস্তলটা শুধু আপনাকে বোঝাবার জন্যে যে আমরা সিরিয়াস।'

'মনে করুন আমি বুঝে গেছি,' বলল মারভেল, দেখল এক ঝাঁক সি-গাল ডানা ঝাপটে মেইনল্যান্ডের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল, রিফ-এর ফাঁক গলে বড় আকৃতির মাছগুলোকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে দেখেছে খানিক আগে। জিভের ডগা বের করল, যেন ঠোঁট থেকে বিয়ার চাটছে, আসলে বাতাসের স্পর্শ নিতে চাইছে সে। কিন্তু প্রকৃতি যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে...

'আমরা একটা জাহাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল পাবলো টিকালা।

'সেই রকমই একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে আমার মনে। রডরি

যখন বোটে উঠে লোরান'স রেইডার নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট কাজ করে কি না চেক করে দেখলেন, তখনই। আপনারা চলে যাচ্ছেন, নাকি জাহাজ থেকে কাউকে রিসিভ করবেন?'

নাক টানল টিকালা। 'রিসিভ করব। বিশজন লোক।'

দেড় টন। 'লাগেজ খুব বেশি?'

'দু'হাজার একশো কিলো।'

মারভেল বলল, 'বাতাস বাড়ছে, লোক এটাতেই নেয়া যাবে, কিন্তু কার্গো যোডিয়াকে তুলতে হবে।' বিশ ফুটি ইনফ্লেইটেবল অনায়াসে ভারটা বইতে পারবে।

রুমালটা সাবধানে চার ভাঁজ করে নিজের চেয়ারের পাশে ডেকের উপর রাখল টিকালা। হাত দুটোকে পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল করে দুই হাঁটুর উপর ফিরিয়ে নিল, লালচে-বেগুনি চোখের পাতার ভিতর দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওগুলোকে – যেন নিঃসন্দেহ হতে চাইছে ওগুলো ঠিক নিজের কি না, ভাবল মারভেল।

তার চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য উঁচু হলো। মারভেল অনুভব করল, নিজের হাতের মত করেই তাকে পরীক্ষা করছে টিকালা – লোকটার কাছে ও স্রেফ একটা হাতিয়ার, তার বেশি কিছু না, কিছুক্ষণের জন্য কাজ দেবে, কাজ হয়ে গেলে বিনা দ্বিধায় ফেলে দিতে হবে। এটা মৃত্যুদণ্ড, নিশ্চিতভাবে জানে মারভেল, দণ্ডটা এমন একজন দিচ্ছে যে বুদ্ধিমান, এবং মানসিক রোগী।

একজন খুনি।

খুনিটা এখন মারভেলের ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষায় আছে।

'ক্যাটামার্যান তৈরি করা হয় মাল টানার জন্যে নয়, স্পিড পাবার জন্যে,' বলল মারভেল।

আসলেও এটা বোঝা বহনের উপযোগী নয়। দমকা হাওয়ার ধাক্কায় যে-কোনও সাধারণ ইয়ট কাত হয়ে যাবে, ফলে ওটার পাল থেকে বেরিয়ে যাবে অনেকটা বাতাস। ক্যাটামার্যানের বেলায়

ব্যাপারটা উল্টো, বাতাস পাওয়ামাত্র দে ছুট, সেই সঙ্গে দমকার তীব্রতাও কমে যাবে।

'বেশি বোঝা তোলা হলে জোরালো বাতাসের প্রথম ধাক্কাটাই ভেঙে নিয়ে যাবে মাস্তুল,' সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল মারভেল। 'আমরা যোডিয়াক টো করব, ম্যাচেটি হাতে রডরিকে বসিয়ে রাখব ট্যাফরেইল-এ। দমকা বাতাস লাগা মাত্র ঘ্যাচ করে টো-লাইন কেটে দেবে সে।'

কল্পনায় ছবিটা দেখতে পেয়ে হেসে উঠল রডরি।

'কী হলো ব্যাপারটা?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল টিকালা। 'আমরা কি আমাদের কার্গো খোয়ালাম?'

মাথা নাড়ল মারভেল। বলল, 'মারলিন রড-এর সঙ্গে এক হাজার মিটার নাইলন ফিশিং লাইন জড়ানো আছে, ব্রেকিং স্ট্রেইন তিনশো কিলো। ফিরে এসে যোডিয়াক নিয়ে যাব আবার।'

'এতই সহজ, ক্যাপিটানো?'

বিয়ার ক্যানটা উঁচু করল মারভেল। 'শুধু সহজ নয়, এতে খরচও অনেক কম পড়বে আপনাদের।'

তিন

বাতাস নেই বললেই চলে। সাগরের সারফেস নড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো আকাশে কোনও পাখি দেখছে না মারভেল। ককপিটের পোর্টসাইডে বসে রসুন, আদা, ব্ল্যাক পেপারকর্ন, লবণ ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা সুস্বাদু পেস্ট তৈরি করছে সে।

ককপিটের পাশে একজায়গায় এরই মধ্যে বারবিকিউ-এর আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। আমলাদের একজন কেটে-বেছে-ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে মাছগুলো।

মারভেলের ফিশিং নাইফ নিজের কাছে রেখে দিয়েছে রডরি। এই মুহূর্তে দুই আমলা আর টিকালা নীচে রয়েছে। সেলুনের মাথায় বসে মারভেলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে রডরি।

ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। রিফ ছাড়িয়ে ছয় মাইল দূরে, রাত একটায় রন্দিভু। ধরা যাক ক্যাটামার‍্যানে মানুষ আর কার্গো তুলতে মিনিট বিশেক লাগবে, দুই ঘণ্টা লাগবে মেইনল্যান্ডে পৌঁছাতে, নদীর উজান ধরে এগিয়ে নামবার জায়গা পেতে লাগবে আরও আধ ঘণ্টা। কাজেই তাড়া নেই।

কোন্ নদী তা এখনও ওর কাছে গোপন রাখা হলেও, মারভেল নিশ্চিত যে সেটা বেলপ্যান নদীর উত্তর শাখাটাই হবে, যেখানে বাঁকটা ওদেরকে রোড ব্রিজ থেকে আড়াল করে রাখবে। ওখানেই মালপত্র নামানো হবে।

সন্দেহ নেই, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় ওখানেই তার মাথার পিছনে গুলি করবে রডরি। আনন্দও পাবে না, আবার অপছন্দও করবে না। এটা স্রেফ একটা কাজ, অফিসে যাওয়ার মত।

মারভেল ভাবল, ব্যারোমিটারটা চেক করা দরকার। কিন্তু তা করতে হলে প্রথমে রডরির অনুমতি নিতে হবে। আবার অনুমতি চাইতে গেলে ল্যাটিনো লোকটার মনে সন্দেহ জাগবে। তবে কী ধেয়ে আসছে জানে সে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, কখন।

তাকে যারা সাহায্য করতে চেয়েছে – জুডিয়াপ্পা এসকুইটিলা বা একটা এজেন্সির লোকজন – বন্ধু হিসাবে তাদের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে জোসেফিন ছুঁড়িটাকে।

কয়েকটা স্ন্যাপারের ভিতরে-বাইরে আদা-রসুনের পেস্ট মাখিয়ে গ্রিলে ফেলল মারভেল, গলা চড়িয়ে বাকি ল্যাটিনোদের ডেকে গ্যালি

থেকে প্লেট আর কাটলারি নিয়ে আসতে বলল।

ডিনার খাওয়ার সময় টিকালাকে একটা স্ন্যাপারের মেরুদণ্ডে ছুরি চালাতে দেখল মারভেল – ধৈর্য ধরে, গুছিয়ে, পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁতভাবে কাঁটা থেকে আলাদা করছে মাংস।

টিকালা এমন একজন মানুষ ভুল-ত্রুটি যার কাছে ক্ষমার অযোগ্য, তা সে নিজের হোক কিংবা আর কারও।

হঠাৎ করেই মারভেল উপলব্ধি করল, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার ভান করা দরকার যে টিকালার দেওয়া মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। সন্দেহ নেই তার উপর নজর রাখা হচ্ছে, এখন সে যদি নিজেকে অজ্ঞ প্রমাণ করতে পারে তা হলে হয়তো ওদের সতর্কতায় মাঝে-মধ্যে দু'এক মুহূর্তের জন্য হলেও ঢিল পড়বার সম্ভাবনা আছে।

বিয়ার নেওয়ার জন্য আইস বক্সের দিকে হাত বাড়াল মারভেল, স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল, 'ওদেরকে আপনারা প্লেনে করে আনলেন না কেন?'

জবাবটা জানা আছে তার। প্লেনে করে ড্রাগ পাঠিয়ে দেখেছে ল্যাটিনোরা, ঝুঁকির মাত্রা খুব বেশি হয়ে যায়। তা ছাড়া, ড্রাগ পাচার করার অপারেশন দ্রুত সেরে ফেলতে হয় – ল্যান্ড করো, ফুয়েল ভরো, কেউ দেখে ফেলবার আগেই আবার ডানা মেলে ফিরে যাও।

কিন্তু এবার পাঠানো হচ্ছে মানুষ, এরা এখানে দীর্ঘমেয়াদি অপারেশনে থাকবে, কাজেই নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা একান্ত প্রয়োজন।

তার দিকে তাকাল টিকালা, লাল ও ফোলা চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য উপরে উঠল। রুমালটা বেরিয়ে এল, ঘষা খেল নাকে। তারপর অতি সামান্য একটু নড়ে উঠল আঙুলগুলো। 'আমরা সাগর পছন্দ করি, সিনর।'

কিন্তু সাগর সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, ভাবল মারভেল। এটা তাদের একটা ভুল, অচেনা এলাকায় ঢুকে পড়া – তার পরিচিত

এলাকায়। সেজন্যই প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা করছে সে।

আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে। দক্ষিণ, অর্থাৎ ওদের পিছনদিক থেকে আসছে। এখনও তত জোরালো নয়, তবে গতি একটু একটু করে বাড়ছে, নোঙর ফেলা গ্রাসিয়াসকে কিছুটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে নাকটাকে আরেকদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। রিফ-এ আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর আওয়াজও ধীরে ধীরে বদলে ক্রমশ কর্কশ ও গম্ভীর হয়ে উঠছে।

মারভেল বলল, 'পালগুলোকে এখনই আমার রেডি করে রাখা দরকার।'

কালো আকাশে না আছে তারা, না আছে মেঘ। নীচে সাগরও একইরকম কালো। বাতাসের মতিগতি বোঝা ভার। প্রতি আট-দশ মিনিট পরপর অন্ধকার থেকে একটা করে বড় ঢেউ ছুটে আসছে।

এই বড় ঢেউগুলো এলেই তেকোনা সিল্ক পাল থেকে মুহূর্তের জন্য উথলে উঠছে বাতাস, সেই সঙ্গে ঝট করে আবার ফুলে উঠছে ফোরসেইল।

কম্পাসের দিকে মারভেল প্রায় তাকাচ্ছেই না। চার্ট চেক করারও কোনও প্রয়োজন বোধ করছে না সে। নোঙর তোলার আগে বোতাম টিপে লোরান'স কমপিউটারকে রন্দিভু জানিয়ে দিয়েছে, ফলে রেডিও নেভিগেশন সিস্টেম গ্রাসিয়াসকে যে পজিশন দিয়েছে সেটা ওই রন্দিভুর একশো মিটারের মধ্যে পড়বে।

অস্বস্তিকর হলেও, সহজেই বোট চালাতে পারছে মারভেল। অস্বস্তির কারণ প্রকৃতি, অন্ধকার; সামনে কী আছে বোঝার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া, আবহাওয়ার রিপোর্ট যা-ই হোক, ব্যারোমিটারের কাঁটা সেই ২৯.৯-এ স্থির হয়ে আছে।

ওরা রওনা হওয়ার আগে মারভেলের অস্বস্তি টের পেয়ে গিয়েছিল

মিগু রডরি। 'ওটা আপনি অনুভব করতে পারছেন?'

'কোন্‌টা?' জানতে চেয়েছে মারভেল, ভান করে সুবিধে পাওয়ার ইচ্ছে।

'সাইক্লোন,' বলল রডরি। 'প্রায় চারঘণ্টা হলো একবারও ব্যারোমিটারের দিকে তাকাননি আপনি।'

কথা না বলে শ্রাগ করল মারভেল। সশস্ত্র লোকটা নিঃশব্দে হাসল, সেলুন কম্প্যানিয়নওয়ের আলো লেগে ঝিক করে উঠল তার সাদা দাঁত। 'আমি আপনাকে পছন্দ করি, সিনর মারভেল। যদিও পরিস্থিতিটা তাতে বদলাচ্ছে না।'

'না, বদলাচ্ছে না,' তার সঙ্গে একমত হলো মারভেল।

মারভেলের হিসাব মত রন্দিভুতে পৌঁছাতে আর যখন আধ ঘণ্টা বাকি, ডেকে উঠে এসে পাবলো টিকালা জানতে চাইল, 'সিনর ক্যাপিটানো, আপনার সঙ্গে হালকা রশি আছে?' তার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

'কতটা হালকা?'

'আপনাকে বাঁধার উপযোগী যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু হালকা।' পাপড়িসহ পাতা উঁচু হলো। হিমশীতল চোখ। 'একবার ভেবে দেখুন তো আপনি সাগরে হারিয়ে গেলে আমাদের জন্যে সেটা কীরকম দুঃখজনক হবে।'

চোখ-মুখ গরম করে মারভেল জানতে চাইল, 'মানে?'

'মানে? এই সামান্য সাবধানতা অবলম্বন,' বলল টিকালা। 'আপনি তো আর আমাদের ভাই-বেরাদর বা বন্ধু নন, সিনর ক্যাপিটানো, তাই আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক প্রস্থ রশি আসলে আগেই পেয়েছে তারা। অস্ত্র তাক করে মারভেলকে পঙ্গু বানিয়ে রাখল টিকালা, রশি নিয়ে এগিয়ে এল রডরি।

'কী পেয়েছেন আপনারা আমাকে?' সত্যি ওকে বাঁধা হবে বুঝতে

পেরে রেগে উঠল মারভেল। 'আমার সাহায্য ছাড়া আপনাদের কাজ হবে?'

'কে বলল আপনার সাহায্য নেব না আমরা?' হাসল টিকালা। 'আপনিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা, সিনর ক্যাপিটানো।'

'আমাকে বাঁধা হলে আমি বোট চালাব কীভাবে?' অসহায় আক্রোশে ফুঁসছে মারভেল।

'আমরা তো আপনার হাত-পা বাঁধছি না, সিনর ক্যাপিটানো। শুধু গলায় রশি পেঁচাব।'

টিকালার হাতের উদ্যত পিস্তলের দিকে চোখ রেখে মারভেল বুঝল, কিছুই করবার নেই তার।

পাঁচ মিনিট পর।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা রশিটা নিরস্ত্র মারভেল এখন তার গলায় পরে আছে। নিজের হাতে গিঁট দিয়েছে রডরি। তার মৃদু হাসি ও শ্রাগ মারভেলকে জানিয়ে দিয়েছে, এটাও ব্যক্তিগত কিছু নয়, স্রেফ কাজের একটা অংশ মাত্র...

'তোমরা চারজন, আর আমি একা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল মারভেল। 'তারপরও এত ভয় পাচ্ছ আমাকে?'

'না,' চোখের পাতা না তুলেই বলল পাবলো টিকালা, 'দিয়েগো মারভেলকে হয়তো ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তবে আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, সিনর ক্যাপিটানো মাসুদ রানাকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা ভিতর ভিতর চমকে দিল রানাকে।

চার

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

ঠিক সকাল নটায় নিজের অফিসে ঢুকেই ডেস্কের উপর ইন-ট্রেতে রাখা এনভেলাপটা দেখল রানা। ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর, ভাবল, অনেকদিন পর কেউ ওকে চিঠি লিখেছে। চিঠি লেখার চল প্রায় উঠেই যাচ্ছে, এটা তো ই-মেইল ও এসএমএস-এর যুগ। নিজের চেয়ারে বসে পায়ের উপর পা তুলল রানা।

এনভেলাপটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে, খুঁটিয়ে দেখছে। চিঠিটা পাঠানো হয়েছে বেলপ্যান-এর রাজধানী বেলপ্যান সিটি থেকে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায়। এনভেলাপে প্রেরকের নাম নেই। ঠিকানার জায়গায় লেখা হয়েছে, রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার নাম। সেখান থেকে রিডাইরেক্ট করে পাঠানো হয়েছে এখানে, বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকায়।

কে লিখল? রাষ্ট্রপতি, নাকি তাঁর সুন্দরী নাতনি?

বেলপ্যান সম্পর্কে কী জানে স্মরণ করছে রানা। ছোট একটা রাষ্ট্র, মেক্সিকো ও গুয়েতেমালার সঙ্গে সীমান্ত আছে। আয়তন বাইশ হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি বর্গ কিলোমিটার। মোট জমিনের আশি ভাগই বনভূমি, লোকসংখ্যা মাত্র আড়াই লাখ।

বেলপ্যানে নামেমাত্র সেনাবাহিনী আছে, সব মিলিয়ে একশো বিশজন। রাজধানীতে থাকে পঞ্চাশজন, বিদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি

কেউ এলে গার্ড অভ অনার দেয়। দেশটায় ক্রাইম রেট খুব কম হওয়ায় পুলিশও না থাকারই মত।

বেলপ্যানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল রানার। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে কঠিন হয়ে উঠল চোখ-মুখ।

'ম্যারিয়েটা,' আপনমনে ফিসফিস করল রানা, ফিরে গেল দু'বছর আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

নিউ ইয়র্ক। ফাইভ স্টার হোটেল মিল্কিওয়ে।

রাত দুপুরে নিজের স্যুইটে ফিরছে রানা। চারদিন হলো দেশ থেকে এসেছে ও। ওর এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায় বেশ কয়েকটা জটিল কেস জমে আছে, সেগুলোর বিহিত-ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর নিতে হবে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব। এত বেশি কাজের চাপ যে রোজই রাত বারোটার পর ফিরতে হচ্ছে ওকে।

এলিভেটর থেকে টপ ফ্লোর, অর্থাৎ আঠারো তলায় নামল রানা। সঙ্গে সঙ্গে খুবই হালকা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। কী হতে পারে বোঝার জন্য বড় করে শ্বাস নিল ও, কিন্তু মিলিয়ে গেছে গন্ধটা, আর পেল না।

হলওয়ে-টা বেশি লম্বা নয়, একপাশে দুটো স্যুইট, আরেক পাশে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগান সহ দুটো ব্যালকনি।

প্রথম ব্যালকনিতে একটা ছোট ডেস্ক আছে, হোটেল সিকিউরিটির একজন সদস্য পাহারায় বসে থাকে ওখানে। গত তিন রাত সশস্ত্র লোকটার স্যালুট পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে রানা, আজ না পাওয়ায় একটু সচেতন হয়ে উঠল। ব্যালকনির পাশে পৌঁছে দেখল ডেস্ক খালি, আশপাশেও কেউ নেই। তবে বিচলিত হওয়ার মত কোনও ব্যাপার নয়, ভাবল ও।

এই পেন্টহাউস স্যুইটের ভাড়া শুনলে অনেকেরই চোখ কপালে

উঠে যাবে; তবে শখ করে নয়, এখানে রানাকে থাকতে হয় নিরাপত্তার কারণে।

ওর স্যুইটটা হলওয়ের শেষ প্রান্তে।

প্রথম স্যুইটের দরজাকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। হঠাৎ অস্পষ্ট, অথচ ভরাট ও মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল কোথাও থেকে। বিশুদ্ধ ইংরেজি। 'নো, ইমপসিবল! আপনারা জোর করে আমাকে দিয়ে সই করাতে পারবেন না...'

কোত্থেকে কে কথা বলছে বুঝে উঠতে পারেনি রানা, তার আগেই ছোট একটা কুকুরের বাচ্চা কেঁউ করে উঠল। ডাক শুনেই বোঝা গেল কোন্ জাতের কুকুর – পিকেনিজ। ভোঁতা শোনালেও এবার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ওর পাশের স্যুইট থেকে বেরিয়েছে ডাকটা।

বন্ধ দরজার উপর চোখ, দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ফাইভ স্টার হোটেল মিল্কিওয়েতে কুকুর আসে কীভাবে?

তবে কুকুরের ডাক নয়, নয় ভরাট কণ্ঠের প্রতিবাদী সুর, এবার রানাকে চমকে দিল পিস্তলের আওয়াজ।

পরমুহূর্তে বন্ধ স্যুইটের ভিতর থেকে সেই ভরাট কণ্ঠের অধিকারী 'মাই লাইকা, ওহ্ গড!' বলে গুঙিয়ে উঠল।

সন্দেহ নেই কারও উপর জুলুম করা হচ্ছে। কিছু একটা করা উচিত। আগেই, গুলির আওয়াজ শোনা মাত্র, শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করেছে রানা। বন্ধ দরজার ওপর নজর রেখে পিছু হটে হলওয়েটা আড়াআড়িভাবে পার হয়ে ব্যালকনিতে চলে এল। ডেস্কে টেলিফোন ছাড়া আর কিছু নেই। রিসিভার তুলে রিসেপশন-এর নম্বরে ডায়াল করল ও, সিকিউরিটিকে ডাকবে।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। রেকর্ড করা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে: 'কারিগরি ত্রুটির কারণে এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।'

এরপর সরাসরি অপারেটরকে ফোন করল রানা। সেই একই

অবস্থা। সন্দেহ দানা বাঁধছে রানার মনে।

কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তারপর? ও কি সারারাত ঘুমাতে পারবে?

ব্যালকনি থেকে বন্ধ স্যুইটের দরজার পাশে চলে এল রানা। যা ভেবেছে, ভিতর থেকে ধমকের সুর ও ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। কী ঘটছে কিছুই জানা নেই, তবে ওর ভয় হলো যে-কোনও মুহূর্তে এখানে একটা খুন-খারাবি ঘটে যেতে পারে। হাতের পিস্তল পিছনে লুকানো, কবাটে নক করল ও।

স্যুইটের ভিতরটা এক নিমেষে নীরব হয়ে গেল।

আবার নক করল রানা।

'ইয়েস, সিনর?' ল্যাটিন উচ্চারণে প্রশ্ন করল কেউ, সম্ভবত কলম্বিয়ান কোনও লোক।

'সিকিউরিটি অফিসার,' বলল রানা। 'দরজাটা খুলুন, প্লিজ।'

স্যুইটের ভিতর থেকে ফিসফাস আওয়াজ ভেসে আসছে। রানার সন্দেহ হলো, দুই-তিনজন লোক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে। আছে হয়তো আরও বেশি।

দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা। কবাট সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল এক লোক। দরজায় চেইন লাগানো আছে, সেটা না খুললে কবাট আরও ফাঁক করা যাবে না।

প্রথমেই চোখে পড়ল পানামা হ্যাটটা। টিয়াপাখির মত বাঁকা নাক লোকটার। বেশ লম্বা সে, কমপক্ষে ওর সমান। মুখের তুলনায় বড় লাগছে চোখ দুটোকে, তবে আধবোজা হয়ে আছে ওগুলো। চকচকে সাদা কাপড়ের সুট পরা, কোটের বোতামগুলো লাগানো – একটা পকেট ফুলে আছে দেখে রানা ধরে নিল ওখানে পিস্তল আছে। কলম্বিয়ান, কিংবা মেক্সিকান হবে। শ্বাপদের শীতল দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে।

লোকটার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, কিংবা অ্যালার্জি হয়েছে। নাক

দিয়ে বেরিয়ে আসা পানি রুমাল চেপে মুছছে সে।

তার পিছনে সিটিংরুম দেখা যাচ্ছে। দু'একটা উল্টে পড়া চেয়ার, ফুলদানি, অ্যাশট্রে ইত্যাদি তুলে জায়গা মত রাখছে টেকো এক লোক। কামরায় আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'হোটেল সিকিউরিটির অনেককেই চিনি আমরা,' পানামা হ্যাটটা মাথায় ঠিক মত বসিয়ে নিয়ে বলল লোকটা। 'আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, সিনর।'

'কাকে চেনেন, দু'একজনের নাম বলুন,' চ্যালেঞ্জ করল রানা।

'আপনি আমার পরীক্ষা নিতে পারেন না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল লোকটা।

চট করে হলওয়ের শেষ মাথাটা একবার দেখে নিল রানা, যেদিকে এলিভেটরটা রয়েছে। চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার সময়, সরাসরি না তাকিয়েও, ফায়ার অ্যালার্ম সুইচ-এর অস্তিত্ব যতটা না দেখতে পেল তারচেয়ে বেশি অনুভব করল ও। আসলে জানা ছিল, দরজার ঠিক পাশের দেয়ালে, ফুট সাতেক উপরে আছে ওটা, এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল।

'পরীক্ষায় ফেল্ করেছেন,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, চেইন খুলে দিয়ে দরজা থেকে পিছিয়ে যান। আমি ভেতরে ঢুকছি।' রানার হাতের পিস্তল ইতিমধ্যে সামনে চলে এসেছে।

'এসবের কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে, সিনর?' শান্ত কণ্ঠে বলল লোকটা, এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়।

'নেই? গুলি হলো কেন?'

'প্লিজ, সিনর, সবই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব। ব্যাপারটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি। আমরা এখানে একটা বিজনেস ডিল নিয়ে আলোচনা করছিলাম...'

'পথ ছাড়ুন, কী অবস্থা দেখতে দিন আমাকে,' বলে হাঁটু দিয়ে

দরজার গায়ে চাপ দিল রানা, খালি হাতটা সাপের মত দেয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে অ্যালার্ম সুইচের দিকে।

রানার ধারণা, টেলিফোন সুইচবোর্ড ও হোটেলের সিকিউরিটি সিস্টেম আংশিক হলেও অচল করা হয়েছে, কাজেই বাইরে থেকে দ্রুত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ফায়ার অ্যালার্ম সুইচ অন করা মাত্র দুই জায়গায় ঘণ্টা বাজবে – কাছাকাছি ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ স্টেশনে। দুটো দলই সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে হোটেলে।

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে চেইনটা খুলে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে লোকটা, হাতে একটা সেল ফোন বেরিয়ে এসেছে।

তার চোখে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা, দরজার কবাট পুরোপুরি খুলছে না। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, এই সময় সুইচটার নাগাল পেল ও – তিন ইঞ্চি লম্বা একটা লিভার। ওটার গায়ে আঙুল পেঁচিয়ে টান দিল নীচের দিকে।

দরজা পুরোপুরি খুলে ভিতরে ঢুকল রানা।

সেল ফোনে কার সঙ্গে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে লোকটা, ফলে দরজা খুলতে রানার সামান্য দেরি হওয়াটা খেয়াল করল না।

কামরায় টেকো লোকটাকেও দেখা যাচ্ছে। সে-ও ল্যাটিন আমেরিকান। পিছনের সিটিংরুম থেকে চলে এসেছে এপাশে। নীচে ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলো তুলে জায়গামত রাখা হয়েছে, তবে সোনালি কার্পেটে লেগে থাকা রক্তটুকু মোছা সম্ভব হয়নি। রানা ভাবছে, যিনি 'মাই লাইকা, ওহ্ গড!' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তিনি কোথায়? নিশ্চয়ই তাঁকে পাশের কামরায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে,' পাশের কামরায় যাওয়ার দরজাটা খোলা, সেদিকে মুখ করে বলল হ্যাট পরা লোকটা। হাতের সেল ফোন পকেটে রেখে দিয়ে রানার দিকে ফিরে

হাসল সে। 'আমরা কলম্বিয়ান, সিনর। এক্সপোর্টার।' কী এক্সপোর্ট করে তা আর বলল না। বলবার বোধহয় দরকারও নেই, কারণ সবাই জানে কলম্বিয়া কোকেন পাচারের জন্য সারা দুনিয়ায় কুখ্যাত।

'মিস্টার রোকো রামপামের সঙ্গে একটা বিজনেস ডিল নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলাম,' আবার বলল লম্বা লোকটা। 'স্বীকার করছি, একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেছে, অসর্তকতার কারণে ভদ্রলোকের প্রিয় কুকুরটা মারা যাওয়ায় সত্যি আমরা দুঃখিত।'

'কী বলছেন, সিনর টিকালা, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে মানে?' প্রতিবাদের সুরে কথা বলতে বলতে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল শক্ত-সমর্থ ও কুচকুচে কালো এক লোক, তার পিছু নিয়ে এল আরও তিনজন।

রানা দেখল চারজনই হিপ-হোলস্টার পরে আছে, বোতাম খোলা থাকায় দু'একজনের জ্যাকেটের ফাঁকে পিস্তলের বাঁট দেখা যাচ্ছে।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল নিগ্রো লোকটা, রানাকে দেখতে পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

লম্বা লোকটা, যার নাম টিকালা, রুমাল দিয়ে নাকের গোড়া মুছে রানাকে বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাদেরকে আটকাবার চেষ্টা করলে নিজের মারাত্মক ক্ষতি করা হবে?' রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, তার পিছু নিয়ে বাকি চারজনও। 'তবে অনুরোধ থাকল, পারলে মিস্টার রামপামের একটা উপকার করবেন। তাঁকে বলবেন, আজ শুধু হয়তো ইজ্জতের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, পরের বার কিন্তু জানের ওপর দিয়ে যাবে। তবে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা করলে এই দুনিয়াতেই তাঁদের তিনজনের জন্যে স্বর্গ বানিয়ে দেব আমরা। গুড নাইট, সিনর।'

টিকালা কী বলল, কিছুই রানা বুঝল না। শুধু জানে লোকগুলো ক্রিমিনাল। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখেও কিছু করবার

নেই ওর। পাঁচজন সশস্ত্র লোকের সঙ্গে একা কারুরই কিছু করবার থাকে না। অ্যালার্ম সুইচ অন করার পর খুব বেশি হলে দেড় মিনিট পার হয়েছে। পৌঁছাতে আরও অন্তত সাড়ে পাঁচ মিনিট লাগবে পুলিশের। ততক্ষণে লোকগুলোর গাড়ি কোন্ পথ ধরে কোথায় চলে যাবে কে জানে।

সবার শেষে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে টিকালা, তাদেরকে আটকাবার শেষ একটা চেষ্টা করে দেখল রানা। বলল, 'আপনারা আমাকে যদি একটু সময় দিতেন, সিনর, আমি তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারতাম মিস্টার রোকো রামপামকে আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি করতে পারি কি না, প্লিজ?'

রানার দিকে ঘুরল টিকালা, তবে থামল না, পিছু হটে স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। 'ধন্যবাদ, সিনর। তাঁকে আপনি কথাটা বললেই হবে, আমরাই সময়মত আবার যোগাযোগ করব,' বলে হলওয়েতে বেরিয়ে গেল সে।

স্যুইটের দরজা বন্ধ করে দ্রুত ঘুরল রানা, পাশের কামরার দিকে এগোচ্ছে, জানে না কী দেখতে পাবে।

চৌকাঠে পা দিয়েই বুঝতে পারল রানা, এটা একটা লিভিং রুম। একটা ডিভানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধ একজন মানুষ, মাথাটা একদিকে কাত করা। গায়ের রঙ শ্যামলা, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। ভদ্রলোক মারা গেছেন, না ঘুমাচ্ছেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে কাঁধের কাছে খানিকটা তাজা রক্ত দেখা যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের দিকে এগোবার সময় পিস্তলটা বেল্টে গুঁজে রাখল রানা। এই সময় দেখতে পেল এক সেট সোফার পিছন থেকে বুট পরা একজোড়া পা বেরিয়ে রয়েছে।

ডিভানটাকে ছাড়িয়ে এগোল রানা, সোফার পিছনে উঁকি দিল। যা সন্দেহ করেছে তাই, হোটেলের সিকিউরিটি গার্ড। ব্যালকনির ডেস্কে এই লোকটাই পাহারায় থাকে। আবার সেই মিষ্টি গন্ধটার আভাস

পেল ও। এবার চিনতে পারল, ক্লোরোফর্ম। গার্ডকে অজ্ঞান করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

গার্ডের পিস্তল পাশেই পড়ে রয়েছে। চেক করল রানা, কোনও বুলেট নেই। লোকটার পালস পরীক্ষা করল। স্বাভাবিক।

ডিভানের পাশে চলে এল রানা, কার্পেটে হাঁটু গেড়ে হাত বাড়াল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কবজি ধরবার জন্য, পালস দেখবে।

হঠাৎ চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল রানা। মনে হলো ঠিক যেন ওর কানের পাশে আশ্চর্য মিহি একটা নারীকণ্ঠ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রীতিমত ভৌতিক লাগল ব্যাপারটা। এত কাছে, অথচ একই সঙ্গে মনে হলো অনেক দূরে। তারপর ব্যাকুল সুরে মিনতি করল মেয়েটি, 'গ্র্যান্ডপা, প্লিজ, হেলপ!'

এই সময় পাশ ফিরলেন ভদ্রলোক। রানা দেখল, তাঁর শরীরের নীচে চাপা পড়ে আছে একটা সেল ফোন। নারীকণ্ঠের আকুতিটা ওই ফোন থেকেই বেরিয়ে আসছে।

'কে আপনি?' হঠাৎ জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। 'শয়তানগুলো চলে গেছে?' ছোঁ দিয়ে সেল ফোনটা তুললেন। 'হ্যালো? হ্যালো? ম্যারিয়েটা, আমি তোমার দাদু! হ্যালো...হ্যালো...'

ওয়ার্ড্রোব থেকে ধোয়া একটা সুতি শার্ট বের করে ছিঁড়ল রানা, ভদ্রলোকের মাথার ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে।

হাত ঝাপটা দিয়ে রানাকে বাধা দিলেন তিনি। 'প্লিজ, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আপনি আমার নাতনিটাকে বাঁচান!'

'আপনি জানেন কোথায় আছেন তিনি?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'হোস্টেল থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল ম্যারিয়েটা। হোটেলের রিসেপশন থেকে আমাকে ফোন করে জানাল, পৌঁছে গেছে। খানিক পর নক হতে দরজা খুলে দিই আমি। অমনি হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল পাঁচজন লোক...'

'তারপর?' জানতে চাইল রানা। ও ভাবছে, রিসেপশন থেকে

ফোন করে পৌঁছাবার খবর দিয়ে থাকলে মেয়েটির তো তা হলে হোটেলেরই কোথাও থাকবার কথা। রাত যতই হোক, একটা ফাইভ স্টার হোটেলের রিসেপশন থেকে কাউকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

'ওরা কলম্বিয়ান ড্রাগ স্মাগলার,' বললেন বৃদ্ধ। 'আমাকে দিয়ে জোর করে একগাদা চুক্তিতে সই করাতে চাইছিল – আমার দেশ বেলপ্যান-এ পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র সাপ্লাই দেবে ওরা, আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখবে দশ মিলিয়ন ডলার, এই রকম আরও কী সব...'

কে ইনি, ভাবল রানা। 'আপনার পরিচয়টা, সিনর?' জিজ্ঞেস করল ও।

দম নেওয়ার জন্য থামলেন বৃদ্ধ। তাঁর চোখে-মুখে আবার দিশেহারা ফুটে উঠল, যেন রানার প্রশ্ন শুনতে পাননি। 'সিনর, ওরা বলছিল দু'জন রেপিস্ট ম্যারিয়েটাকে আটকে রেখেছে। ওদের কথায় আমি রাজি না হলে তাকে ওরা দু'জন...প্লিজ, সার, একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে আমি আপনার কাছে আমার নাতনির সম্ভ্রম ভিক্ষা চাইছি...'

নাতনির অমঙ্গল চিন্তায় ভদ্রলোক প্রলাপ বকছেন, ভাবল রানা। নাকি মদ খেয়েছেন? এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও কৌতুক বোধ করল ও। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট? এ যেন – ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার...

আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটা ফিরে এল রানার মনে। হোটেলেই যদি আটকে রাখা হয় মেয়েটিকে, ঠিক কোথায় রাখা হতে পারে?

কল্পনার চোখে রিসেপশন হলটা দেখতে পাচ্ছে রানা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাদুকে ফোন করবার পর এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে মেয়েটি। এলিভেটর তাকে নিয়ে আঠার তলায় উঠছে। এলিভেটরে একাই থাকবে সে, এত রাতে অন্য কেউ থাকলে

তার না ওঠারই কথা। এলিভেটর আঠার তলায় পৌঁছাল। দরজা খুলে গেল, হলওয়েতে পা দিল মেয়েটি। এই সময় দু'দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল দুজন লোক।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। ওর যদি ভুল না হয়, এই ফ্লোরেই আছে মেয়েটি!

আচ্ছা, সেল ফোনে তো নম্বর এসেছে, ডায়াল করে একবার দেখবে নাকি?

ডিভান থেকে সেল ফোনটা নেওয়ার সময় হাতঘড়ি দেখল রানা। ফায়ার অ্যালার্ম-এর সুইচ অন করবার পর পাঁচ মিনিট পার হতে চলেছে। পুলিশের পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

সেল ফোন অন করে দেখছে রানা কোন্ নম্বর থেকে ফোন করেছিল মেয়েটি। দেখল এটাও একটা মোবাইল ফোনের নম্বর। নম্বরটার উপর চোখ বুলাচ্ছে, ধক্ করে উঠল বুকটা। ইয়াল্লা! কী আশ্চর্য! এটা তো ওরই মোবাইল ফোন নাম্বার!

ফোনটা আজ ভুল করে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়নি রানা। নিজের বেডরুমে, সাইড টেবিলে থাকার কথা ওটার। তার মানে মেয়েটিকে ওর স্যুইটে আটকে রাখা হয়েছে। ওর বেডরুমে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা, সেই সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়ার জন্যও তৈরি হচ্ছে। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও, ভদ্রলোককে বলল, 'আপনার নাতনি কোথায় আছে আমি জানি। কী করতে পারি দেখছি।' ওর মনে পড়ল চলে যাওয়ার সময় টিকালা বলে গেছে – 'আজ হয়তো শুধু ইজ্জতের ওপর দিয়ে যাচ্ছে।' তার এ-কথার অর্থ বুঝতে ওর যদি ভুল না হয়, এই মুহূর্তে মেয়েটিকে ধর্ষণ করার প্রস্তুতি চলছে। নিশ্চয়ই ধস্তাধস্তির সময় ওর মোবাইল ফোনটা দেখতে পেয়ে দাদুর নাম্বারে ডায়াল করেছে মেয়েটি...

'স্যুইটের দরজা বন্ধ করে দিন,' ওর পিছু নিয়ে আসা ভদ্রলোককে আবার বলল রানা, স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল নির্জন

হলওয়েতে। 'ভয় পাবার কিছু নেই, একটু পরেই পুলিশ চলে আসবে।' ইতিমধ্যে ওর হাতে পিস্তল ও এক গোছা চাবি বেরিয়ে এসেছে।

পাশের স্যুইটের সামনে চলে এল রানা। প্রতিপক্ষ কোনও বিপদ আশঙ্কা করছে না, কাজেই চমকে দেওয়ার সুযোগ পাবে ও। কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে সাবধানে তালা খুলছে এক হাতে, অপর হাতে পিস্তল রেডি।

কীভাবে কী হয়েছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। মেয়েটিকে হলওয়েতে আটক করবার পর অজ্ঞান সিকিউরিটি গার্ডের পকেট থেকে চাবি নিয়ে ওর স্যুইটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে টিকালার ভাড়া করা গুণ্ডারা।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। সিটিং রুমে আলো জ্বলছে, তবে কেউ নেই। পাশের লিভিং রুমে যাওয়ার দরজা খোলা, ভিতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

দরজা লক করে কার্পেটের উপর দিয়ে এগোচ্ছে রানা। সিটিং রুম পার হয়ে লিভিং রুমে ঢুকল। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে দুজন লোকের সকৌতুক তর্ক শুনতে পেল। কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে মার্কিন নিগ্রো তারা, সুযোগটা কে আগে নেবে তা-ই নিয়ে আঞ্চলিক ইংরেজিতে কথা বলছে। হঠাৎ একজন প্রস্তাব দিল, 'ঠিক আছে, তা হলে টস্ করি এসো!'

এই সময় একটা চাপা গোঙানির আওয়াজও শোনা গেল।

সামনেই বেডরুমের দরজা, ওটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। সাবধানে উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকাল।

সবার জন্য নিষিদ্ধ একটা দৃশ্য, পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করছে দেখতে। সম্পূর্ণ নগ্ন একটি মেয়ে। গায়ের দুধে-আলতা রঙ আর উপচে পড়া যৌবন মুহূর্তের জন্য ওর চোখ দুটোকে যেন ধাঁধিয়ে দিতে চাইল। ওর বিছানায় শোয়ানো হয়েছে তাকে, মুখ টেপ দিয়ে

বন্ধ করা, খাটের স্ট্যান্ডের সঙ্গে নাইলন কর্ড দিয়ে হাত ও পা বাঁধা। মেয়েটির বিস্ফারিত দুই চোখ সরাসরি চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে।

দৃশ্যটা মাত্র দু'সেকেন্ড দেখল রানা। তারপর আড়চোখে তাকাল কার্পেটে পড়ে থাকা ওর মোবাইল সেটটার দিকে।

'টেইল!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল এক লোক, কার্পেট থেকে কয়েনটা তুলে সিধে হচ্ছে। উঠে যখন দাঁড়াল, জিভ শুকিয়ে গেল রানার। মাথাটা প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। 'আমি জিতেছি!'

দু'জন নিগ্রো ওর বেডরুমে টস্ করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কে আগে ভোগ করবে মেয়েটিকে। দুজনেই বিছানার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, তবে সরাসরি দরজার দিকে মুখ করে নয়।

'হ্যাঁ, কয়েনটা তোমার পক্ষে,' দ্বিতীয়জন বলল। প্রথমজনের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেনি এর মাথা। হাসছে না, কারণ চোখের কোণ দিয়ে বেডরুমের দরজায় রানার ছায়া নড়তে দেখে ফেলেছে সে। 'তবে ক্লিক,' ডান হাতটাকে পিস্তল বানিয়ে সঙ্গীর বুকে গুলি চালাবার ভঙ্গি করল সে। 'মানে, এক ক্লিকেই তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে পারে।'

'কী বলতে চাও, ওস্তাদ?' খেপে উঠল প্রথম লোকটা, তবে তারও এটা ভান মাত্র, সঙ্গীর সংকেত বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে-ও। 'খবরদার! টসে আমি জিতেছি, কাজেই...'

নিজেদের মধ্যে লেগে গেছে, এখন খুনোখুনি একটা কাণ্ড না বেধেই যায় না, এরকম ভাব তৈরি করে দুজন একযোগে অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে।

তবে তাদের চালাকি ধরতে পেরে তার আগেই নির্দেশ দিল রানা, 'হ্যান্ডস আপ!' পিস্তল হাতে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভিতর। 'নড়বে না, খবরদার!'

ওর নির্দেশ তারা গ্রাহ্য করছে না। একজনের হাতে বেরিয়ে

এসেছে একটা হেভি ক্যালিবারের পিস্তল, আর দৈত্যটা বের করেছে আধহাত লম্বা ব্লেডের একটা হান্টিং নাইফ।

রানার মনে হলো সময় যেন স্থির হয়ে গেছে।

শান্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে রানা ওদের দিকে। যখন বুঝল, নির্দেশ না মেনে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওরা, সঙ্গত কারণেই বেছে নিল পিস্তলধারী লোকটাকে। রানার জানা আছে, ওর উদ্যত পিস্তলটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না গুণ্ডারা; কারণ ভদ্রসমাজের লোকেরা পিস্তল সঙ্গে রাখে ভয় দেখাবার জন্য, গুলি করবার সময় হাজারো দ্বিধা এসে আড়ষ্ট করে দেয় তাদের তর্জনী। হাসিমুখে পুরোপুরি ওর দিকে ঘুরে যাচ্ছে তারা।

নিজের পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিতে রানা যেন এক যুগ সময় নিল। তারপর বাঁকা হতে শুরু করল ওর তর্জনী।

বিস্ফারিত হয়ে উঠল লোক দুজনের চোখ, বুঝতে পেরেছে তাদের কৌশল কাজে লাগেনি। এই লোকটা ঠিকই গুলি করবে। – মৃত্যু আসন্ন!

রানার হাতে পরপর দুবার বিকট শব্দে গর্জে উঠল ওয়ালথারটা। এত কাছ থেকে মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। পর পর দুটো ঝাঁকি খেল পিস্তলধারী, যেন চমকে গেছে বুকে ধাক্কা খেয়ে। পাশাপাশি দুটো ফুটো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে কার্পেট ভেজাচ্ছে। তারপর চোখ উল্টে ঢলে পড়তে শুরু করল লোকটা। মেঝে স্পর্শ করবার আগেই লাশ হয়ে গেছে।

এবার রানার চমকে ওঠার পালা। বিদ্যুদ্বেগে রিঅ্যাক্ট করেছে দৈত্য – রানা তার দিকে ফিরেই দেখতে পেল ছোরার ঝিলিক। ছুঁড়ে দেয়া ছোরাটার পিছু নিয়ে সে-ও ঝাঁপ দিয়েছে এদিকে।

রানার ডান বাহুতে ঘ্যাচ করে বিঁধল তীক্ষ্ণধার ছোরা, হাতটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়ে বাঁটে বাধা পেয়ে ওখানেই আটকে থাকল ওটা। রক্ত মাখা ফলার অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে হাত ফুঁড়ে।

ওয়ালথারটা হাত থেকে খসে ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে, তারপর সেখান থেকে পড়ল পুরু কার্পেটের উপর।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। কিন্তু জখমটাকে পাত্তা না দিয়ে একপাশে কাত হয়ে ছুটে আসা দৈত্যের তলপেটে লাথি মারল বাম পায়ে। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দৈত্য, রানার অবস্থা দেখে হাসল ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে। তারপর নিচু হলো মেঝে থেকে সঙ্গীর পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্য।

বামহাতে ছোরার হাতল ধরে একটানে বের করে আনল রানা হান্টিং নাইফটা। দুই পা এগিয়ে সাঁই করে চালাল নিগ্রো দৈত্যের ঘাড় লক্ষ্য করে। ক্ষিপ্র বাঘের মত অবিশ্বাস্য গতিতে লাফিয়ে সরে গেল লোকটা। পিস্তল তুলছে রানার বুকের দিকে। বামহাতে ছুঁড়ল রানা ছোরাটা, লাফিয়ে সরে গেল দৈত্য। হাসছে। ঠিক এমনি সময় দরজার তালা খুলে পুলিশ ঢুকল স্যুইটের ভিতরে।

কড়-কড়াৎ!

হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। গুলি খাওয়া সিংহের মত বিকট শব্দ বের হলো লোকটার মুখ থেকে, তারপর গোটা দালানটা কাঁপিয়ে দিয়ে ধড়াস করে পড়ল মেঝের উপর। চোখদুটো স্থির হয়ে রয়েছে সিলিঙের দিকে চেয়ে।

প্রথমেই মেয়েটির অবস্থার কথা ভাবল রানা। আগেই খেয়াল করেছে ওর স্কার্ট ও ব্লাউজ কার্পেটের একধারে পড়ে আছে। তবে সেদিকে না গিয়ে বিছানার মাথার কাছ থেকে সাদা একটা চাদর নিয়ে নগ্ন শরীরটা ঢেকে দিল ও। তারপর খাটের স্ট্যান্ডে বাঁধা হাত দুটোর বাঁধন খুলে দিল। ওর বাহু থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ে লাল করে দিল চাদরের একটা অংশ। দেখল কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে ওকে দেখছে মেয়েটা।

পরমুহূর্তে পুলিশ নিয়ে বেডরুমে ঢুকলেন পাশের স্যুইটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মেয়েটিকে তৈরি হয়ে নেবার সুযোগ দিতে ঘটনার ব্যাখ্যা

দেবে বলে সবাইকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে গেল রানা।

পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা গেল সব।

কয়েকজন মার্কিন গুণ্ডাকে ভাড়া করেছিল কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর প্রতিনিধি টিকালা। এই গুণ্ডারা হোটেলের টেলিফোন অপারেটর ও কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ডকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে রেখে কাজটা সারতে চেয়েছিল।

আরও জানা গেল, নিধিরাম সর্দার নন, রোকো রামপাম সত্যি সত্যিই বেলপ্যান রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তবে প্রেসিডেন্ট মহোদয় কৃচ্ছ্রসাধনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, ফলে ব্যক্তিগত সফরে আমেরিকায় আসার সময়ও সঙ্গে করে কোনও দেহরক্ষী, এইড, সচিব বা অন্য কাউকে আনেননি। চিকিৎসা, ভ্রমণ ইত্যাদি উপলক্ষে প্রায়ই তাঁকে আমেরিকায় আসতে হয়, প্রতিবার একাই আসেন। তবে এর আগে কখনও এ-ধরনের বিপদ দেখা দেয়নি।

রানার নির্দেশে কাবার্ড থেকে ফার্স্ট-এইড বক্স বের করে একজন সার্জেন্ট রক্ত বন্ধ করার জন্য ওর হাতটায় প্রাথমিক ব্যানডেজ করতে যাচ্ছিল, বেডরুম থেকে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এল সুন্দরী মেয়েটা। সার্জেন্টকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ক্ষতমুখে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার ছিটিয়ে নিপুণ হাতে বেঁধে দিল ব্যানডেজ। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে শ্বাস নিচ্ছে এখনও।

লাশ নিয়ে চলে গেল পুলিশ। হোটেলের লোক ব্যস্ত হয়ে পড়ল রক্তের দাগ পরিষ্কারের কাজে। হোটেলের ডাক্তার এসে মেয়েটির হাতের কাজের খুবই প্রশংসা করলেন, তারপর একটা ইঞ্জেকশন পুশ করে বিদায় নিলেন।

নাতনির সম্ভ্রম রক্ষা পাওয়ায় রানার প্রতি প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। রানাকে তিনি বেলপ্যানে বেড়াতে যাওয়ার সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানালেন। রানা বাংলাদেশী শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, বললেন,

বাংলাদেশে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ এক অসমসাহসী বন্ধু আছেন, নাম রাহাত খান, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, বিসিআই-এর চিফ। দুজন তাঁরা ইংল্যান্ডের একই কলেজে লেখাপড়া করেছেন, একই সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। রানা নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে না?

জবাবে রানা বলল, 'তিনি আমার বস্।'

এ-কথা শুনেই প্রেসিডেন্ট মহোদয় মুহূর্তে ওকে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেললেন, আর তো রানাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তিনদিন পর দেশে ফেরার সময় জোর-জুলুম করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওকেও। বিশেষ করে রানার যখন চিকিৎসা দরকার, আর দক্ষ নার্স যখন তাঁরই নাতনি।

ম্যারিয়েটাও রানার প্রতি কৃতজ্ঞ, সেটা প্রকাশও করতে চায়, তবে প্রসঙ্গটা তুলতে গেলেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে সে। তার এই বিব্রত হওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একদিন মৃদু হেসে তাকে রানা বলল, 'ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারলেই ভাল হয়।'

চোখ নামিয়ে নিল ম্যারিয়েটা। 'হ্যাঁ, ভুলে যাবার চেষ্টাই তো করছি,' বলে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'শুধু আপনার ভূমিকাটুকু বাদে।'

'না, আমি আর কী করেছি...'

ওকে বাধা দিয়ে ম্যারিয়েটা বলল, 'যতটা করেছেন, আপনার সঙ্গে তাতেই আমাদের একটা নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়েছে। নিশ্চিত থাকতে পারেন আমাদের তরফ থেকে সেটা কখনও ছিঁড়বে না।'

দাদু ও নাতনি এভাবে ওকে আপন করে নেওয়ায় রানাও নিজের অন্তরে তাদেরকে জায়গা না দিয়ে পারেনি।

বেলপ্যানে দিন কয়েক বেড়াবার সময়ই আশ্চর্য সরল এই দাদু ও তাঁর সুন্দরী নাতনির সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল রানার। তখনই রানা জানতে পারে, ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে ম্যারিয়েটার মা-বাবা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। অত্যন্ত মেধাবি ছাত্রী সে, নিউ ইয়র্ক

ভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে অনার্স করছে।

প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন ম্যারিয়েটাকে। ছোট হলে কী হবে, ছুটিতে বাড়ি এলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতো তাকে।

না, এরমধ্যে পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির কিছু ছিল না। বেলপ্যান এমন একটা বিচিত্র রাষ্ট্র, যেখানে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীরা দেহরক্ষী, প্রাইভেট সেক্রেটারি, মালী, চাকরবাকর ইত্যাদি কিছুই পান না। পান না মানে নেন না। এই ধারাই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এখানে।

ব্যাপারটা নিয়ে রানা বিস্ময় প্রকাশ করায় প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম ব্যাখ্যা করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কতভাবে যে কৃচ্ছ্রসাধন করা যায়, এ হলো তারই একটা অনুকরণীয় উদাহরণ। এরকম আরও অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে বেলপ্যানে।

ম্যারিয়েটার পদটি ছিল অবৈতনিক।

ক'টা দিন দাদু-নাতনির ঘরোয়া পরিমণ্ডলে খুবই আদর-যত্নে কেটেছে রানার। নানান কিছু রেঁধে খাইয়েছে নাতনি, দাদু নিয়ে গেছেন ওকে জঙ্গলে হরিণ আর সাগরে মার্লিন শিকার করতে – সেইসঙ্গে শুনিয়েছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে অনেক-অনেক অজানা কথা, অবিশ্বাস্য সব কাহিনী।

বেলপ্যান ছেড়ে যেদিন চলে আসবে রানা, প্রেসিডেন্ট রামপাম নিজে ওকে পৌঁছে দিয়েছিলেন এয়ারপোর্টে; তাঁর নাতনিকে ডেকে ওর ঠিকানাটা লিখে নিতে বলেছিলেন। ম্যারিয়েটা ওকে নিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে ঠিকানা লিখে নেবার পর জানতে চেয়েছিল, 'কোনও ব্যাপারে আপনি সত্যিই চিন্তিত, নাকি আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে?'

'না, তোমার বুঝতে ভুল হচ্ছে না, ম্যারিয়েটা,' বলেছিল রানা, হাসতে পারেনি। 'সত্যিই আমি চিন্তিত।'

চিন্তার কারণটাও ব্যাখ্যা করেছিল রানা। যে-কোনও অরক্ষিত

দেশ নানান দুর্জনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, অন্তত অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। খরচ না বাড়ানোর অজুহাতে সেনা ও পুলিশ বাহিনী ছোট করে রাখাটা ভবিষ্যতে হিতে-বিপরীত হয়ে দেখা দিতে পারে। আরেকটা শঙ্কার কথাও জানিয়েছিল ও – কলম্বিয়ান ড্রাগ স্মাগলাররা অবশ্যই ওদেরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে আবারও, কারণ ড্রাগ পাচারের জন্য ট্র্যানজিট রুট হিসাবে বেলপ্যান তাদের খুবই দরকার।

ম্যারিয়েটা কথা দিয়েছিল, এই ব্যাপারে দাদুকে সাবধান করে দেবে সে।

এনভেলাপের মাথাটা ছুরি দিয়ে কাটার সময় রানা ভাবল, দুই বছর আগের কথা, ম্যারিয়েটা এখন কেমন আছে কে জানে।

এনভেলাপের ভিতর থেকে বেরুল সাড়ে তিন পৃষ্ঠার দীর্ঘ এক চিঠি। ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল রানা:

প্রিয় মাসুদ ভাই,

আশা করি আপনি আমাদেরকে ভুলে যাননি। তবে মাঝে-মধ্যে ভাবি ভুলে যদি না-ই যাবেন তা হলে গত দু'বছরে একবারও যোগাযোগ করলেন না কেন। তারপর নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিই, আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তাই যোগাযোগ রাখার ইচ্ছে থাকলেও হয়তো সময়ের অভাবে পেরে ওঠেননি।

যাই হোক, কৃতজ্ঞ ম্যারিয়েটা কিন্তু তার আপন ভাইয়ের কথা একটুও ভোলেনি। মনে রেখেছে, আপনাকে নিয়ে বেলপ্যানের পথে-প্রান্তরে হাওয়ায় ভেসে পনেরোটা দিন উড়ে বেড়ানোর মধুর সেই স্মৃতিও। তবে নাহ্, এ-সব কথা এখন থাক। আজ একটা গুরুতর বিষয় আপনাকে জানাব বলে এই চিঠি লিখতে বসেছি। প্রিয় মাসুদ ভাই, এবার সিরিয়াস আলাপ। আমাদের খুব বিপদ। দু'বছর আগে আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বোধহয় ঠিক তা-ই

ঘটতে যাচ্ছে – বেলপ্যান অরক্ষিত, এবং তার সুযোগ নিয়ে একদল লোক ভয়ানক কোনও ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই এরা আমাদের সেই আগের শত্রুরাই, কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর লোকজন। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? বিপদের গুরুত্বটা দেশের প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ আমার দাদুকে আমি শত চেষ্টা করেও বোঝাতে পারছি না। তাঁর ধারণা, মন্দ লোক মিছিমিছি গুজব ছড়াচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা কীভাবে আমি জানলাম খুলে বলি, তা হলে আপনিও বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে ডিনার পার্টি ছিল, দাদুর সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। দূতাবাস ভবনের ভিতর একা ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই সময় একটা আধ খোলা কামরা থেকে কয়েকজন লোকের চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনি আমি। 'বেলপ্যানের প্রেসিডেন্টই প্রধান বাধা, প্রথমে ওই ব্যাটাকে সরাতে হবে,' এ-ধরনের একটা কথা কানে যেতে মাথাটা আমার ঘুরে উঠল। ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল তারা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম আমি। তাদের আলোচনা থেকে বুঝলাম কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডরা বিপুল টাকা ও অস্ত্রের সাহায্যে বেলপ্যানকে নিজেদের মুঠোয় ভরে ফেলার প্ল্যান করছে। সরকার উৎখাত করে ক্ষমতায় বসাতে চায় কোন পুতুলকে। এরই মধ্যে কোকেন ও হেরোইন ভর্তি দুটো প্লেন পাঠিয়েছে তারা, তবে সেগুলো হয় ধরা পড়ে গেছে, নয়তো দুর্ঘটনায় পড়ে খোয়া গেছে। মাসুদ ভাই, দুঃখের বিষয় হলো, ওই কামরায় কারা ছিল তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে তাদের কথা থেকে এটুকু পরিষ্কার বুঝেছি, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কোকেন সহ অন্যান্য কলম্বিয়ান ড্রাগ পাচার করার জন্য বেলপ্যানকে তারা

ট্র্যানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে চায়।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে আর কিছু শোনার আগেই দূতাবাসের একজন সিকিউরিটি গার্ড আমাকে দেখে চিনতে পারে, ধরে নেয় বিশাল দালানের ভিতর হারিয়ে গেছি আমি। সে ইনসিস্ট করায় তার সঙ্গে ওখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হই আমি। কিন্তু যতটুকু শুনেছি তা কি সতর্ক হবার জন্য যথেষ্ট নয়? অগত্যা বাধ্য হয়ে আমি আমার সৎভাই মেজর পিকো রামপামের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। পিকো ভাইয়া নিকারাগুয়া-য় আছেন, বেলপ্যান দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে-র পদে। আমার বক্তব্য পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে দাদুকে টেলিফোনও করেছেন। কিন্তু ভাইয়ার কথাতেও কান দেননি দাদু। কথার মাঝখানে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন তিনি। পিকো ভাইয়া আর কী করবেন, যতটা সম্ভব সাবধানে থাকতে বলেছেন আমাকে, আর দাদুর ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দূতাবাস প্রধানের কাছে ছুটি চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে ছুটি দেয়া হবে না – কারণ দাদু মানা করে দিয়েছেন। আমি জানি পিকো ভাইয়া দেশে ফিরতে পারলে ঠিকই কিছু একটা করতে পারতেন। আমাদের ছোট্ট সেনাবাহিনীতে তাঁর খুব সুনাম, তাদের সাহায্য নিয়ে বিদেশীদের এই ষড়যন্ত্র তিনি নির্ঘাত ব্যর্থ করে দিতেন।

দাদুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরকম একটা নির্দেশ কেন আপনি দিলেন? তিনি কী জবাব দিয়েছেন শুনবেন? বলেছেন, তোমাদের যখন ধারণা বিপদ একটা হবেই, সেক্ষেত্রে এখানে তাকে আসতে দিই কীভাবে, বলো! মাসুদ ভাই, নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে এরপর কতটুকু

অসহায় হয়ে পড়ি আমি? এতকিছুর পরও দাদু যখন আমাদের কথা সিরিয়াসলি নিলেন না তখন বাধ্য হয়ে কর্নেল জুডিয়াপ্পা-র সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে খুলে বলি আমি। আমাদের সেনাবাহিনীতে একটাই রেজিমেন্ট, প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট। কর্নেল জুডিয়াপ্পা আংকেল ওটার প্রধান। আমাদের একজন সেনাবাহিনী প্রধানও আছেন, জেনারেল কাসমেরো পালমো, কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আজ তিনমাস হলো একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে পড়ে রয়েছেন, অথচ নতুন একজন সেনাপ্রধান নিয়োগের গরজ নেই কারও।

যাই হোক, কর্নেল জুডিয়াপ্পা আংকেল আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। আমার কথা শেষ হতে গম্ভীর, থমথমে মুখে বললেন, তাঁর কাছেও বিদেশী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট আসছে। সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে মিটিংও করেছেন তিনি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমাদের যেহেতু সশস্ত্র ষড়যন্ত্র ও হামলা ঠেকাবার মত যথেষ্ট সামরিক ও পুলিশী শক্তি নেই, সেহেতু এই মুহূর্তের জরুরি কাজটা হলো প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র মেক্সিকোর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাওয়া। জেনারেল কাসমেরো পালমোর ও মেক্সিকান সেনাপ্রধানকে দিয়ে একটা করে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা আংকেল। সেই চিঠি নিয়ে আজ এক হপ্তা হলো মেক্সিকোয় রয়েছেন তিনি, অথচ কাজ সেরে তিনদিনের মধ্যে তাঁর ফিরে আসার কথা। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কর্নেল আংকেলের আবার কোনও বিপদ হলো না তো!

মাসুদ ভাই, দু'বছর আগে দাদুর মুখে আপনার সম্পর্কে যতটুকু শুনেছিলাম তাতে আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি

একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আর এক সময় যে সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন, আপনি নিজেই তা আমাকে বলেছেন। আমি বলতে চাইছি, আমরা যে ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছি সেটা বোঝা ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে সম্ভবত আপনার জানা আছে আমাদের কী করা দরকার। আমার চিঠি পড়ে আপনার যদি মনে হয় যে বিপদ সত্যি একটা আসছে তা হলে অনুরোধ করব – প্লিজ, একটু দেরি না করে যত দ্রুত পারেন বেলপ্যানে চলে আসুন। আরেকটা কথা, তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে নিকারাগুয়া ও মেক্সিকো হয়ে আসতে পারেন। আমার পিকো ভাইয়া আর কর্নেল জুডিয়াপ্পা আংকেলের সঙ্গে দেখা করতে পারলে বেলপ্যানের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর যদি মনে করেন আমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। ভাল থাকুন এই কামনা করি। আমাদের জন্যে প্রার্থনা করবেন। আপনার মঙ্গল হোক। ইতি, আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত, ছোটবোন ম্যারিয়েটা রামপাম।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই মিনিট চুপচাপ বসে থাকল রানা, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

ওর নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি ফাল্গুনী সামাদ একটা ট্রে হাতে ভিতরে ঢুকল, তাতে ধূমায়িত কফির কাপ রয়েছে। সে কিছু বলার আগেই ইঙ্গিতে ডেস্কটা দেখিয়ে দিল রানা।

ফাল্গুনী তার ইমিডিয়েট বস্-এর মুড আন্দাজ করতে পেরে ট্রেটা নামিয়ে রেখে দ্রুত বিদায় নিল।

তারপর আধ মিনিটও হয়নি, বিস্মিত হয়ে ফাল্গুনী দেখল নিজের অফিস থেকে করিডরে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। উঁকি দিয়ে ওর কামরার ভিতর তাকাল সে – কফির কাপ যেমন ছিল তেমনি আছে, তাতে একটা চুমুকও দেয়নি মাসুদ রানা। মেয়েটির চোখে কী যেন একটা

নিভে গেল।

রানা যাচ্ছে তার বস্, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খান-এর কাছে। রোকো রামপাম বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, কাজেই কী করা দরকার সেটা তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধুই স্থির করবেন। জানা কথা বন্ধুর এরকম বিপদে চুপ করে থাকবেন না বস্।

সিঁড়ি বেয়ে সাততলায় উঠে এল রানা, দীর্ঘ পদক্ষেপে লম্বা করিডর পার হয়ে ঢুকে পড়ল ইলোরার কামরায়, মনে মনে এরইমধ্যে বেলপ্যান-এ যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে।

'হাই, ইলোরা,' বলল রানা, খেয়াল করল ছোট্ট একটা আয়নায় চোখ রেখে নিজের মেকআপ ঠিক আছে কি না দেখছে বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

'এত সকাল সকাল এখানে কী?' আয়নাটা ভিতরে রেখে দিয়ে হাতব্যাগের চেইন টানল ইলোরা, তারপর মুখ তুলল। 'আমরা তো কাউকে ডাকিনি।'

'তোমার বহুবচনের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে ইদানীং নিজেকে তুমি যেন বস্-এর পার্টনার বলে মনে করছ,' বলল রানা। 'ছি-ছি, আমরা এখানে এত জোয়ান মরদো থাকতে শেষ পর্যন্ত তুমি কি না ওই বুড়ো-হাবড়াটাকে...'

নিঃশব্দে ইন্টারকমের দিকে আঙুল তাক করল ইলোরা, চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে ফিসফিস করল, 'লাইনটা খোলা!'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'ও-সব পুরানো কৌশল বাদ দাও, সুন্দরী। মুখ খোলার আগেই দেখে নিয়েছি, ওটা খোলা নয়। যাই হোক, তোমার ব্যক্তিগত পছন্দ যেমনই হোক না কেন, সভ্যসমাজের রীতি অনুসারে তোমাকে আমি অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।' হাতের এনভেলাপটা নাড়ল ও, চোখ-মুখ থেকে একপলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সকৌতুক হাবভাব। 'এটা দেখছ? বেলপ্যান থেকে এসেছে। রোকো রামপাম, ওখানকার প্রেসিডেন্ট, বসের বন্ধু। তাঁর

খুব বিপদ। বসকে বলো ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।'

'তোমার বেয়াদবির শাস্তি ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল,' বলে ইন্টারকমের বোতাম টিপল ইলোরা। 'কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া বস্ কি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবেন?' চেহারায় কৃত্রিম অনিশ্চয়তা নিয়ে এক মিনিট কথা বলার পর রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল। 'যাও, তবে বস বলেছেন বেশি সময় দিতে পারবেন না – পাঁচ মিনিট।'

'দেখা যাক,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে এসে রাহাত খানের চেম্বারের দরজায় নক করল।

'কাম ইন,' সেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ভিতরে ঢুকে নিজের পিছনে কবাটটা বন্ধ করল রানা। ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে একটা ফাইলে ডুবে আছেন বস্, ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুট থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে।

'বসো,' মুখ না তুলেই বললেন রাহাত খান।

একটা চেয়ার টেনে সাবধানে বসল রানা।

'কী ব্যাপার সংক্ষেপে বলো,' নির্দেশ দিলেন বিসিআই চিফ।

একটা ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিল রানা, তারপর শুরু করল, 'সার, প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামের নাতনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছে...'

'চিঠিটা আমি পড়েছি,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'তুমি কেন এসেছ তা-ই বলো।'

রানা বিস্মিত। এনভেলাপটা সম্পূর্ণ অক্ষত পেয়েছে ও, সেক্ষেত্রে কীভাবে...

'অফিসে নতুন স্ক্যানিং মেশিন বসানো হয়েছে,' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন বিসিআই চিফ। 'স্ক্যান করে দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে কপি তৈরি করে আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

'চিঠিটাকে আমারও খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সার,' বসের কথার খেই ধরে নতুন করে শুরু করল রানা। 'আমি এসেছি আপনার পরামর্শের জন্যে, এ-ব্যাপারে কী...'

'আমার কোনও পরামর্শ নেই,' বললেন রাহাত খান, এখনও খোলা ফাইলে চোখ। 'তুমি কিছু করতে চাইলে জানাতে পারো, শুনলে বলতে পারব অফিসের অনুমতি আছে কি নেই।'

রানা ভাবল, তুমি শালা বুড়ো সব সময় প্যাঁচ মেরে কথা বলো! মুখে বলল, 'চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে বেলপ্যান সত্যিই কঠিন একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছে, সার। এটা তো অফিশিয়াল কোনও কাজ হতে পারে না, তাই ভাবছি আপনি অনুমতি দিলে ছুটি নিয়ে আমি একবার বেলপ্যান থেকে ঘুরে আসতে পারি...'

'ওরা কোনও বিপদে পড়তে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। আমার ধারণা, গোটা ব্যাপারটা ওই ম্যারিয়েটা মেয়েটার চালাকি। তোমাকে তার ভাল লাগে, রোমান্টিক আবেগের বশে একটা গল্প ফেঁদে নিয়েছে, তুমি যাতে যেতে বাধ্য হও,' বললেন বিসিআই চিফ, এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালেন প্রিয় এজেন্টের দিকে। 'আর বিপদে পড়লেই বা কী? রোকো রামপাম আমার বন্ধু, তা-তে কী? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুই-দুইবার ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তা-তেই বা কী?' রানার চোখে চোখ রাখলেন বৃদ্ধ, 'আমার হাত-পা বাঁধা, রানা। দুনিয়া জুড়ে এরকম আরও অনেক বন্ধু আছে আমার, তারা বিপদে পড়েছে শুনলেই আমাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছুটতে হবে নাকি? তা হলে বাংলাদেশকে দেখবে কে?'

'কিন্তু, সার, একা শুধু ম্যারিয়েটা নয়, তার ভাই মেজর পিকো আর প্রেসিডেনশিয়াল রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেল এসকুইটিলা জুডিয়াপ্পাও একটা ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন...'

'দেখো গে, জিজ্ঞেস করলে বলবে, এ-ব্যাপারে কিছুই তারা জানে না। বললাম না, সব ওই মেয়েটার বানানো।' আবার ফাইলে

মুখ গুঁজলেন রাহাত খান। 'তুমি যেতে পার, রানা।'

এটাকেই অনুমতি ধরে নিয়ে বসের কামরা থেকে বেরিয়ে ইলোরার চোখে চোখ রাখল রানা, দরজার কবাট নিজের পিছনে সাবধানে বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। 'কলম্বিয়া-য় যাচ্ছি আমি,' বলল ও। 'সম্ভব হলে আজকের ফ্লাইটের টিকিট বুক করবে – ইকোনমি ক্লাস।'

চোখ বড় বড় করল ইলোরা। 'আমি কি কানে কম শুনছি? ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া যে লোক প্লেনেই চড়তে চায় না তার মুখে আজ...'

তার কথায় কান নেই রানার, ইলোরার একটা প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে ছুটির দরখাস্ত লিখছে।

ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ইলোরা। 'রিজাইন করছ নাকি?'

হাতের কাজ শেষ করে সিধে হলো রানা। 'মাসুদ রানা ছাড়া বিসিআই, কল্পনা করতে পারো? রিজাইন করলে অফিসের মেয়েরা তো সব বিধবা হয়ে যাবে!' ছুটির আবেদনটা ইলোরার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা রাখো। আমি আমার অফিসে আছি, ফ্লাইট কনফার্ম হলে আমাকে জানিয়ো।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল। 'রোমান্টিক আবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ খরচে বেলপ্যানে যাচ্ছি, যতটা সম্ভব কমের মধ্যে সারতে চাই।'

আধঘণ্টা পর। রানার লেখা কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বিসিআই চিফ রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'ওকে জিজ্ঞেস করোনি, ছুটিটা কেন দরকার?'

'বলল বেলপ্যানে যাবে, সার,' জবাব দিল ইলোরা। বসের ঠোঁটে মুচকি একটু হাসি দেখতে পেল সে।

'ফ্লাইট কনফার্ম হয়েছে?'

'জী, সার।'

'দরখাস্তটা তোমার ফাইলে রেখে দাও,' নির্দেশ দিলেন রাহাত খান। 'ও বেলপ্যান থেকে ফিরলে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো।'

'ইয়েস, সার।' কাগজটা নিয়ে বসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ইলোরা।

নিউ ইয়র্ক হয়ে প্রথমে কলম্বিয়ায় চলে এল রানা। রানা এজেন্সির বোগোটো শাখাকে টেলিফোন করে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, ফলে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে কলম্বিয়ান রাজধানীর আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সংগ্রহ করা বেশ কিছু রিপোর্টে চোখ বুলাবার সুযোগ হলো ওর।

রিপোর্টগুলো পড়ে নিশ্চিত হলো রানা, ম্যারিয়েটার সন্দেহ মিথ্যে নয় – কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডরা, মেক্সিকান মাফিয়া ও মার্কিন মাফিয়ার সহায়তা নিয়ে, বেলপ্যানের ভিতর দিয়ে কোকেন ও হেরোইন পাচার করার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করতে চাইছে। এরইমধ্যে ড্রাগের দুটো চালান বেলপ্যানে পাঠিয়েছে তারা, কিন্তু দুটোই ধরা পড়ে গেছে।

সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে জানা গেল, এই পরিকল্পনার সঙ্গে যে-সব ড্রাগ লর্ডরা জড়িত তাদের প্রতিনিধিরা বেলপ্যানে পাঠাবার জন্য কিছু মার্সেনারি ভাড়া করতে গত হপ্তায় নিকারাগুয়া গেছে। রানার মনে পড়ল, ম্যারিয়েটার সৎভাই মেজর পিকো রামপাম ওখানে আছে। সম্ভব হলে তার সঙ্গে ওকে দেখা করতে বলেছে ম্যারিয়েটা।

পরদিন প্যান অ্যাম-এর একটা ফ্লাইট ধরে নিকারাগুয়াতে পৌঁছাল রানা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে রানা এজেন্সির মানাগুয়া শাখাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, ফলে এখানেও পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রিপোর্টে চোখ বুলাবার সুযোগ হলো ওর।

একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিকারাগুয়ায় প্রচুর প্রবাসী বেলপ্যানিজ আছে। তাদের বেশিরভাগই মার্সেনারি। যুগের পর যুগ লেগে থাকা এখানকার গেরিলাযুদ্ধে মোটা বেতনে ভাড়া খাটে তারা।

তারপর জানা গেল এই বেলপ্যানিজ মার্সেনারিদেরই ভাড়া করতে এসেছে কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডদের প্রতিনিধিরা, নিজেদের কিছু লোকের সঙ্গে তাদেরকে বেলপ্যানে পাঠাবে। বেলপ্যানিজ মার্সেনারি ভাড়া করার কারণ হলো, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে অনায়াসে মিশে যাবে তারা; পোশাক পরিয়ে দিলেই হয়ে যাবে বেলপ্যানিজ আর্মি।

সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বড় একটা জাহাজ নিয়ে বেলপ্যান জলসীমার উদ্দেশে রওনা হতে যাচ্ছে কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডদের প্রতিনিধিরা। জাহাজে মার্সেনারি ছাড়াও থাকবে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

রানার জানা আছে অসংখ্য রিফ ও স্যান্ডবার থাকায় বেলপ্যানে কোনও বন্দর নেই, কারণ ওই রিফ ও স্যান্ডবার পেরিয়ে বড় কোনও জলযান তীরে ভিড়তে পারে না। ও ধারণা করল, তীরে পৌঁছাবার জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে হবে তাদেরকে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, কোথাও থেকে একটা ক্যাটামারান ভাড়া করবে ও, বেলপ্যানে পৌঁছে তাদের উপর নজর রাখার জন্য। ক্যাটামারান নিয়ে রিফ পার হয়ে চলাচল করা অন্য যে-কোনও বোটের চেয়ে সহজ। চাই কী ওকেও ভাড়া করতে পারে ড্রাগ লর্ডরা।

পিকো রামপামের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বেলপ্যান দূতাবাসে চলে এল রানা। ম্যারিয়েটার কাছ থেকে ওর সম্পর্কে আগেই ধারণা পেয়েছে মেজর পিকো, ওর আসার অপেক্ষায় ছিল সে। কুশল বিনিময়ের পর রানাকে সে বলল, 'আপনার ওপর ভারি আস্থা ম্যারিয়েটার।'

'তার আস্থা আপনার ওপরও কম নয়।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল মেজর পিকোর। 'জানেন, প্রেসিডেন্ট আমার দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন! রোকো রামপাম, আমার নিজের দাদু, বিশ্বাস করা যায়?'

রানা চিন্তিত। 'তাঁর এ-ধরনের কাজের পেছনে নিশ্চয়ই সঙ্গত

কোনও কারণ আছে,' বলল ও। 'এমন হতে পারে, আপনাকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে চাইছেন তিনি।'

'আমরা তাঁর আপন লোক, আমাদেরকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখলে এই বিপদ থেকে বেলপ্যানকে তিনি রক্ষা করবেন কীভাবে?' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মেজর পিকো। 'যাই হোক, তাঁর কথার অবাধ্য হবার দুঃসাহস আমার নেই। কী যে করি, বুঝতে পারছি না!'

রানা আর বলল না যে, নিজের দেশের বিপদ জেনেও গুরুজনের বাধ্য থাকা বা আদেশ মান্য করার অজুহাত দেখানোটা একজন দেশপ্রেমিক সামরিক অফিসারকে একেবারেই মানায় না। তুমি তোমার দাদুর অবাধ্য হতে পারছ না, অথচ বেলপ্যান আমার কী, ম্যারিয়েটা আমার কে – তারপরেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য আমার তো সাহসের অভাব হয়নি।

মার্সেনারি প্রসঙ্গটা তুলল রানা। এ-ব্যাপারে তার কিছু জানা আছে কি না।

মাথা ঝাঁকাল মেজর পিকো। 'অবসর সময়ে আমি একটা বই লিখছি, নাম – নিকারাগুয়ার গেরিলাযুদ্ধ ও মধ্য আমেরিকার মার্সেনারি তৎপরতা। সেই সূত্রে বেশ কিছু মার্সেনারির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। তাদের কথাবার্তা থেকে আমিও এরকম একটা আভাস পাচ্ছি বটে।'

রানা গম্ভীর। 'হুম।'

'যা তখন বলছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা,' বলল মেজর পিকো। 'আমাদের সাহায্যে এতদূর দেশ থেকে ছুটে এসেছেন বলে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মিস্টার রানা। আচ্ছা, বলুন তো, প্ল্যানটা আসলে কী? কীভাবে শুরু করতে চান আপনারা? আপনার দলটা কত বড়? সব মিলিয়ে ক'জন?'

'দল?' বিস্ময় চেপে রেখে মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার এরকম

ধারণা হলো কেন যে বেলপ্যানে আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি?'

থতমত খেয়ে গেল মেজর পিকো, বোকার মত কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, আপনার ব্যাপারটা বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে আমার,' অবশেষে ম্লান সুরে বলল সে, রানার চেয়ে কম বিস্মিত নয়। 'কিন্তু তাই বলে আপনি একা...'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার কথা ভেবে আপনার উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, মেজর,' বলল ও।

'না, তবু, আমি বলি কী...' শুরু করেও কী ভেবে থেমে গেল মেজর পিকো রামপাম। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিনই প্লেন ধরে মেক্সিকোয় চলে এল রানা।

ওর এজেন্সির মেক্সিকো সিটি শাখার প্রধান প্রত্যয় জাহাঙ্গীরকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, বেলপ্যান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রেসিডেনশিয়াল রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেল এসকুইটিলা জুডিয়াপ্পার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে সে।

প্রত্যয়কে নিয়েই ভদ্রলোকের হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো রানা।

ম্যারিয়েটা চিঠিতে ঠিকই লিখেছে, কর্নেল জুডিয়াপ্পাও বিশ্বাস করেন বেলপ্যানের বিরুদ্ধে একদল বিদেশী ষড়যন্ত্র করছে। মেক্সিকো সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, এই আশা নিয়ে মেক্সিকোয় এসেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রায় দুই হপ্তা পার হওয়ার পর এখন তিনি হতাশ, আলোচনা অসম্ভব ধীরগতিতে এগোচ্ছে।

কে জানে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে না খালি হাতে ফিরতে হয়।

পরিচয়-পর্বের পর দুই-চার মিনিটের আলাপেই রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কর্নেল ভদ্রলোক। সুগন্ধী চুরুট খুব ভালবাসেন তিনি, কথা বলবার সময়ও মুখ থেকে নামান না। বললেন, 'মেজর

পিকো রামপামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার। আপনি একা বেলপ্যানে যাচ্ছেন শুনে তাজ্জব হয়ে গেছেন তিনি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এরকম দুর্ধর্ষ একটা অপরাধীচক্রের বিরুদ্ধে একা একটা মানুষ কী করতে পারবেন, যেখানে ওদের সঙ্গে বছরের পর বছর যুদ্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত জিততে পারেনি? উত্তরে আমি তাকে বললাম, এমনও দেখা গেছে যে একটা সেনাবাহিনী যেখানে যুদ্ধ করে কিছুই করতে পারেনি, নিঃসঙ্গ একজন দুঃসাহসী লোক মাত্র কয়েকদিনের চেষ্টায় তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু অর্জন করেছে।'

'এখানকার কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা। 'যে-জন্যে মেক্সিকোয় এসেছেন আপনি? আপনাকে নিয়ে ম্যারিয়েটা খুব দুশ্চিন্তা করছে।'

'বোকা মেয়ে!' সস্নেহে হেসে উঠলেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা। 'একটা কাজে এসেছি, সেটা শেষ না করে কি ফেরা যায়, বলুন?' তারপর জানালেন, মেক্সিকো সরকার কী বলে সেটা শোনার জন্য আর কটা দিন অপেক্ষা করবেন তিনি, তারপর যুক্তরাষ্ট্র কিংবা প্রয়োজনে কানাডায় গিয়ে হাত পাতবেন।

রানা জানতে চাইল, 'কেন?'

কর্নেল বললেন, 'যাদের দেশে ড্রাগ পাচারের আয়োজন করা হচ্ছে সরাসরি তাদের সাহায্য চাওয়াই উচিত নয়?'

মনে মনে স্বীকার করল রানা, কথাটায় যুক্তি আছে। তবে তারপরই ভাবল, এই যুক্তিটা ভদ্রলোকের মাথায় দুই হপ্তা আগে কেন ঢোকেনি?

প্রত্যয়কে দেখিয়ে তাঁকে রানা বলল, 'আপনার মিশন সফল হলো কি না, কখন কোথায় থাকবেন, এই সব আপনি ওকে জানিয়ে দিলে আমিও জানতে পারব।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' হেসে উঠে বললেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা। 'আপনি আমার সঙ্গে যখন খুশি দেখা করতে আসতে

পারেন, ম্যারিয়েটার কাছ থেকে কথাটা শোনার পর আপনার জন্যে আমি একটা টু-ওয়ে রেডিও যোগাড় করে রেখেছি।' একটা দেরাজ খুলে রেডিও-ট্র্যান্সমিটারটা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'বিপদ হোক বা অন্য কোনও প্রয়োজন, এটার সাহায্যে যখন খুশি সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনি, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ,' বলে জিনিসটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা।

'আমি বেলপ্যানে ফেরার আগেই যদি ব্যাপারটা শুরু হয়ে যায়,' বললেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা, 'তারপরও আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। যেখানেই থাকি আমি, সেনাবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দিলে তারা আপনার সাহায্যে ছুটে যাবে। সংখ্যায় তারা হয়তো খুব বেশি হবে না, তবে...'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে কর্নেল জুডিয়াপ্পার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

এজেন্সির শাখা অফিসে ফেরার সময় যেন কথার কথা বলছে, এমনি ভঙ্গিতে প্রত্যয় জাহাঙ্গীরকে নির্দেশ দিল ও, 'চোখ-কান খোলা রেখো, বুঝলে?'

শিরদাঁড়া খাড়া করে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল প্রত্যয়, 'জী, মাসুদ ভাই।' এক মুহূর্ত পর সবিনয়ে জানতে চাইল সে, 'মাসুদ ভাই, আমি তো আপনার সঙ্গে বেলপ্যানে যেতে পারি?'

'তা হলে এখানকার কাজটা কে করবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল, 'তোমাকে হয়তো বেলপ্যানে দরকার হবে আমার, তবে সেটা আরও বেশ অনেক পরে।'

এখানে প্রত্যয়ের কী কাজ তা ব্যাখ্যা করল না রানা। প্রত্যয়ও কিছু জানতে চাইল না।

অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করলে প্রায়ই এরকম হয় – মুখ ফুটে

কেউ কিছু না বললেও, একজন অপরজনের মনের কথা বুঝে নেয়।

পাঁচ

চার্টার পার্টির চার ল্যাটিনোর মধ্যে একা শুধু মিগু রডরির সঙ্গে সামান্য একটু সম্পর্ক তৈরি হয়েছে রানার। সশস্ত্র লোকটাকে ওর খারাপ লাগে না, যদিও জানে সময় হলে ওকে খুন করার কাজটা সে-ই করবে। দুজনেই ওরা প্রফেশনাল, সেটাই বোধহয় কারণ।

চট্ করে একবার লোরান ইন্ডিকেটর-এর দিকে তাকাল রানা। জোসেফিন আঘাত হানবে আর দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর। পূর্বাভাস বলছে, এখনও দক্ষিণমুখো হয়ে আছে সাইক্লোনটা, তবে সাইক্লোনের যে বৈশিষ্ট্য, হঠাৎ দিক পরিবর্তন করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। 'তুমি কি বিয়ে করেছ, রডরি?'

'করেছি, সিনর।' তৃপ্তির হাসি হাসল গানম্যান লোকটা। 'তিন ছেলে, তিন মেয়ে। এক ছেলে লইয়ার হবে, একজন হবে চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তৃতীয়জন হবে পুলিশ অফিসার...'

'সবদিক কাভার করেছ দেখছি।'

মৃদু শব্দ করে আবার হাসল রডরি। 'কোথায়? ডাক্তারটা তো এখনও জন্মায়নি।'

'আর তোমার মেয়েদের জন্যে স্বামী হিসেবে মনে মনে ঠিক করেছ অনুগত কোটিপতি?'

'তা আর বলতে...'

রডরির মুখে হাসি আছে, তবে সে হাসিতে কোনও শব্দ নেই। কোলের কাছে আলগা ভঙ্গিতে ধরে আছে সে পিস্তলটা।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার থেকে একজোড়া ভারী ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল।

জাহাজ হোক বা বোট, কোনও আলো জ্বালছে না। ক্যাটামার‍্যানের বো-র উপর দাঁড়িয়ে আমলাদের একজন একটা টর্চ জ্বেলে সংকেত দিল। পাঁচ সেকেন্ড পর আরেকবার। উত্তরে একইসঙ্গে দুটো আলো জ্বলে উঠল, সবুজ ও নীল।

'হেলম্‌টা ধরে বোট সিধে রাখো তুমি,' রডরিকে বলল রানা। 'আমি সিল্কের পালটা নামাই।'

সাবধানে সামনের দিকে এগোল রানা, লক্ষ রাখছে গলায় প্যাঁচানো রশির বাকি অংশ কোথাও যাতে বেধে না যায়। হাত নেড়ে আমলা লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে বিরাট আকারের ফোরসেইলটা নামিয়ে ভাঁজ করল ও, তারপর ভরে রাখল সেইলব্যাগে।

ভেসেলটাকে এখন দেখা যাচ্ছে। ইটালির তৈরি দেড়শো ফুটি একটা জাহাজ, দল বেঁধে প্রমোদভ্রমণের জন্য ইউরোপিয়ান ধণিক শ্রেণীর খুবই পছন্দ, তবে কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডরা কোকেন পরিবহনের জন্য অনেকদিন থেকেই এগুলো ব্যবহার করছে। প্রতিটি ইঞ্জিন দু'হাজার হর্সপাওয়ার, শান্ত পানিতে ঘণ্টায় ত্রিশ নট স্পিড।

তবে অশান্ত সাগরে এই জাহাজ বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। কার্গো নামিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়ার জন্য নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে আছে স্কিপার। ফেরার সময় জোসেফিনের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তাকে।

ককপিটে ফিরে এসে শুধু মেইনসেইল-এর সাহায্যে ক্যাটামার‍্যান চালাচ্ছে রানা, ধবধবে সাদা প্রমোদতরীটাকে ঢেউয়ের সঙ্গে অলসভঙ্গিতে দুলতে দেখছে। ওটার আফটারডেকে এখন লোকজন দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে দুজন লোক সাদা ইউনিফর্ম পরা। বাকি সবাই স্রেফ গাঢ় আকৃতি।

সেলুন থেকে উপরে উঠে এসেছে পাবলো টিকালা। বাল্কহেডে

হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, হাত দুটো কেবিন টপ-এর উপর স্থির।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রডরির দিকে তাকাল রানা। 'আমি চাই না তোমাদের জাহাজ আমার ক্যাটামার‍্যানে চড়াও হোক,' বলল ও। 'ওদের নিশ্চয়ই স্টার্ন ল্যাডার আছে। আমরা জাহাজের পেছনে চলে যাচ্ছি, দুটো ভেসেল পরস্পরের উল্টোদিকে মুখ করে থাকবে। তারপর একটা লাইন ছুঁড়ব আমরা। ওরা ওই মই-এর সাহায্যে কার্গো আনলোড করবে।'

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর শুরু হলো কার্গো নামানোর কাজ। একজন নাবিকের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বিশ-বাইশজন মার্সেনারি।

তাদের পরনে জাঙ্গল ফেটিগ ও কালো বেরেট। বুটগুলো গলায় ঝুলছে। প্রত্যেকের হাতে কালাশনিকভ অটোমেটিক রাইফেল, হিপ-হোলস্টারে সেমি-অটোমেটিক পিস্তলও আছে, আর বেল্টে আটকানো পাউচে আছে গ্রেনেড।

'প্রথমে আমরা দশজনকে নেব হ্যান্ডলার হিসেবে,' বলল রানা। 'তারা কার্গো তোলার পর বাকি লোক আসবে।'

সশস্ত্র লোকগুলো একটু বেঁটে, শক্ত-সমর্থ বেলপ্যানিজ মার্সেনারি। ভাড়াটে সৈনিক, কাজেই এদের কাছ থেকে নীতি বা দেশপ্রেম আশা করা যায় না, ভাবল রানা।

ভাড়াটে সৈনিক না বলে এদেরকে আসলে বলা উচিত ভাড়াটে খুনি। স্বঘোষিত কলম্বিয়ান রাজাদের ছত্রছায়ায় থাকে তারা, কোকেন টেরোরিস্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, রাজাদের নির্দেশে বাসস্টেশন, ট্রেন, সিনেমা হল, আদালত, জনসভায় বোমা মেরে নিরীহ লোকজনকে খুন করে, বাংলাদেশের জেএমবি-র মত, দেশে শুধু অরাজক একটা অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য।

কার্গো স্থানান্তরের এক পর্যায়ে রানার পিছন থেকে ল্যাটিনোদের লিডার টিকালা বলল, 'আমি চাই, কিছু বাক্স আমাদের সঙ্গে সেলুনে

থাকবে।'

তার দিকে ফিরল রানা। 'আমি আগেই সাবধান করেছিলাম। সব কার্গোই যোডিয়াকে তুলতে হবে, তা না হলে ক্যাটামার‍্যানের ওজন বেশি হয়ে যাবে।'

রানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে টিকালা, অথচ পুরোপুরি চোখ তুলে ওর দিকে তাকাচ্ছে না, তার দৃষ্টি খুব বেশি হলে রানার হাঁটু পর্যন্ত উঠছে। 'বাক্সগুলো তিন সাইজের, সিনর ক্যাপিটানো,' বলল সে। 'ছোটগুলোর ছ'টা ও বড়গুলোর দুটো সেলুনে থাকবে।' তার চেহারায় কোনও রকম ভাব নেই। 'সত্যি যদি সমস্যা হয়, তিনজন লোক যোডিয়াকে থাকুক।'

অন্ধকার সাগরে অনভিজ্ঞ তিনজন লোক ঢেউ ভাঙা পানির ঝাপটায় কেমন ভুগবে কল্পনা করে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। তারপর রিফ-এ আছাড় খাওয়া সার্ফ থেকে যখন গগনবিদারী আওয়াজ বেরুবে, আতঙ্কে জ্ঞান হারালেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে টিকালার কাছে প্রসঙ্গটা নেহাতই দুর্বোধ্য, আলোচনা করতে যাওয়াটা মারাত্মক বিপজ্জনকও বটে। 'আমার কী, ওরা তোমার লোক,' বলল রানা। 'ওদেরকে একটা টর্চ দিচ্ছি আমি।'

চোখ জোড়ার পরদা সরাল টিকালা। বিষাক্ত সাপের ঠাণ্ডা দৃষ্টি। তার কণ্ঠস্বরও সাপের মত হিসহিসে। 'ওদের টর্চ দরকার নেই, সিনর ক্যাপিটানো।'

আতঙ্কিত হয়ে আলোটা যদি দোলায়! 'তুমি যা বলো,' বলে ক্যাটামার‍্যানে কার্গো তোলার কাজ তদারক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা।

টিকালার দেখিয়ে দেওয়া বাক্সগুলোয় কালাশনিকভ ও বেরেটার অ্যামিউনিশন, প্রচুর গ্রেনেড, ছ'টা কনভেনশনাল রকেট লঞ্চার ও মিসাইল রয়েছে।

এরপর এল মার্সেনারিদের লিডার হোসে বেনিটো। কিছুটা বেঁটে

ও রোগা; হাঁটা-চলার ভঙ্গিতে ছটফটে একটা ভাব। চোখ দুটো ছোট, মুখের বাম দিকে শুকনো একটা কাটা দাগ।

টিকালার সঙ্গে সবিনয়ে কুশল বিনিময় করল বেনিটো। বাকি সব মার্সেনারির মত তার জাঙ্গল ফেটিগের কাঁধেও বেলপ্যান ডিফেন্স ফোর্স-এর প্রতীক চিহ্ন সেলাই করা রয়েছে। তার পিছু নিয়ে এল যারা, প্রত্যেকে তারা পেশাদার খুনি।

কজন কোথায় থাকবে বলে দিল রানা। যোডিয়াকে তিনজন। চারজন সামনে, দুটো ফোরকেবিনে। চারজন করে আটজন দুটো স্টার্ন কেবিনে। পাঁচজন মেইন সেলুনে।

তাদের একজনকে বুট পরা পা নিয়ে ট্যাফরেইল টপকাতে দেখল রানা। 'এই, থামো তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

চোখে-মুখে কৃত্রিম দিশেহারা ভাব ফুটিয়ে তুলে নীচে তাকাল লোকটা। 'আমাকে কেউ কিছু বলল নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি। পা থেকে বুট জোড়া খোলো।'

খিকখিক করে হাসল লোকটা। 'ওহে, শুনছ তোমরা, গলায় রশি বাঁধা একটা বিদেশী কুত্তা কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত এ-ও কি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, অ্যাঁ?'

সবাই চুপ করে আছে, যেন খারাপ কিছু ঘটবে বলে ধারণা করছে তারা। কিংবা উত্তেজক কিছু।

সঙ্গীদের দিকে ফিরে আরেকবার খিকখিক করে উঠল লোকটা। অপর পা-ও তুলল সে, রেইলে বসল, একদলা থুথু ফেলল রানার পায়ের কাছে।

সবশেষে মাথাটা পিছনদিকে কাত করে কুকুরছানার ডাক নকল করল – কেঁউ-কেঁউ, ঘেউ-ঘেউ। 'শোন্, শালা নেড়ি, পেছনেও নজর রাখিস, ঠেকায় পড়লে কুকুরও ধরে খাই আমরা!' লাফ দিয়ে নীচে নামল সে, ইচ্ছে করে বুটের কিনারা ঘষে নোংরা করছে ঝকঝকে তকতকে ডেক।

আবার রানার দিকে থুথু ছিটাল সে। বাকি সবার চেয়ে লম্বায় ছোট হলে কী হবে, চওড়ায় অনেক বেশি, স্বাস্থ্যও খুব ভাল। 'তুমি প্রভুভক্ত, বিদেশী কুত্তা? ভালডেজ লাফাজা আদর করলে লেজ নাড়বে?'

মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল রানার। লোকটাকে কিছুই টের পেতে দেয়নি, ধাম করে প্রচণ্ড ঘুসি মারল তার নাকে।

ছিটকে পড়ে গেল লোকটা, পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে, যেন জানে রানা তাকে ধরতে আসবে।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, প্রতিপক্ষ নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কষে একটা লাথি মারল তার তলপেটের বেশ খানিকটা নীচে।

যেন কিছুই হয়নি, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সিধে হলো লাফাজা।

'আমি বোকা অ্যারেনাস তোর পাশেই আছি, লাফাজা,' তার সঙ্গীদের একজন চেঁচিয়ে বলল। 'সাহায্য লাগলে বলিস!'

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল লাফাজা, হাতে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একটা ছুরি। লোকটার ঠোঁটের কোণে সামান্য ফেনা জমেছে। চোখ দুটোয় কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি। সাধারণত খুনির চোখেই এরকম ঘোর লাগে। এটা আসলে রক্তের নেশা।

কয়েক জোড়া হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল রানাকে। ওর দুই হাত শরীরের দু'পাশে চেপে ধরল। রানার পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাতে যাচ্ছে লোকটা, সবগুলো দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে।

ঠিক এমনি সময় মুখ খুলল টিকালা, কণ্ঠস্বর বরফ। 'ফেলো ওটা।'

অকস্মাৎ ধাক্কা খেল লাফাজা, যেন ইস্পাতের একটা দরজা তার মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। আঙুলগুলো খুলে গেল, ডেকে পড়ে ড্রপ খেল ছুরিটা, কিনারা দিয়ে পড়ে গেল সাগরে।

তবে তার চোখ স্থির হয়ে আছে রানার উপর, ঘৃণায় উন্মত্ত

দেখাচ্ছে। 'আমার হাতে খুন হবি তুই, বিদেশী কুত্তার বাচ্চা!' ফুঁ দিয়ে মুখের কোণ থেকে খানিকটা ফেনা ঝরাল সে। কিছুটা সামলে নিয়ে আবার বলল, 'অপেক্ষা করো, বিদেশী মেজর, অপেক্ষা করো। আমার নাম ভালডেজ লাফাজা...'

শরীরটা ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করল রানা, তারপর লোকটার দিকে পিছন ফিরল। 'শয়তানের বাচ্চাটাকে বুট খোলাও,' টিকালাকে বলল ও। 'তারপর নীচে নামতে বলো। তা না হলে তোমাদেরকে আমি সোজা নিয়ে গিয়ে রিফে তুলে দেব।'

রুমাল দিয়ে নাকের ফুটো চেপে ধরল টিকালা। নিশ্চয়ই সুটকেস ভর্তি রুমাল আছে তার। 'লাফাজা, বুট খোলো।'

নিঃশব্দে তার নির্দেশ পালন করল লাফাজা, ট্যাফরেইল টপকে চোখের আড়ালে চলে গেল।

রানার দিকে ফিরল টিকালা। 'গলায় রশি থাকায় মরতে আমাদের চেয়ে বেশি সময় নেবে তুমি, সিনর ক্যাপিটানো।'

তার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে তিন যোডিয়াক আরোহীর একজনকে রানা শেখাচ্ছে ক্যাটামার‌্যানের সঙ্গে বাঁধা ফিশিং লাইনটা কেটে গেলে বো কীভাবে বাতাসের দিকে ধরে রাখতে হবে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল টিকালা। 'আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেয়ার পরিণতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, সিনর ক্যাপিটানো।'

পোর্টসাইড ককপিট লকার থেকে লাইফজ্যাকেট বের করল রানা। আরোহীরা দ্রুত পরছে ওগুলো। ও বলল, 'শান্ত থাকো, স্থির থাকো, কারও কোনও বিপদ হবে না।' মার্সেনারিদের লিডারের দিকে তাকাল ও। 'ডেকে যত কম লোক থাকে ততই ভাল।'

যাত্রার প্ল্যান এরইমধ্যে রানার মাথার ভিতর তৈরি হয়ে গেছে। 'রডরি আমার কাজে লাগবে, সামান্য হলেও শিখেছে ও। আরেকজনকে দরকার মাস্তুলে। বেনিটো, রশি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা, সেইসঙ্গে পায়েও জোর আছে, এমন একজন লোক

দরকার আমার।'

যোডিয়াকে প্রচুর কার্গো থাকায় ক্যাটামারান গ্রাসিয়াসের স্পিড ঘণ্টায় পাঁচ নটের বেশি উঠল না। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে আকারে ক্রমশ বড় হচ্ছে ঢেউগুলো। ওদের সামনে থেকে ভেসে আসছে রিফ-এর গায়ে সার্ফ-এর আছড়ে পড়ার গর্জন, ভয়ে কাঁপন ধরে যাচ্ছে শরীরে।

রিফ-এর ডুবে থাকা বিস্তৃতিতে ধাক্কা খেয়ে ঢেউগুলো একের পর এক ভাঙে, বিস্ফোরিত বিপুল জলরাশি ফেনা ও বুদ্বুদে পরিণত হয়, তারপর আছাড় খায় পানির উপর খাড়া রিফ প্রাচীরের গায়ে।

বাতাস এমনিতে শান্ত, তবে মাঝে মধ্যে দমকা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রিফ-এর গ্যাপ-এ পৌঁছাতে আর দশ মিনিট। তারপর মেইনল্যান্ডের নাগাল পেতে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট। নদীর উজান ধরে এগিয়ে তীরে ভেড়ার পয়েন্টে থামতে আরও বিশ মিনিট।

রানার নির্দেশে হাতে ধারাল ছুরি নিয়ে স্টার্ন-এ, একটা গোঁজ-এর কাছে বসেছে রডরি। বিপজ্জনক, বেয়াড়া টাইপের জোরাল বাতাস শুরু হলেই ফিশিং লাইন কেটে দিয়ে যোডিয়াককে মুক্ত করে দেবে। তার নাগালের মধ্যে আরও একটা রশি রয়েছে, রানার নির্দেশ পেলে সেটা কেটে তার দিকের একটা পাল তুলতে হবে তাকে।

একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে রডরি। প্রতি আধ মিনিট পরপর লোরান নেভিগেশন ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাচ্ছে।

'আসছে ওটা?' জাহাজটাকে পিছনে ফেলে আসবার পর পাঁচবার জানতে চাইল সে।

'এখনই নয়,' বলল রানা। 'হয়তো আরও দু'ঘণ্টা পর। কিংবা আরও দেরি করবে। প্রথমে জোরাল দমকা বাতাস শুরু হবে, ছোটখাট ঝড়ের মত।'

আর ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে ধেয়ে এল প্রবল একটা

বাতাস। ছোট্ট একটা ঝড়ের এমনই গর্জন, রিফ প্রাচীরে ঢেউ ভেঙে পড়বার আওয়াজও চাপা পড়ে গেল। কোনও নোটিশ ছাড়াই সাদা ফেনার রেখা ছুটে এল ওদের দিকে।

পালে বাতাস লাগতেই রানার চিৎকার শোনা গেল, 'কাট্!' অন্ধকারেও রডরির ছুরির ফলা ঝলসে উঠতে দেখতে পেল ও।

সম্ভবত ভয় পেয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রডরি, ঠিক যখন লাফ দিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করেছে ক্যাটামারান। তার পায়ে জড়িয়ে গেল যোডিয়াকের সঙ্গে বাঁধা ফিশিং লাইনটা।

দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করছে সে, পিছু হটল, ভারী যোডিয়াকের টানে ঝপাৎ করে পড়ে গেল হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠা সাগরে। পানির স্পর্শ পেয়েই প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে।

মাস্তুলের দিকে ফিরে বোকা অ্যারেনাসকে নির্দেশ দিল রানা, 'পাল নামাও!' বনবন করে হেলম্ ঘুরিয়ে বাতাসের দিকে বোট ঘুরিয়ে নিল ও, নিজের দিকের ছোট ও লম্বাটে আরও দুটো পাল -এর রশিতে টান দিল, তারপর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ডাইভ দিল নিকষ-কালো সাগরে।

গলায় বাঁধা রশিটার কথা ভুলে গিয়েছিল রানা। ঝাঁকিটা খাওয়ার পর মনে হলো কাঁধ থেকে মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে গেল। দশবার পা ছুঁড়ে রডরির কাছে পৌঁছে গেল ও, ডুবে যাওয়ার আগেই খপ করে খামচে ধরল তার গায়ের শার্ট।

ঢেউয়ের ঝাপটা নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে ওদেরকে। খালি হাতটা দিয়ে গলায় বাঁধা রশিটা ধরেছে রানা, রডরিকে বলল, 'ভয় পেয়ো না! মরবে না তুমি!' একটা ঢেউ ওদেরকে মাথায় তুলে নিল, সেখান থেকে ককপিটের লোকজনকে দেখতে পেল রানা। ওর গলায় পরানো রশিতে ঢিল পড়ল এতক্ষণে।

সুযোগ পেয়ে ডুব দিল রানা। রডরির পায়ে জড়িয়ে থাকা

লাইনের প্যাঁচ খুলল। তারপর যোডিয়াক-এর সঙ্গে বাঁধা লাইনের আরেকদিক নিজের কবজির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে উঠে এল সারফেসে।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিপদ দেখা দিল, ভয় পেয়ে রডরি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে, যেন দম বন্ধ করে দিয়ে মেরে ফেলবে। কোনও বিকল্প দেখতে না পেয়ে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে রডরির তলপেটে গুঁতো মারল ও। বলল, 'সরি।' যদিও মারটা খাওয়ার পর তার জ্ঞান আছে কি না সন্দেহ।

সার্ফ-এর গর্জন কাছে চলে আসছে। ককপিট থেকে ছুঁড়ে দেওয়া লাইফজ্যাকেট ধরে রডরিকে নিয়ে ক্যাটামার‍্যানে উঠল রানা।

বোকা অ্যারেনাস এখনও মাস্তুলের কাছে ডিউটি দিচ্ছে। 'পালগুলো তোলো,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। রিফ আর মাত্র দুশো গজ দূরে হওয়ায় এখন আর দম ফেলবার সময় নেই ওর। 'বড়গুলো প্রথমে।'

পালে বাতাস লাগল। বোট ঘুরিয়ে নিয়ে একটা বৃত্তাকার পথ ধরে যোডিয়াকের দিকে ফিরে চলল রানা। 'কেউ একজন লাইনটা টানো,' বলল ও। 'জোরে নয়, ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি শুধু দেখতে চাই কোন্দিকে গেছে ওটা।'

উর্দি পরা এক লোককে ডেকে রডরির পা থেকে ছাড়ানো লাইনটা রড-এর লাইনের সঙ্গে নতুন করে বাঁধতে বলল রানা। 'বাকি তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও।'

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, সেলুন বাল্কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকালা। ল্যাটিনো লিডারের কথা ভুলে গিয়েছিল ও। চোখের পাতা সামান্য উঁচু করে তাকে লক্ষ করছে লোকটা।

বেনিটোর লোকজন একজন দুজন করে ডেক থেকে নীচে নেমে গেল, শুধু রড নিয়ে ব্যস্ত এক লোক, ডেকে পড়ে থাকা রডরি ও মাস্তুলের পাশে বোকা অ্যারেনাস রয়ে গেল।

ধীর, অলস পায়ে রডরির কাছে এসে থামল টিকালা। রানাকে

বলল, 'আমাদের দেরি করিয়ে দিলে, সিনর ক্যাপিটানো।'

'আমি না গেলে তোমার একজন লোক মারা যেত। সেটা কিছুই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রডরির পেটে কষে লাথি মারল টিকালা। হড়হড় করে বমি করল রডরি। 'না, কিছুই না। সময় ওর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সিনর ক্যাপিটানো।'

'তুমি একটা সাইকোপ্যাথ,' বলল রানা। 'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এখনও কেউ তোমাকে পাগলাগারদে ভরেনি কেন।'

আবার বেরিয়ে এল সদাপ্রস্তুত সাদা রুমাল। সেটা শুঁকল টিকালা, আলতো করে নাকে চেপে। 'গলায় যখন রশি বাঁধা থাকে, সিনর ক্যাপিটানো, সেটার অপরপ্রান্ত ধরে থাকা লোকটাকে অপমান করা মারাত্মক ভুল।' গলা চড়াল সে, 'লাফাজা, প্লিজ, সিনর ক্যাপিটানোর সঙ্গে বসো তুমি...'

বাতাসের টানে যোডিয়াক কোথায় ছুটে যাচ্ছে কে জানে, রিফে পৌঁছানোর আগে সেটাকে আদৌ উদ্ধার করা সম্ভব কি না বুঝতে পারছে না রানা। অন্ধকারে লাইনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ওদের সামনে ক্ষুধার্ত সিংহের মত মুহুর্মুহু গর্জন ছাড়ছে রিফ। ক্যাটামার‍্যানের মাঝামাঝি জায়গায়, ডানপাশে বসা লোকটাকে রানা নির্দেশ দিল, 'রড-রিল ছেড়ে হাত দিয়ে লাইন টানো।' কন্ট্রোল কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। লাইন দ্রুত টানতে না পারলে অন্ধকারে যোডিয়াকের উপর চড়াও হবে ক্যাটামার‍্যান। 'বো-র কাছে চলে যাও, কিছু টের পেলেই গলা চড়িয়ে হাঁক ছাড়বে।'

তারপর দেখা গেল আর মাত্র একশো গজ দূরে রিফ। রানা ধরে নিল, যোডিয়াকটা হারিয়েছে তারা, তিনজন লোকসহ।

এই সময় রড-ম্যান চেঁচিয়ে উঠল, লম্বা করা হাত সামনের সার্ফ-এর দিকে তাক করা।

হেলম ঘুরিয়ে ক্যাটামার‍্যানের বো সরাসরি বাতাসের দিকে

ফিরিয়ে আনল রানা, তারপর পিছনদিকে তাকাল। সাদা জলোচ্ছ্বাসের গায়ে আতঙ্কিত লোকজনের আকৃতি দেখা যাচ্ছে, উন্মত্তভঙ্গিতে হাত নাড়ছে তারা। যোডিয়াকের জন্য মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ধ্বংসযজ্ঞ অপেক্ষা করছে। ওটার আরোহীদের কাছ থেকে ক্যাটামার‍্যান গ্রাসিয়াস ত্রিশ গজ দূরে। ঝড় এখনও আসেনি, শুধু মাঝে মধ্যে এদিক-ওদিক থেকে দমকা বাতাস ঝাপটা মারছে।

তেকোনা পালটা টেনে ধরে রেখেছে রানা। এখনও রিফের দিকে পিছন ফিরে আছে গ্রাসিয়াস। ওর পাশে এক লোক রয়েছে, রশি জড়ো করে রেডি রাখছে। দেখবার সময় নেই লোকটা কে।

আর দশ গজ। ছুঁড়ে দেওয়া রশির প্রান্ত যোডিয়াকে পড়ল। সেটা ধরে টানতে শুরু করল এক লোক। 'জলদি টানো!' চেঁচিয়ে বলল রানা, তবে লোকটা শুনতে পেল বলে মনে হলো না। গলা আরও চড়াল ও। 'বাঁধো!'

তেকোনা পালের রশি ছেড়ে দিল রানা, টান দিল মেইন সেইল-এর রশিতে। একক্ষণে গ্রাসিয়াস ঘুরতে শুরু করল, তবে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে বাধা দিল, ঠেলে পিছিয়ে দিল আগের জায়গায়। রিফ আর পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়।

মাস্তুলের মূল পাল ফুলে উঠল, এক নিমেষে বেড়ে গেল ক্যাটামার‍্যানের স্পিড। রিফ আর বিশ গজ।

এই স্পিডে এখনও রানা নিশ্চিত নয় গ্রাসিয়াস নিরাপদে রিফ পার হতে পারবে কি না। দশ গজ... এখনই! ভাবল ও, সেই সঙ্গে হেলম্ ঘোরাল।

স্রোতের ভিতর বো নাক গলিয়ে দেওয়ার সময় থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যাট। সেই মুহূর্ত থেকে ওটাকে উপরে তুলতে শুরু করল ঢেউ। তুলছে তো তুলছেই, পালগুলো বিরতিহীন পতপত করছে। থামো, নিজেকে সতর্ক করল রানা। এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড, তিন...

গ্রাসিয়াসের প্রতিটি পাল বাতাসে ভরাট হয়ে উঠেছে।

যোডিয়াককে নিয়ে এখন আর রানা মাথা ঘামাচ্ছে না। ওর কিছু করার নেই – রক্ষা পেলে পাবে, নয়তো নয়। এই সময় টো রোপ-এ টান অনুভব করল ও। কাজেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে পারল না।

প্রথম একমুহূর্ত শুধু সফেদ সার্ফ-এর পাঁচিল দেখতে পেল রানা। তারপর ধবধবে ফেনার গায়ে গাঢ় একটা আকৃতি চেনা চেনা লাগল – যোডিয়াক।

টো-র কাজ ভালভাবেই চলছে, তবে যোডিয়াকের ওজন ক্যাট-এর স্পিড কমিয়ে দিয়েছে অনেক, সেই সঙ্গে ক্রমশ বাতাসের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে ওরা। 'সবাই সাবধান!' চিৎকার করে বলল রানা, জানে না কারও কানে পৌঁছাবে কি না। 'রিফ পেরুচ্ছি আমরা।'

আবার হেলম ঘোরাল রানা। এবারও বো-কে ঠেকিয়ে দিতে চেষ্টা করল বড় একটা ঢেউ। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল গাঢ় একটা মূর্তি তেকোনা পালের রশিটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কয়েকটা, বাতাসের দিকে মুখ ঘোরাতে বাধ্য করল ওটাকে।

স্রোতের বিরুদ্ধে বো ঝাঁকাল ক্যাটামার‍্যান, পরমুহূর্তে বাতাসের সঙ্গে একই দিকে ছুটল, সবগুলো পাল আবার ফুলে উঠেছে।

তবে দশ গজ পিছিয়ে পড়েছে ওরা, ফলে যোডিয়াকটা আবার সার্ফ-এর কাছাকাছি ফিরে গেছে। চোখ ঘুরিয়ে লোরান ইন্ডিকেটর-এর দিকে তাকাল রানা। রিফ-এর গ্যাপটা পোর্ট বো সাইডের দুশো গজ সামনে। আরও ক্যানভাস দরকার ওর, কিন্তু হেলম্ ছেড়ে নড়ার উপায় নেই।

চট করে একবার রডরির দিকে তাকাল। হাত-পা ছড়িয়ে এখনও নিঃসাড় পড়ে আছে সে। তার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ওর পাশে রয়েছে ছুরি হাতে ছোটখাট ভালডাজ লাফাজা, বার্থডে পার্টিতে অতি উত্তেজিত স্কুলছাত্রীর মত খিকখিক করে হাসছে

সারাক্ষণ। রানা তাকে সাদা পাউডার ঢোকাতে দেখল নাকে। নাকের ফুটোর চারপাশে সাদা বৃত্ত তৈরি হলো।

'এই যে, বিদেশী কুত্তা,' রানার দিকে ফিরে আবার হাসল সে, চোখে কেমন পাগলাটে দৃশ্য। 'তোমার ওই ছোট্ট সিল্ক পাল দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আর সব পাল কোথায়, অ্যাঁ? লাফাজাকে বলো, সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

হঠাৎ মনে পড়ল রানার, ঠিক প্রয়োজনের সময় রশি জড়ো করে রাখছিল একজন লোক – লাফাজা? 'পোর্টসাইড সেইল-লকার। কালো ব্যাগ, গায়ে সাদা বোট আঁকা আছে।'

একটা ঢেউ ক্যাটামার‍্যানকে আরও একটু এগিয়ে দিল রিফ-এর দিকে। গ্রাসিয়াস ঝাঁকি খাচ্ছে, গ্রাহ্য না করে ছুটল লাফাজা।

পরবর্তী ঢেউ গ্রাসিয়াসকে উঁচু করল। ঢেউটার ঢাল বেয়ে নীচে নামার সময় কিছু বাড়তি গতি পাওয়া গেল। দ্রুত হেলম্ ঘুরিয়ে, তেকোনা সিল্ক পাল-এর রশি কষে টেনে রাখল রানা, যতক্ষণ না বাতাসের দিকে ঘুরল বো।

তারপর দুটো পালেরই ক্যানভাস রিলিজ করে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। দেখল একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে নামতে শুরু করেছে যোডিয়াক। ঝাঁকি খেয়ে টান টান হলো টো রোপ, ভাঙতে শুরু করা ঢেউ থেকে টেনে আনল ডিঙ্গিটাকে। সামনে অপেক্ষা করছে প্রবাল প্রাচীর।

বো-র ওদিকে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আরেক প্রস্থ পাল বের করল লাফাজা। সাইড ডেকে বেরিয়ে এল সে, পোর্টসাইডের আলগা রোপটা টেনে আনছে শিট উইঞ্চ-এর দিকে।

আপনমনে কথা বলছে লাফাজা, 'ও হে, লাফাজা, তোমাকে দিয়েও তা হলে ভাল কাজ হয়, কি বলো, হ্যাঁ? হে-হে, মাইরি বলছি! আমার, শালা, নিজেরই পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে!'

মুখের সামনে হাত তুলল সে, কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ ডাক

ছাড়ল কয়েকটা, হাত দুটো থেমে নেই। একটু পরেই স্টারবোর্ড শিট-এর জন্য সামনের দিকে ছুটল, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ককপিটে। রানাকে বলল, 'এবার আমরা শালা বড় পালটা মাস্তুলে তুলব, খুদে কুত্তা। তুমি রেডি?'

লোকটাকে ঝেড়ে একটা লাথি মারার ইচ্ছেটাকে কোনও রকমে দমন করল রানা। উপকার করছে, দমন করতে পারার সেটাই প্রধান কারণ।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। হলুদ বড় পালটা তোলার পর ঢেউগুলোকে অগ্রাহ্য করে রীতিমত দৌড় দেওয়ার মত ছুটতে শুরু করল ক্যাটামার‍্যান।

তরতর করে ওটার পিছু নিয়ে আসছে যোডিয়াকটা।

রিফ বিরতি গাঢ় বিস্তৃতির মত লাগছে, পোর্ট কোয়ার্টার থেকে এখনও খানিকটা দূরে। চোখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছল রানা, যোডিয়াকের পিছুটানের কথা মাথায় রেখে হিসাব করছে দূরত্বটুকু পেরুতে কী রকম সময় লাগবে।

উইঞ্চে রোপ ঢুকিয়ে তৈরি হয়ে আছে লাফাজা, যখন খুশি যাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বড় পালটাকে।

'এবার রিফ পেরুতে যাচ্ছি,' বলল রানা। রকেটের বেগে রিফ-এর ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে ওরা। কোনও সমস্যা হলো না, ঢেউ-এর মাথায় চড়ে সাবলীলভাবে পিছনে ফেলে এল বিপদটাকে।

'তুমি বোট চালানো শিখলে কোথায়?' পরম স্বস্তি বোধ করার পর জানতে চাইল রানা।

'ওহ্, নেড়ি, সে কথা আর বলো না! মাস দুই এক মহিলা বস্-এর সঙ্গে সাগরে বেড়িয়েছিলাম, ঠেকায় পড়ে তখনই এক-আধটু শিখতে হয়েছে। তারপর ভালডেজ লাফাজাকে জেলে ভরে দিল সে। সময়টা খারাপ কাটল।' গা জ্বালানো হাসিটা আবার ফিরে এল ওর মুখে।

'তারপর?'

'তারপর ল্যাটিনো জেন্টলম্যান পাবলো টিকালা লাফাজাকে একটা উপহার দিল। হ্যাঁ, নেড়ি কুত্তা, তুমিই আমার সেই উপহার।' কাল্পনিক একটা ছুরি বের করে নিজের গলায় চালাবার ভঙ্গি করল সে। 'আরেকটা বিদেশী কুত্তাকে...'

ছয়

রানা ঠিকই আন্দাজ করেছিল, ওদের গন্তব্য বেলপ্যান নদীর উত্তর শাখা। ম্যানগ্রোভ দিয়ে আড়াল করা মোহনায় পৌঁছে যোডিয়াক থেকে লোকগুলোকে ক্যাটামারানে তুলে নিল ও, নির্দেশ দিল গ্রাসিয়াসের সাইড ডেকে কার্গো সাজিয়ে রাখার পর তাদেরকে নীচে নেমে যেতে হবে।

উজানের দিকে তরতরিয়ে এগোচ্ছে ক্যাটামার‍্যান। ঘন বনভূমিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ক্রমশ অদৃশ্য হলো ম্যানগ্রোভ। গাছে গাছে হাজারও পাখি থাকার কথা, কিন্তু একটাও চোখে পড়ল না। নীরবতা এখানে অবিচ্ছিন্ন। তবে বৃষ্টিরও থামাথামি নেই।

বেল্টের ভিতর দিকে গোঁজা ছুরি নিয়ে খর্বকায় লোকটা পাহারা দিচ্ছে রানাকে। কোনও সন্দেহ নেই, সময় হলে ওই ছুরি নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। বিনা কারণে খুনটা করে মজাও পাবে।

জ্ঞান ফেরার পর খানিকটা সুস্থ বোধ করছে রডরি। একসময় জানতে চাইল, 'আমি কোনও কাজে লাগতে পারি?'

রানা কিছু বলল না। কী কাজে লাগবে সে? ওর একজন বস্ আছে, তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে বাধ্য সে। বসের অবাধ্য হলে খুনও হয়ে যেতে পারে। কাজেই তার কাছ থেকে অনুকূল কিছু আশা করা যায় না।

পাবলো টিকালার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কারও ব্রেন কাজ করছে। সন্দেহ নেই দেশী কেউ হবে সে – বেলপ্যানিজ।

সেলুন থেকে উঠে এল টিকালা। শয়তানের বাচ্চা, ভাবল রানা। রুমাল দিয়ে নাক মুছল লোকটা, বলল, 'পরের বাঁকটা ঘোরার পর বাম দিকের তীরে ভিড়বে, সিনর ক্যাপিটানো।'

'খুশি হতাম কেউ যদি তোমাকে গুলি করে ফেলে দিত,' বলল রানা।

গায়ে মাখল না টিকালা। তবে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল লাফাজা। 'ও হে, যাই বলো, তুমি কিন্তু খুব সাহসী কুত্তা!'

বাঁক ঘোরার পর বাম তীরে একটা ল্যান্ডিং স্টেজ দেখতে পেল রানা, সেটা থেকে চওড়া মেঠো পথ মেইন হাইওয়ে ও ব্রিজের দিকে চলে গেছে। ডকের পাশে বেলপ্যান ডিফেন্স ফোর্স-এর একজোড়া ল্যান্ড-রোভার ও আর্মি ট্রাক দাঁড়িয়ে।

আমি তা হলে ভুল সন্দেহ করিনি, ভাবল রানা। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে দেশী সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য অবশ্যই জড়িত, তাদের ডাকেই সাহায্য করতে এসেছে বিদেশীরা।

প্রশ্ন হলো, এই বিদ্রোহী বা বেঈমান সেনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? সেনাবাহিনী প্রধান কাসমেরো পালমো অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন প্রাইভেট ক্লিনিকে, তাঁকে সম্ভবত বাদ দেওয়া যায়।

বাদ দেওয়া যায় প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট-এর কমান্ডার জুডিয়াপ্পা এসকুইটিলাকেও, কারণ তিনি তো দেশেই নেই, এই বিপদ

ঠেকাবার জন্য সাহায্য চাওয়ার জন্য মেক্সিকোয় গেছেন।

বেলপ্যান সেনাবাহিনী এত ছোট, ওদের আর কোনও অফিসার আছে কি না জানা নেই রানার। যদি থাকেও, তাদের কার কী ক্ষমতা, কতটা জনপ্রিয়তা ইত্যাদি কিছুই ওর জানা নেই।

ড্রাইভাররা যার যার গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়ের দিকে মুখ করে রেখেছে, আরোহী ও কার্গো তোলা শেষ হলেই যাতে রওনা হয়ে যেতে পারে।

ল্যান্ডিং স্টেজে ভিড়ল ক্যাটামারান। বোকা অ্যারেনাস একটা লাইন ছুঁড়ল, অপেক্ষারত একজন ড্রাইভার ধরে ফেলল সেটা।

'এক কাপ কফি হলে মন্দ হত না,' রডরিকে বলল রানা।

ডেকে টিকালা রয়েছে দেখে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল রডরি, তারপর বলল, 'আমাকে ট্রাক লোড করতে যেতে হবে।'

সে থামতেই লাফাজা বলল, 'কী? কফি খাবে, নেড়ি কুত্তা? আরে, লাফাজাও তো কফির জন্যে চাতকের মত হাঁ হয়ে আছে। চলো, খাওয়াচ্ছি তোমাকেও। প্রথমে আমরা তোমার হাত বেঁধে নেব, নেড়ি কুত্তা।'

রডরি তাকিয়ে আছে, রানার হাত দুটো সামনের দিকে এক করে বাঁধল লাফাজা, ও যাতে কফির মগ ধরতে পারে।

ইউনিফর্ম পরা সর্বশেষ লোকটার পিছু নিয়ে ট্রাকে গিয়ে উঠল বেনিটো। আমলা দুজন ল্যান্ড-রোভারে বসেছে, টিকালা আর রডরির জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

টিকালা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, রানার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রডরি, চোখে-মুখে কৃতজ্ঞ একটা ভাব এনে বলল, 'আমি সাঁতার জানি না, সিনর। ধন্যবাদ।'

'আ প্লেজার।' বাঁধা হাত দিয়ে কোনও রকমে করমর্দন করল রানা। যেন প্রহসনধর্মী কোনও নাটকে অভিনয় করছে ওরা। হাসি

পাচ্ছে ওর। 'ব্যক্তিগত কিছু নয়,' বলল ও। 'সুযোগ পেলে গুলি করো ওকে,' ইঙ্গিতে টিকালাকে দেখাল। 'তা না হলে ও তোমাকে খুন করবে।'

টিকালার চোখ স্থির হয়ে যেতে দেখল রানা, অনুভব করল রডরির হাতের একটা নার্ভ কেঁপে উঠল।

রানার হাত ছেড়ে দিয়ে রেইল টপকে ক্যাটামারান থেকে নেমে গেল রডরি, শিরদাঁড়া যতটা সম্ভব খাড়া করে ল্যান্ড-রোভারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

রুমাল শুকল টিকালা। তার ঠাণ্ডা দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য স্থির হলো রানার উপর। 'সত্যি খুবই পারদর্শিতা দেখিয়েছ, সিনর ক্যাপিটানো।' ঘাড় ফিরিয়ে লাফাজার দিকে তাকাল সে। 'যাও, দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও ওকে।'

'ধন্যবাদ, সিনর, অসংখ্য ধন্যবাদ!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল লাফাজা। 'নেড়ি কুত্তাটাকে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছি আমি।' বিচ্ছিরি শব্দে খ্যাক খ্যাক করে হাসছে, বেল্ট থেকে টান দিয়ে ছুরিটা বের করে দূর থেকে রানার গলা কাটার ভঙ্গি করল। 'শালার লাশটা আমি ফেলে আসব, জাগুয়াররা যাতে পেট ভরে খেতে পারে।'

হাতের রুমালটা সামান্য নেড়ে সম্মতি জানাল টিকালা। 'কাজ শেষ হলে ব্রিজের ওপর, রোডব্লকে চলে এসো।'

গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর কেবিনের মাথা থেকে নেমে এল লাফাজা। 'শেষ এক কাপ কফি খেতে চাও, তাই না, নেড়ি?'

কথা না বলে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

কেবিনে ঢুকে টেবিলে বসল লাফাজা। সে তার লুকানো উৎস থেকে চৌকো দুটো রক কোকেন বের করে ছুরি দিয়ে কাটছে।

'ও হে, তুমি কি জানো,' রানার উপর চোখ রেখে জানতে চাইল সে, চুমুক দিল কফির কাপে, 'এই বেলপ্যান দেশটায় স্রেফ একদল

পাগল বাস করে? ইলেকশনের বছর, পলিটিশিয়ানরা চারদিকে সভা করছে, কিন্তু কারও কোনও বডিগার্ড নেই। শালা বোকাদের নিয়ে কী করব আমরা, বলো তো? গাছ থেকে যেমন পাকা আম পেড়ে খায় মানুষ, আমরাও ঠিক সেভাবে...'

কথা শেষ না করে খাবার চিবানোর ভঙ্গি করল লাফাজা। 'তারপর কী হবে? সিনর টিকালা অ্যান্ড গং দেশটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। লাফাজা যেখানে তোমাকে খুন করবে, ধরো সেখানে আমরা নতুন এয়ারপোর্ট বানাব।' তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে থুথু ও লালা গড়াচ্ছে। 'সেই এয়ারপোর্টে কোকেন ও অস্ত্র ভর্তি কার্গো প্লেন নামবে...'

'একজন লোকের জন্যে অপারেশনটা বিরাট হয়ে যায় না?' জানতে চাইল রানা।

খিকখিক করে হাসল লাফাজা। 'তোমার ধারণা সিনর টিকালাই শুধু বস্? নাহ্, তা কী করে হয়!' নাকে খানিকটা কোকেন ঢোকাল সে। 'তা হলে বলি শোনো। মরা লাশ কিছু রটায় না – বলো, রটায়? আমাদের কলম্বিয়ান বস্ আছে, নিকারাগুয়ান বস্ আছে। আর সবচেয়ে বড় বস্ যিনি, তাকে আমরা কেউ দেখিনি। তার মাথা আছে, নেড়ি...'

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে রানার। এ কেমন দেশ, প্রেসিডেন্ট খালি পায়ে পাবলিক ডকে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রড দিয়ে মাছ ধরেন, সঙ্গে বডিগার্ড থাকে না! শুধু প্রেসিডেন্ট নয়, সারা দেশের নির্বাচনী এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর মন্ত্রীরাও কেউ নিরাপদ নন।

'তোমরা বিদেশি, এভাবে রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে দুনিয়ার মানুষ তা মেনে নেবে? জাতিসংঘ কিছু বলবে না?'

'বিদেশি? নেড়ি কুত্তা, বিদেশি কোথায় দেখলে তুমি? আমরা তো সবাই বেলপ্যান আর্মির সদস্য, ইউনিফর্ম দেখেও চিনতে পারছ না? বেলপ্যানরা তাদের নিজেদের দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালে কোন্

শালার কী বলার আছে, হ্যাঁহ্? এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন মিনিস্টারকে আটক করা হয়েছে, তাদের সবাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে। অপরাধ? দেশের কীসে ভাল তা বোঝে না! হ্যাঁ, এটাই মূল অভিযোগ। তো নেড়ি কুত্তা, পারলে ঠেকাও আমাদের অভ্যুত্থান।'

'ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে?' রানা ভাব দেখাল ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও, লোকটা যাতে ওকে বিশ্বাস করানোর জন্য কিছু তথ্য দেয়। 'কোথায়?'

'ল্যা পুনটা ডেল কর্নেল ইংলেস-এর নাম শুনেছ, নেড়ি?' খিক খিক করে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল লাফাজা। 'ওখানেই তো বসেদের বস্‌রা হেডকোয়ার্টার বানাতে যাচ্ছে, হে হে! জানা কথা, ফায়ারিং স্কোয়াডও ওখানেই গঠন করা হবে।'

রানার মনটা মুহূর্তের জন্য খুঁতখুঁত করে উঠল। ও প্রশ্ন করায় তথ্যটা পাওয়া গেল, নাকি ওকে বোকা বানাবার জন্য ভুল তথ্য দিচ্ছে লাফাজা?

কফি শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা।

টেবিল ছেড়ে সিধে হলো ভালডেজ লাফাজা। 'চলো, বিদেশী কুত্তা, জঙ্গল থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।' হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে বেল্টে গুঁজল, হাতে রয়েছে ছুরি।

বাঁচার কী ব্যবস্থা করা যায় ভাবছে রানা।

'বুঝতেই পারছ, এটা তোমার জন্যে ওয়ানওয়ে জার্নি, নেড়ি। তবে লাফাজাকে কোনও ঝামেলায় ফেলো না। তা হলে লাফাজা এমন সুন্দরভাবে তোমার গলাটা দু'ফাঁক করে দেবে যে, কীভাবে মারা গেছ টেরই পাবে না।'

রানাকে কম্প্যানিয়নওয়ে হ্যান্ডহোল্ড থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে বলল লাফাজা, রশি খোলার সময় কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। তারপর রানার পিছু নিয়ে রেইল টপকে ডকে নামল সে।

ঢালু তীর থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। কোনও ধরনের পথ নেই, কাজেই গাছপালার পাঁচিল লক্ষ্য করে হাঁটা ধরল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর পর ছুরির ডগা বিঁধছে ওর পিঠে, কাজেই জানে লাফাজা ঠিক ওর পিছনেই রয়েছে।

যা করার মরিয়া হয়ে করতে হবে এখনই, ভাবল রানা।

খানিক এগোতেই সামনেটা খুলে গেল, বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা একটা জায়গা। একটা ঝোপ টপকে সেখানে ঢোকার সময় রানা শুনতে পেল শ্বাস টেনে নাকে কোকেন নিচ্ছে লাফাজা।

অকস্মাৎ নিচু হয়েই বন করে ঘুরে গেল রানা, ডান পা ছুঁড়েছে।

সরাসরি লাফাজার পেটে ডেবে গেল রানার পা। কুঁজো হয়ে গেল লাফাজা।

মাটিতে পড়ছে রানা, বাম পা দিয়ে আঘাত করল, জুতোর ডগা প্রায় গেঁথে গেল লোকটার থুতনিতে।

ভেজা মাটিতে হাঁটু দিয়ে পড়ল লাফাজা, তবে ছুরিটা এখনও ছাড়েনি। রানার গলার রশি ছেড়ে দিয়ে পিস্তল ধরার জন্য বেল্ট হাতড়াচ্ছে।

গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, ঝোপ-ঝাড় টপকে লাফাজার দিকে পিছন ফিরে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, ডাল-পাতার ঝাপটা থেকে চোখ দুটোকে রক্ষা করার জন্য এক করে বাঁধা হাত দুটো উঁচু করে রেখেছে।

কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে হাত ও মুখ, লতানো গাছের শিকড় জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। হোঁচট খেয়ে বড় একটা ঝোপের গায়ে পড়ল। ক্রল করে ঝোপটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এল অপর পাশে।

লাফাজার গালাগালি ও অভিশাপ শুনতে পাচ্ছে রানা। বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে তাকে ও। চোখে ঘাম নেমে আসায় সামনেটা ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে দেখল একটা নালার পানি ধীরগতিতে নদীর দিকে নামছে।

পায়ে প্যাঁচ খেয়ে যাওয়া লতানো গাছের বাঁধন খুলে নালায় নেমে পড়ল রানা, গলায় বাঁধা রশিটা ভাল করে শ্বাস নিতে বা ফেলতে দিচ্ছে না ওকে।

নালা বেয়ে কিছুদূর নামার পর সামনে একটা ডোবা দেখল রানা। ডোবাটায় যতটা না পানি তারচেয়ে বেশি কাদা। ডাইভ দিয়ে পড়ল তাতে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে তরল কাদা ওর মাথার উপর পুরু আবরণ তৈরি করল।

পায়ের তলায় শক্ত কিছু পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল রানা। নাকের ফুটোয় কাদা ঢুকছে, এই অনুভূতি আরও বাড়িয়ে তুলল আতঙ্ক।

আতঙ্কই শত্রু।

নিজেকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিল রানা। তলায় পা ঠেকেছে, কাজেই এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চোখ থেকে কাদা সরাবার জন্য হাত দুটোকে তৈরি রাখল, তারপর মাথা তুলল সারফেসের উপর।

চোখ পরিষ্কার হতেই সাপটাকে দেখতে পেল রানা। তিন ফুট লম্বা ওটা, দেখতে খয়েরি-সবুজ ফিতের মত, গলায় হলুদ ডায়মন্ড আঁকা। ফার-দ্য-ল্যান্স, অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ।

রানার পিছনে, খুব কাছে চলে এসেছে লাফাজা, ডাকল, 'ও হে, তুমি দেখছি সত্যিই পাজি একটা কুত্তা। লাফাজা তোমার ওপর ভয়ানক রেগে গেছে! তাকে সরল মানুষ পেয়ে–'

শরীরটা ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে রানা, হাত দুটো যাতে রশিটা ধরতে পারে। ওকে নড়তে দেখেই মাথা তুলল সাপ, ভয়ে হোক বা রাগে হিসহিস করছে, সরু জিভটা ঘন ঘন বার করছে আবার ভিতরে ঢোকাচ্ছে।

'ও হে, নেড়ি কুত্তা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।' খিকখিক করে হাসল লাফাজা, যেন কোনও শিশুর সঙ্গে লকোচুরি খেলছে সে। 'টু...কি!'

এবার খুব জোরে হিসহিসিয়ে উঠল সাপটা।

লাফাজার হাসিও চড়ল। 'বিদেশী কুত্তা, মনে রেখো, লাফাজাকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়। সে তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে।'

রানার নাকে এসে বসল একটা মশা, কুঁজো হয়ে ঝুঁকল সামনের দিকে। ওর ঠোঁটে লেগে থাকা কাদা থেকে পচা পাতার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। রশিটা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে টানছে ও। এমনি সময়ে ছোবল দিল সাপটা, বিষ ভরা দাঁত সেঁধিয়ে গেল রশির ভিতর।

পরমুহূর্তে পালিয়ে গেল সাপ, লেজটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে – ওই ঝোপ থেকেই বেরিয়েছিল।

সাপ দেখে লাফাজার আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেয়েছে রানা। এখন তাকে বলতে শুনল, 'ও হে, নেড়ি, লাফাজার বোধহয় বাড়াবাড়ি করা উচিত হচ্ছে না। সে বরং এখানে ফেলে রেখে যাক তোমাকে, কাদার মধ্যে তুমি যাতে ধীরে ধীরে মরতে পারো।'

ঝোপ-ঝাড়ের ডাল ভাঙার আওয়াজ পেল রানা। তার নাক টানার শব্দও পাচ্ছে। 'হ্যাঁ, বিদেশী নেড়ি, তা-ই করব আমি। লাফাজা ফিরে গিয়ে সিনর টিকালাকে বলবে তুমি শালা হারামি কুত্তা মরে ভূত হয়ে গেছ।'

ফাঁদ বলে সন্দেহ হচ্ছে রানার। ওর বাম দিকের ঝোপে আওয়াজ হতে বুঝল লাফাজা ওদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিংবা ফিরে যাওয়ার অভিনয় করছে।

যদি ফেরে, কোথায় ফিরছে? গ্রাসিয়াসে নয়তো? নাকি পাবলো টিকালার নির্দেশ মত ব্রিজের উপর রোডব্লকে? যে পরিমাণে কোকেন টানছে, বিচার-বুদ্ধির উপর তার প্রভাব না পড়েই পারে না।

ফাঁদ যদি পাতেও, কোথাও নিশ্চয়ই ভুল করবে লাফাজা। কিন্তু পাবলো টিকালাকে মিথ্যে বলবার ঝুঁকিটা কি নেবে সে?

ডোবা থেকে উঠে যতটা পারা যায় সাবধানে নদীতে চলে এল রানা। হাইওয়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে, কাজেই পালাতে হলে ক্যাটামার্যানে পৌঁছাতে হবে ওকে।

কিন্তু নদীর ভাটিতে যেখানে বেরিয়ে এসেছে ও, সেখান থেকে উজানের দিকে বাঁকের আড়ালে থাকা গ্রাসিয়াসকে দেখা যাচ্ছে না।

এদের সঙ্গে লড়তে হলে অস্ত্র দরকার ওর, দরকার কর্নেল জুডিয়াপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য রেডিওটা। সবই লুকানো আছে ক্যাটামার্যানে।

গলার রশির বাড়তি অংশ কবজিতে জড়িয়ে নিয়েছে রানা। কুমিরের মত সারফেসের উপর শুধু নাকটা তুলে সাঁতরাচ্ছে ও। বাঁকের এদিকে তীরঘেষা নদীর পানি বেশ কিছুদূর যথেষ্ট অগভীর, ওর পা তলার নাগাল পাচ্ছে। কিন্তু তারপর গভীরতা বেড়ে গেল।

গ্রাসিয়াস ফিরে পেলে কী করবে ভাবছে রানা। সোজা কি কানাকা-য় চলে যাবে ও, কারণ প্রথম কাজ দেশটার প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করা।

বাঁক ঘোরার পর নদীর মাঝখানে চলে আসতেই গ্রাসিয়াসকে দেখতে পেল রানা। যেমন রেখে গেছে তেমনই আছে। আরও কিছুক্ষণ সাঁতরানোর পর ব্রিজটা দেখতে পেল ও।

টিকালার লোকজন ব্রিজের শেষ মাথায় রোডব্লক সেট করেছে। ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে ব্যারিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে ঝাপসা লাগছে, ফলে তাদের মধ্যে লাফাজা আছে কি না বুঝতে পারল না রানা।

সাবধানে তীরের দিকে এগোল রানা। যত এগোচ্ছে ততই অগভীর হচ্ছে নদী। ক্রমশ নিচু হতে হলো ওকে, একসময় হাঁটু দিয়ে হাঁটতে হলো।

একটা টয়োটা ল্যান্ড-ক্রুজারের ড্রাইভার গিয়ার বদলে ব্রিজের উপর দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে, থামল রোডব্লকের সামনে। দুজন

লোক বাতাসের দিকে পিছন ফিরে ড্রাইভারের কাগজ-পত্র চেক করছে।

সকাল সাতটা। রোববার...

ঝড়টা এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে, কিছুই জানা নেই রানার। মাঝে মাঝে শুধু দমকা হাওয়ার ঝাপটা জানাচ্ছে ওটার উপস্থিতি। দিক বদলে না থাকলে বেলপ্যানকে ঠিকই ভেঙেচুরে একাকার করে রেখে যাবে।

তিনটে মাত্র রাস্তা দিয়ে রাজধানী বেলপ্যান সিটিতে ঢোকা যায়, নিশ্চয় সবগুলোতেই রোডব্লক বসাবার ব্যবস্থা করেছে টিকালা।

অভ্যুত্থানের জন্য ছুটির দিনটা বেছে নিয়েছে তারা, তা না হলে হাইওয়েতে প্রচুর যানবাহন থাকত, সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত রোডব্লকের কথা, ফলে হয়তো নির্বাচনী সফরে থাকা মন্ত্রীরা অশুভ কিছু আঁচ করতে পেরে গা ঢাকা দিতেন।

প্ল্যানিংটা ভাল।

নদী পেরোল রানা, অপর পারে এসে গ্রাসিয়াসকে পাশ কাটাল, ওটার উজানে এসে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল। তীরে কিংবা ক্যাটামার্যানে কিছুই নড়ছে না। তবে লাফাজা যদি অপেক্ষায় থাকে, নিজেকে নিখুঁতভাবেই লুকিয়ে রাখবে সে।

গাছের বড়সড় একটা গুঁড়ি দেখতে পেল রানা, স্রোতের টানে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ওটার আড়াল নিয়ে ব্রিজ ও ক্যাটামার্যানের দিকে যাওয়া যায়, ভাবল ও। হিসাব করল ও, দুশো গজ আসতে চার মিনিট লাগবে ওটার।

একঘেয়েমির শিকার এক লোক গাছের সরু একটা ডাল নদীতে ফেলল, তারপর ব্রিজের আরেকদিকে চলে এসে দেখল স্প্যান-এর তলা দিয়ে কীভাবে সেটা ভেসে আসছে। তার পাশে আরেক লোক এসে দাঁড়াল। নতুন ডাল সংগ্রহ করল তারা। দুটো করে ডাল পানিতে ফেলে দেখছে কোন্‌টা আগে যায়।

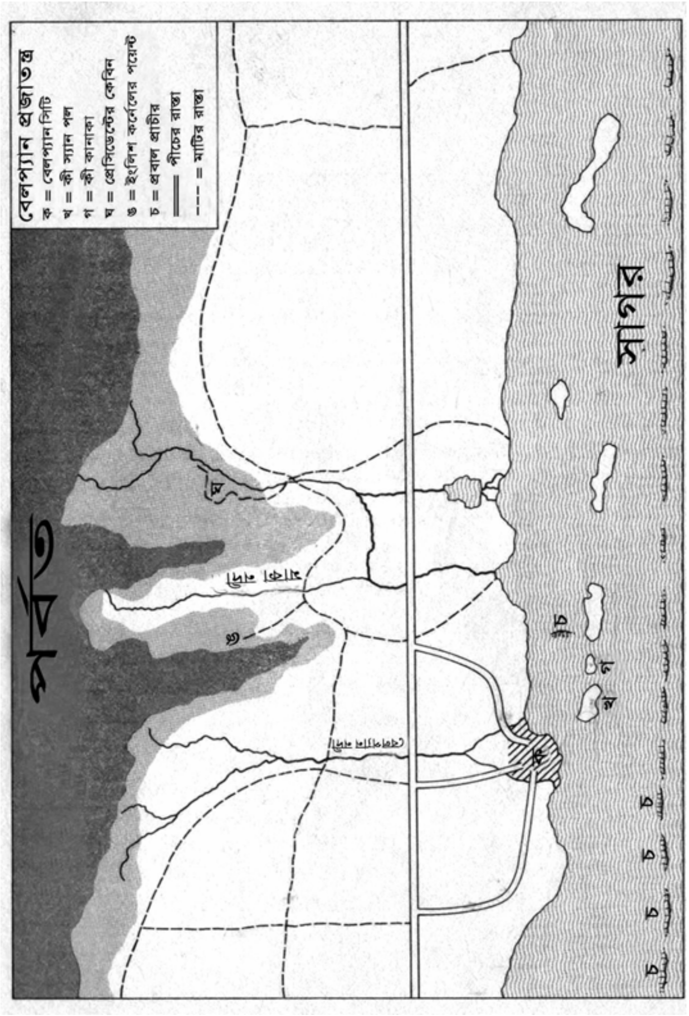

নতুন ডাল খুঁজছে তারা, দলে আরেকজন যোগ দিল। ইতিমধ্যে ভাসমান গুঁড়িটার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে রানা। গুঁড়ির নিজের গতি ও মতি আছে, বোঝা গেল নদী পার হয়ে ব্রিজ ও ক্যাটামার‍্যানের দিকে রওনা হওয়ায়। ওটার সঙ্গে ভেসে চলেছে রানা।

পানির উপর মাথা আরেকটু উঁচু করতেই লোকগুলোকে আবার দেখতে পেল। কাছ থেকে দেখে বোঝা গেল তাদের মধ্যে কেউ লাফাজা নয়।

ব্রিজ এগিয়ে আসছে। ওটার তলা দিয়ে যেতে হবে রানাকে। পানির নীচে ডুব দিল ও। ডুব দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে শুনতে পেল দুজন লোক চিৎকার করে কী যেন বলছে কাকে। এই সময় ব্রিজের একটা পিলারের গায়ে লেগে স্থির হয়ে গেল গাছের গুঁড়ি। ব্রিজের উপর থেকে ভেসে এল বুট জুতোর শব্দ।

ডুব দিয়ে আছে রানা, মুখ থেকে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল। দম আটকে অপেক্ষা করছে। দশ সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড, ত্রিশ সেকেন্ড...

গাছের গুঁড়ি পিছনে ফেলে ডুব সাঁতার দিতে শুরু করল রানা। পিলারের কাছ থেকে সরে আসছে, ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে তীরে কোথাও উঠতে চায়।

কারও চোখে ধরা না পড়ে উঠল রানা তীরে, কিন্তু ওর সামনে আরও একটা কাদাভর্তি ডোবা পড়ল। ডোবাটাকে এড়িয়ে যেতে হলে উঁচু তীরে উঠতে হবে ওকে, আর অত উপরে উঠলে ব্রিজ থেকে ওকে দেখে ফেলবে মার্সেনারিরা।

এই সময় নাক টানার পরিচিত আওয়াজ ভেসে এল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ডোবায় নেমে কাদার মধ্যে ডুব দিল ও।

তিন কি চার সেকেন্ড পর ফিসফিস করে উঠল কেউ। 'ও হে, নেড়ি কুত্তা! আমার ধারণা তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।'

রানার দেখার সুযোগ নেই, লাফাজা অপেক্ষা করছে ব্রিজের নীচে, ঢালু ও পিচ্ছিল তীরে। তার এই গলা না চড়াবার কারণটাও পরিষ্কার।

টিকালাকে রিপোর্ট করেছে রানাকে মেরে ফেলেছে সে। এখন যদি জানাজানি হয়ে যায় কথাটা সত্যি নয়, নিশ্চয়ই তার জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

ঢাল বেয়ে পানির কিনারায় নেমে এল লাফাজা। 'আসছি আমি...তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে, নেড়ি কুত্তা...'

এই সময় ব্রিজের উপর থেকে ভেসে এল বোকা অ্যারেনাসের কণ্ঠস্বর। 'অ্যাই ব্যাটা ভালডেজ, নদীর তীরে কাদার মধ্যে কী করছিস তুই? মাছ ধরছিস নাকি?'

জবাবে চিৎকার করে যা বলল লাফাজা, সেটা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। এরপর সে তার পিস্তলের বাঁটে ম্যাগাজিন ঢোকাল। আরও এক পা সামনে বাড়ল সে। তার জাঙ্গল বুট রানার মাথার কাছ থেকে মাত্র এক কি দেড় গজ দূরে।

হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, ঝোপের পাতা ফাঁক করল লাফাজা। রাস্তার উপর থেকে ঢাক-ঢোল বেজে ওঠার কান ঝালাপালা করা আওয়াজ ভেসে এল। ভারী শব্দে কয়েকটা ড্রামও বাজছে।

খর্বকায় লাফাজা উপর দিকে তাকাল। 'ও হে, অ্যারেনাস, কী ব্যাপার বলো তো?'

'দেখে মনে হচ্ছে মিছিল,' ব্রিজ থেকে বলল অ্যারেনাস, হাতে একটা রাইফেল। 'প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক লোকের পোস্টার দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই নির্বাচনী মিছিল...'

ঝোপের ডাল ছেড়ে দিয়ে লাফাজা বলল, 'ধ্যাত্তেরিকা! এখানে কিছু নেই। আমি আসছি।'

'হ্যাঁ, জলদি। দেখো, কাদার মধ্যে আবার ডুবে যেয়ো না।'

মেগাফোন থেকে স্লোগান ভেসে আসছে: 'পর্যটন ও পরিবহন

মন্ত্রী পেড্রো মেনডোজকে ভোট দিন!'

মিছিলটা রোডব্লকে থামল। সব মিলিয়ে পাঁচটা গাড়ি। ষাট-সত্তরজন সমর্থক হেঁটে এসেছে।

ডোবা থেকে বেরিয়ে আবার নদীতে নেমেছে রানা। সবার দৃষ্টি এখন মিছিল ও মন্ত্রীর উপর, এই সুযোগে ক্যাটামার‍্যানের দিকে এগোচ্ছে ও। পেড্রো মেনডোজ-এর প্রাণ বাঁচানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর কথা মাথা থেকে বের করে দিয়ে রানা ভাবছে টিকালার আগে কি কানাকায় কীভাবে পৌঁছানো যায়।

সাত

ক্যাটামার‍্যানে চড়ল রানা। ককপিটে ঢুকে নেভিগেশনাল টেবিলের উপর রাখা রেডিওর সামনে থামল। ওটার সব তার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। গ্যালিতে এসে একটা কার্ভিং নাইফ নিল, সাবধানে কেটে ফেলল গলার রশিটা। হাত দুটো মুক্ত করতে সময় একটু বেশি লাগল।

রোডব্লক থেকে ক্যাটামার‍্যান বেশ খানিকটা দূরে, ওখান থেকে নোঙর তোলার আওয়াজ তাদের শুনতে পাওয়ার কথা নয়। স্রোতের টানে বাতাস ঠেলে ভাটির দিকে অনেকটা পথ পাড়ি দিল গ্রাসিয়াস, তারপর আল্লার নাম নিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। ইতোমধ্যে যোডিয়াককে ক্যাটামার‍্যানে তুলে নিয়েছে ও।

নদী সোজা এগিয়েছে দেখে হেলম ছেড়ে সরে এল রানা, দ্রুত চোখ বুলাল ব্যারোমিটারে। প্রেশার নেমে দাঁড়িয়েছে ২৯.৫, এক হাজার মিলিবার।

লুকিয়ে রাখা টু-ওয়ে রেডিওটা বের করল রানা। কর্নেল জুডিয়াপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। ভদ্রলোক দেশে ফিরেছেন কি না জানা দরকার।

রেডিওটা দেওয়ার সময় রানাকে তিনি জোরাল আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, যে-কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে, তিনি বিদেশে থাকলেও সাহায্য করতে পারবেন।

কিন্তু দশ মিনিট চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কারও সাড়া পেল না রানা।

নদীর মুখ থেকে খোলা সাগরে বেরুবার সময় গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। যা করবার একাই করতে হবে ওকে। পরবর্তী গন্তব্য কি কানাকা। প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করতে পারলে দেশটাকেও বোধহয় এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

কি কানাকায় পৌঁছাতে গ্রাসিয়াসকে ছ'মাইল পাড়ি দিতে হবে। প্রচণ্ড একটা ঝড় আসছে, একা কাজটা করা প্রায় অসম্ভব। ক্যাটামার‍্যান চলে নানা ধরনের ছোট-বড় পাল-এর সাহায্যে। আর পাল টাঙাতে হলে সহকারী দরকার। রানা সিদ্ধান্ত নিল, বেশি পাল তোলার ঝামেলায় যাবেই না ও।

গ্রাসিয়াসকে অটো-পাইলটের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে পিছনের ডেকে বেরিয়ে এল রানা। বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেলটাকে ডেভিট থেকে নামিয়ে ককপিটের ভিতর দিয়ে সেলুনে নিয়ে এল, তারপর মাস্ট সাপোর্ট-এর সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখল। আবহাওয়া খারাপ হতে পারে, কাজেই সাবধানের মার নেই।

এরপর স্ক্রুর প্যাঁচ ঘুরিয়ে সেলুন ডেকের ড্রেইনেজ প্লেট খুলল, ভিতরের প্যানেল সরিয়ে উন্মুক্ত করল গোপন কমপার্টমেন্ট।

ওয়াটারপ্রুফ মোড়কে মোড়া একজোড়া সিঙ্গেল ব্যারেল পাম্প-অ্যাকশন টুয়েলভ বোর শটগান বের করল ও, সঙ্গে রয়েছে একটা কার্টিজ বেল্ট ও দুটো ব্যান্ডালিয়ার।

ককপিটে ফিরে এসে কোর্স চেক করল রানা। তারপর একটা শটগানের ম্যাগাজিনে কার্ট্রিজ ভরল। ব্রিচে একটা শট পাম্প করে পোর্টসাইড ককপিট সেটিতে রাখল অস্ত্রটা, তারপর নিজের একটা শার্ট চাপা দিল সেটার উপর। শার্টের উপর কেইবল-এর ছোট একটা কয়েল রাখল, বাতাস যাতে উড়িয়ে নিতে না পারে।

চোখে বিনকিউলার তুলে সামনের সাগরটা একবার দেখে নিল রানা। পানি ও ঢেউ ছাড়া দেখবার কিছু নেই।

দ্বিতীয় শটগানটাও লোড করল রানা।

কি কানাকা কাছে চলে আসছে। প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম-এর বিচ হাউসটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানার ক্যাটামারান। বিলিওনেয়ার-এর জেটিতে থামল না ও, কোথাও নোঙরও ফেলল না, সরাসরি উঠে এল সৈকতে।

হাতে শটগান ও বো লাইন, এক কাঁধে ব্যান্ডালিয়ার, লাফ দিয়ে সৈকতে নামল রানা। বো লাইনটা পাম গাছের গায়ে বাঁধল, তারপর সরু রাস্তাটাকে এড়িয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে কাঠের তৈরি প্রেসিডেন্টের বিচ হাউসের দিকে এগোল সাবধানে, শটগানটা তৈরি আছে হাতে।

তিনটে করে ধাপ টপকে টেরেসে উঠল। কেউ নেই টেরেসে, তবে ভিতরে ঢোকার দরজাটা খোলা। ডাইভ দিয়ে লিভিং রুমে পড়ল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিল দু'বার।

ওর ডানদিকে একটা মেয়ে চেঁচাচ্ছে। মুখে হাতচাপা দিয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। কামরায় আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মেয়েটিকে দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। ম্যারিয়েটা

রামপাম। এর আগে স্যান পল দ্বীপে রানাকে একবার দেখেছে সে।

ওকে সে তখনও চিনতে পারেনি, এখনও পারছে না। কারণ ছদ্মবেশী রানাকে দেখছে সে – কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘন কালো চুল, কোঁকড়ানো ও চকচকে; থুতনির কাছে সামান্য দাড়ি; চোখ দুটো কালচে-নীল; গলায় লাল প্রবাল পুঁতির তৈরি চওড়া একটা মালা পরে আছে।

হাতের শটগান খোলা দুটো দরজা কাভার করছে, ওগুলো দিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া যায়। 'তুমি একা?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা। কেমন সন্দেহ ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কে আপনি?'

'দেখো চিনতে পারো কি না,' বলে ছোট একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে চোখের কন্ট্যাক লেন্স, তারপর মাথার পরচুলা ও নকল দাড়ি খুলে ফেলল রানা।

'ওহ্, গড! আপনি! ওহ্, মাই গড! মাসুদ ভাই, একটুও চিনতে পারিনি!' হঠাৎ বিরাট স্বস্তি বোধ করায় হাঁপিয়ে উঠল ম্যারিয়েটা। 'মাসুদ ভাই, কী ঘটছে কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না...'

'শান্ত হও,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'বিপদের সময় সেটাই সবচেয়ে আগে দরকার।'

ম্যারিয়েটা একা আছে বললেও, নিজে একবার চেক করে দেখে নিল রানা। দুটো বেডরুম, বাথরুম, কিচেন – সব খালি।

নিষ্পলক চোখে রানাকে দেখছে ম্যারিয়েটা। তার লম্বা চুল লাল ব্যান্ড্যানা দিয়ে বাঁধা। কালো স্লিভলেস টি-শার্ট পরেছে। কালো শর্টস। পায়ে স্যান্ডেল।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'দাদু নিরাপদেই আছেন,' জবাব দিল ম্যারিয়েটা। 'তবে এই দ্বীপে নেই তিনি।'

কিছু বলতে যাবে রানা, এই সময় সাগরের দিক থেকে ইঞ্জিনের

আওয়াজ ভেসে এল। 'এখানে থাকো তুমি,' বলল ও। 'আমি আসছি।'

এক ছুটে সৈকতে চলে এল রানা। দূর থেকেই চিনতে পারল বেলপ্যান কাস্টমস-এর একমাত্র পেট্রল বোটটাকে, ঢেউ ভেঙে কসমেটিক ব্যবসায়ী বিলিওনেয়ার উড্রো ফোরসাইথের জেটি লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

কল্পনার চোখে ছ'ফুট লম্বা কাস্টমস অফিসার কার্লোস বাগুইলাকে হেলম ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও, দু'সারি দাঁতের ফাঁকে হাভানা চুরুট আটকানো।

হার্নান্দো নিকারা তাঁর সঙ্গে ফার্নান্দো মারভেল ওরফে মাসুদ রানার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। হাসি-খুশি, অমায়িক ভদ্রলোক, ওকে আশ্বস্ত করে বলেছেন কাগজ-পত্র ঠিক থাকলে বেলপ্যান-এ ট্যুরিস্ট গাইড হিসাবে কাজ করতে দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তবে একই সঙ্গে সাবধান করে দিতে ছাড়েননি – মারভেলের বিরুদ্ধে যদি স্মাগলিং বা অন্য কোনও অপরাধের অভিযোগ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেবেন তিনি।

দৌড় থামাল রানা, বালির উপর শটগান ও ব্যান্ডালিয়ার রেখে সৈকত ধরে ডক-এর দিকে হাঁটছে। দূর থেকে পেট্রল বোটের লোকজন ওকে চিনবে না, অস্ত্র নিয়ে এগোতে দেখলে ভুল বুঝে গুলি করে বসতে পারে।

কার্লোস বাগুইলার সঙ্গে অভ্যুত্থান নিয়ে আলাপ করাটা জরুরি মনে করছে রানা, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর নাতনির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ভদ্রলোকের সাহায্য দরকার হবে ওর।

ডকটা এখনও বেশ দূরে, ওটার পাশে পেট্রল বোটটাকে ভিড়তে দেখল ও, সাইড ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচ-সাতজন নাবিক। গ্যাঙওয়ে ফেলা হয়েছে, তার উপরও কয়েকজনকে দেখা গেল। ইউনিফর্ম পরা ...

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। কাস্টমস-এর বোটে বেলপ্যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা কী করছে?

এই সময় গুলি হলো। রাইফেল তুলে রানাকে টার্গেট করছে সৈনিকরা। কী ঘটছে বুঝতে আর বাকি থাকল না, বন করে ঘুরল রানা, তীরবেগে ছুটল আবার।

ওর কথা শোনেনি, পিছু নিয়ে সৈকতে বেরিয়ে এসেছে ম্যারিয়েটা, দাঁড়িয়ে আছে ওর শটগান ও ব্যান্ডালিয়ার-এর পাশে।

'শুয়ে পড়ো!' চেঁচিয়ে বলল রানা। তারপরও বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে ম্যারিয়েটা। হয়তো বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি সে।

ছুটে এসে তাকে নিয়ে বালির উপর পড়ল রানা, বালিতে পড়ার আগেই টের পেল হিস্‌স্‌স্‌ শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

'তোমাকে না আমি ভেতরে থাকতে বললাম!' হাঁপাচ্ছে রানা, গড়িয়ে ম্যারিয়েটার উপর থেকে বালিতে নামল। 'কোথাও লাগেনি তো?' মাথা নাড়ল ম্যারিয়েটা। 'ওরা আমাকে গুলি করছে, তবে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

কথা না বলে রানার দিকে তাকাল ম্যারিয়েটা।

'তোমাকে ধরতে পারলে তোমার দাদুকেও ধরতে পারবে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'সবাই জানে তিনি তোমাকে ভালবাসেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'সব কথা পরে শুনো, প্রথম কাজ তোমাকে এই দ্বীপ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

ইতস্তত করছে ম্যারিয়েটা। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, দাদু আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।'

'তিনি তো আর জানতেন না ওরা তোমাকে ধরতে আসবে এখানে,' বলল রানা। ও থামতেই আবার ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। পেট্রল বোটকে ধীরে ধীরে ওদের দিকে ঘুরে যেতে দেখল ও।

‘এখন বেঁচে থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। দৌড়াতে হবে তোমাকে। ওঠো!’

রানার সঙ্গে ম্যারিয়েটাও লাফ দিয়ে সিধে হলো, তারপর ছুটল দুজন। এক-দেড়শো গজ দৌড়ে ক্যাটামার‍্যানে পৌঁছে গেল ওরা।

ম্যারিয়েটাকে ডেকে তুলে দিয়ে রশি খুলে নিয়ে গ্রাসিয়াসের বো দুটো সাগরের দিকে ঘোরাল রানা, তারপর নিজেও চড়ল। পাল তোলা মাত্র প্রবল বাতাস পেয়ে তীর ছেড়ে রওনা হয়ে গেল গ্রাসিয়াস।

আরও দশ পয়েন্ট নেমে গিয়ে ব্যারোমিটার রিডিং দাঁড়িয়েছে ২৮.৫।

‘জানোই তো বড় একটা সাইক্লোন আসছে,’ ককপিটে ঢুকে হেলম্ ধরে বলল রানা, অপর হাত দিয়ে পোর্ট লকার খুলে লাইফজ্যাকেট বের করল, একটা ছুঁড়ে দিল ম্যারিয়েটার দিকে। ‘এটা পরে নাও। ঝড় এসে যদি পানিতে ফেলে দেয়, সাঁতরাবার চেষ্টাই করবে না। স্রেফ হাত-পা শিথিল করে রাখবে। বাতাসই তোমাকে পৌঁছে দেবে তীরে। তারপর জঙ্গলে ঢুকে উঁচু জমিনের দিকে উঠে যাবে।’

এখনও রানা সিদ্ধান্ত নেয়নি কোথায় যাবে, শুধু জানে ওদের একটা শেলটার দরকার। রাজধানী বেলপ্যান সিটি নিশ্চয়ই বিদ্রোহী সেনাদের দখলে চলে গেছে, কাজেই সেখানে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। একই কারণে ঢোকা যাবে না বেলপ্যান নদীতেও।

এরপর উত্তরে আছে মাকা নদী, মেইনল্যান্ডে ঢোকার আরেকটা পথ। ম্যারিয়েটা এখনও ওকে কিছু না জানালেও, ওর দাদু নিশ্চয়ই মেইনল্যান্ডে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ‘প্রেসিডেন্ট কি মেইনল্যান্ডে?’

কথা না বলে ম্যারিয়েটা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

চার্টটা স্মরণ করল রানা। হিসাব কষে দেখল মাকা নদীর মুখ

এখান থেকে কমবেশি বারো মাইল। তবে ওখানে পৌঁছাতে চাইলে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে হবে। তার নাম মিস জোসেফিন।

পাঁচ ডিগ্রি কোর্স বদলে বাতাসের মতিগতি বোঝার জন্য চোখে বিনকিউলার তুলে পিছনদিকে তাকাল রানা।

যেই চালাক পেট্রল বোট, সময় নষ্ট না করে ফুলস্পিড তুলে ছুটে আসছে সে। কম করেও ত্রিশ নট, আন্দাজ করল ও। দশ মিনিট পেরুলেই ওটার বো-ক্যানন গ্রাসিয়াসকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে।

‘ওরা গুলি করবে, তাই না, মাসুদ ভাই?’ জানতে চাইল ম্যারিয়েটা।

গাল বেয়ে বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে, তাই বোঝা গেল না মেয়েটি কাঁদছে কি না। ‘ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করবে না,’ বলল রানা। ‘তোমাকে ওরা জীবিত ধরতে চাইবে।’

‘কিংবা হয়তো আপনার বোটে গুঁতো মারবে।’

‘হয়তো। ওয়ার্নিং শটও ছুঁড়তে পারে।’

‘ওদের হাতে আমাকে তুলে দেবেন আপনি,’ বলল ম্যারিয়েটা, মুখ তুলে রানার চোখে তাকাল। ‘তা না হলে ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে।’

‘তা ঠিক, ধরতে পারলে ছাড়বে না,’ বলল রানা। ‘তবে তোমাকে কারও হাতে তুলে দেয়ার জন্যে বেলপ্যানে আসিনি আমি।’

‘মাসুদ ভাই,’ বলল ম্যারিয়েটা, ‘সব কথা এবার বলুন আমাকে। নিকারাগুয়ায় পিকো ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে শুরু করুন। ভাইয়ার সঙ্গে ফোনে আমার আলাপ হয়েছে, যদিও তারপর থেকে নিখোঁজ তিনি।’

‘বলো কী! কেন... মানে কীভাবে...’

‘নিকারাগুয়ান পুলিশ সন্দেহ করছে ভাইয়াকে কলম্বিয়ান ড্রাগ স্মাগলারদের একটা গ্যাং কিডন্যাপ করেছে।’

‘সম্ভবত তাদেরই আরেকটা দল মার্সেনারিদের নিয়ে ঢুকে পড়েছে

বেলপ্যানে, তোমাদের সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে একটা ক্যু করতে যাচ্ছে তারা।' তারপর যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বলে গেল রানা।

'এখন কী হবে?' রানা থামতে জানতে চাইল ম্যারিয়েটা। 'দূরত্ব তো প্রতি মুহূর্তে কমছে।'

'হেলমটা ধরো একবার, দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়,' বলল রানা। 'এটা ঠিক যে কোন অবস্থাতেই ধরা দেয়া যাবে না। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ, নাকি ব্যাপারটা স্রেফ আমার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল?'

ম্যারিয়েটা হাসল তো না-ই, বরং আরও ম্লান হয়ে গেল তার চেহারা। 'হ্যাঁ, লুকাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই বলবে না কি লুকাচ্ছ?'

'বলব। দাদু কোথায় আছেন, এই তথ্যটা। কাউকে বলতে আমাকে মানা করে গেছেন।'

'তিনি জানেন তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ, আমি আসছি?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা। 'একবার বলেছিলাম, মনে রেখেছেন কিনা বলতে পারব না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রানা বলল, 'কাউকে জানাতে মানা যখন করেছেন, নিশ্চয়ই তার সঙ্গত কারণও আছে। আপাতত আমার না জানলেও চলবে কোথায় আছেন তিনি। তবে যেখানেই থাকুন, সেখানে তাঁর নিরাপত্তা আছে তো?'

আরও ম্লান হয়ে গেল ম্যারিয়েটার চেহারা। 'আমি ঠিক জানি না।'

'হুম।' গম্ভীর দেখাল রানাকে। হেলম্‌টা ম্যারিয়েটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লকার থেকে প্রকাণ্ড একটা তেকোনা পাল বের করল ও।

ঝড়টা এখনও এসে পৌঁছায়নি, দমকা বাতাসের মতিগতি বোঝা ভার, অথচ সাগর এখন এত বেশি উত্তাল যে রিফটাকে খুঁজে বের করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল রানার। শেষবার রানা ওটাকে

টপকে এসেছে বিভিন্ন আকারের পাল-এর সাহায্যে, তখন প্রবালপ্রাচীরের মাথাগুলো সারফেসের সঙ্গে একই লেভেলে ছিল।

এখন, কাছে চলে আসা ঝড়ের প্রভাবে ঢেউগুলো বড় হয়ে ওঠায়, সেগুলো দেখাই যাচ্ছে না। তবে আছে ওগুলো, ওদের নাক বরাবর সামনে, ক্ষুরের মত ধারাল ও বিপজ্জনক। ওগুলোর একটার ঘষা গ্রাসিয়াসের তলা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে চিরে ফেলবে।

বাতাসের সাধারণ প্রবাহ রিফ সারির সঙ্গে লম্বালম্বি, অর্থাৎ সমান্তরাল হওয়ায় ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বাধাটা পেরুবার চেষ্টা করবে রানা, তবে সেজন্য এবারও পাল দরকার হবে।

সদ্য বের করা বিরাট পাল-এর রশিটা ধরে পিছন দিকে তাকাল রানা। পেট্রল বোট আগের চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে, মাত্র দুশো গজ পিছনে এখন সেটা। বো থেকে ছিটকে পড়া পানিও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হুইলহাউসে দাঁড়ানো মূর্তিটা অবশ্য ঝাপসা।

রিফ পঞ্চাশ ফুটেরও কম দূরে।

ম্যারিয়েটার দিকে ফিরে অভয় দিয়ে হাসল রানা। সাহস যোগানোর খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না। নাক বরাবর সোজা রিফ-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, চোখে-মুখে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস। টিলার-এর বাহু এত জোরে চেপে ধরে আছে, রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে গিঁটগুলো।

দু'বছর আগের সেই মেয়েটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু শরীর-স্বাস্থ্যে নয়, মন-মানসিকতায়ও পরিণত হয়ে উঠেছে।

আবার রিফ চেক করল রানা। ত্রিশ গজ। ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য প্রবালের তৈরি ধারাল হাঙরের দাঁত অপেক্ষা করছে।

'সিধে করে ধরে রাখো গ্রাসিয়াসকে!' গলা চড়িয়ে বলল রানা, তারপর একটা দমকা হাওয়া আসতেই দ্রুত রশি টেনে বড় তেকোনা পালটা তুলে ফেলল মাস্তুলের মাথায়।

বিরাট লাল পালটা বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেল। সেই সঙ্গে যেন

আকস্মিক কোনও উন্মাদনায় অস্থির হয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল ওদের ক্যাটামার‍্যান।

খোল প্রায় পানি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল। মাস্তুল নত হলো কোনও তীরন্দাজের লংবো-র মত। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, বলতে গেলে কিছুই টের পায়নি, রিফ পার হয়ে এল ওরা।

পাল-এর রশি ছেড়ে দিল রানা, মাস্তুল থেকে মুক্ত হচ্ছে পালটা। লাফ দিয়ে ককপিটে ফিরে এল ও, ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি পেট্রল বোটের বো-র দিকে তাকাল।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য বো ক্যানন-এর আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। তারপরেই সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ ভেসে এল। বোটের তলা ছিঁড়ে ফেলেছে ধারালো প্রবাল।

রানা দেখল গান শিল্ড ছিন্নভিন্ন করে ফেলল সৈনিক ও নাবিকদের। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকল পেট্রল বোট, তারপর রিফ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে আলাদা করে নিল, পিছনটা ভেঙে গেছে, বেরিয়ে এসেছে ত্রিশ ফুট বো সেকশন। তারপরই বিকট আওয়াজ শোনা গেল, আগুন ধরে গেছে ফুয়েল ট্যাংকে।

ম্যারিয়েটাকে ককপিটের এক কোণে টেনে এনে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখল রানা, ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত খসে পড়ল পেট্রল বোটের কিছু এবড়োখেবড়ো টুকরো।

ধাওয়া রত বোটের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

এরপর থেকে ঝড়ের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। আর বড়জোর বিশ মিনিট, আন্দাজ করল রানা, তারপর ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সাইক্লোন।

'ব্যাপারটা শুরু হলে মাস্তুল ভেঙে পড়বে,' ম্যারিয়েটাকে সাবধান করে দিয়ে বলল রানা। 'তুমি বরং নীচে চলে যাও।'

ম্যারিয়েটা কিছু বলল না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ওরা এখন দেখতে পাচ্ছে সামনের সাগরে অসংখ্য গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোর পাশেই আকাশ ছোঁয়ার জন্য উঁচু হচ্ছে দৈত্যাকার ঢেউ, সেগুলোর মাথা ভাঙতে ভাঙতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আরও দূরে অনবরত চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, তার চোখ-ধাঁধানো আলোয় ড্রাগনের টকটকে লাল জিভ বলে মনে হচ্ছে ভাঙা ঢেউয়ের মাথাগুলোকে।

তারপর, যেন চোখের পলকে, ওদের মাথার উপর চলে এল সেই মহাদুর্যোগ – ভয়ঙ্কর সাইক্লোন জোসেফিন। ক্যাটামার‍্যানের আশপাশে একের পর এক বাজ পড়তে শুরু করল। গতি হারিয়ে স্থির হয়ে গেল সময়। চারপাশে ঝড়ের তাণ্ডব – কতক্ষণ ধরে চলছে বা আরও কতক্ষণ চলবে, কিছুই বলতে পারবে না রানা।

ঢেউগুলো ক্যাটামার‍্যানকে এক টানে মাথায় তুলে নিয়ে নাচছে। মাথাগুলো এত উঁচু, সেগুলোর উপর ওঠার পর মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছোঁয়া যাবে। পাশেই গভীর খাদ। একবার এদিকে একবার ওদিকে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হচ্ছে বোট, যেন একটা খেলনা জলযান। এখনও কীভাবে বেঁচে আছে ভেবে অবাক লাগছে রানার।

বৃষ্টি যেন জলপ্রপাত, ওদেরকে ডেকের সঙ্গে শুইয়ে দিচ্ছে। ভাগ্যিস কোর্স বদলে মাকা নদীর দিকে গ্রাসিয়াসকে চালাবার দায়িত্ব আগেই অটো-পাইলটকে দিয়ে রেখেছিল রানা।

তারপর ক্যাটামার‍্যানে উঠে এল সাগর। ম্যারিয়েটাকে ধরতে হয়নি, সেই ডাইভ দিয়ে এসে পড়েছে রানার বুকে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। বোটে চড়াও হয়ে ভেঙে পড়ছে ঢেউগুলো। কাঁচ না থাকায় ককপিটে ঢুকে খোলা সেলুন দিয়ে তীব্র স্রোত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি।

যেন এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না, দড়িদড়া ছিঁড়ে সাগরে নেমে গেল যোডিয়াকটা। মাস্তুলের মাথার দিকটা, ক্রসট্রি-র কাছে, ভেঙে গেল। এক মুহূর্ত পর মেইন সেকশনে ফাটল ধরল, একেবার

গোড়ার কাছ থেকে।

ম্যারিয়েটার শক্ত বাঁধন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে রানা। 'ক্রল করে সেলুনে ঢুকব আমরা,' তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা।

রানা ভাবছে, ওদের মত ক্যু-র উদ্যোক্তারাও জোসেফিনের হাতে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা বন্দি হয়ে থাকবে। টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন ছিঁড়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে এয়ারপোর্ট। গাছ পড়ে গাড়ি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে হাইওয়ে।

ওর একার পক্ষে অভ্যুত্থানটা ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব নয়। মধ্য আমেরিকার দেশগুলোয় দেখা গেছে ক্যু হলে প্রথমেই সাধারণত মন্ত্রীদেরকে এক এক করে খুন করা হয়। রানা জাদুকর নয় যে তাঁদেরকে বাঁচাতে পারবে। কে কোথায় আছেন, কিংবা তাঁদের মধ্যে কেউ ক্যু-র সমর্থক কি না, কিছুই জানা নেই ওর।

রানা একা শুধু প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্ভবত বিপদ আঁচ করতে পেরে, এবং সময় মত কোথাও থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ কোথাও সরে গেছেন তিনি।

কলিজার টুকরো নাতনিকে একা রেখে?

ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। ভাবছে ও।

আট

বিদ্যুচ্চমক ও বজ্র নিয়ে মত্ত মেঘগুলো ওদেরকে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চলে গেলেও বাতাসের দাপট তেমন একটা কমেনি। তবে কমে যাবে। রানা জানে, জোসেফিনের সামনের কিনারাটা ওদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে বলে এখন কিছুক্ষণ ঝড়ের মাঝখানের শান্ত এলাকায় থাকবে ওরা, তারপর আসবে সাইক্লোনের শেষ অংশ। সেটা আবার কতটা কী ক্ষতি করবে কে জানে! ইতিমধ্যেই সাগরের ভাষা বদলে গেছে, ঢেউগুলো আগের চেয়ে বেশ কিছুটা কম শক্তি নিয়ে ছুটে আসছে ক্যাটামার‍্যানের দিকে; ডেকের উপর আর চড়াও হচ্ছে না।

মাকা নদীর মোহনায় পৌঁছাবার জন্য আগেই গ্রাসিয়াসের কোর্স বদল করেছিল রানা, ব্রিজ-ডেকে গাছপালার ঘষা লাগার আওয়াজ পেয়ে বুঝল প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ওদেরকে রিফ-এর উপর দিয়ে মেইনল্যান্ডের কাছে নিয়ে এসেছে।

এটা সেটা ধরে ক্রল করছে রানা, ককপিট সংলগ্ন কম্প্যানিয়নওয়েতে চলে এল। জলপ্রপাতের মত বৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টিসীমা একশো ফুটের বেশি নয়। ক্যাটামার‍্যানের চারপাশে ছিন্নভিন্ন ম্যানগ্রোভ, পাতা, ডাল, ঘাসের চাপড়া ও সামুদ্রিক শ্যাওলার স্তূপ অনবরত উথলাচ্ছে।

একটা পাম্প চালু করল রানা, ককপিটে জমে থাকা পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যারিয়েটাকে আগেই সেটিতে বসিয়ে রেখে গেছে, ফিরে

এসে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'আমরা সাগর থেকে উঠে এসেছি। ঝড় না থামা পর্যন্ত অ্যাকশনে যেতে পারবে না ওরা।'

উত্তরে কিছু বলল না ম্যারিয়েটা।

গ্যালিতে নেমে এসে স্টোভ জ্বালল রানা। প্রেশার কুকারে এক কৌটা টমেটো-সুপ আর ইঞ্চিখানেক পানি ঢালল। পাঁচ মিনিট গরম করার পর দুটো মগে ভরল ধূমায়িত সুপ। ফিরে এসে একটা মগ ধরিয়ে দিল ম্যারিয়েটার হাতে।

কয়েকটা চুমুক দিয়ে ম্যারিয়েটা বলল, 'আপনি আমাকে দ্বীপটায় রেখে এলে এতক্ষণে আমার সলিলসমাধি হয়ে যেত।'

'তা কেন, আগেই পেট্রল বোটটা তোমাকে তুলে নিয়ে যেত।'

'সেটা বুঝি ডুবে মরার চেয়ে ভাল হত?' রানার দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকাল ম্যারিয়েটা।

মাথা নাড়ল রানা।

'সাইক্লোনেরও কি আই অভ দ্য স্টর্ম আছে?' জানতে চাইল ম্যারিয়েটা।

'আছে বইকি,' বলল রানা। 'ওটার কাছাকাছিই আছি আমরা। মনে হয় ঘণ্টা খানেকের মত আবহাওয়া শান্ত পাব আমরা। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে।'

ম্যারিয়েটাকে বসতে বলে ওর মোটরসাইকেল বিএমডব্লিউ-র কাছে চলে এল রানা। কাভারটা সরিয়ে দেখল, ভিতরে এক ফোঁটাও সাগরের পানি ঢোকেনি। প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন, ঘাড় ফিরিয়ে ম্যারিয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

দশ মিনিট পর ম্যারিয়েটার হাতে মগ ভর্তি ধূমায়িত কফি ধরিয়ে দিল রানা। খানিক পর বলল, 'প্রেসিডেন্টকে না পেলে ওদের ক্যু সফল হবে না। আমি যদি সময় মত তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারি, মন্ত্রীদের অন্তত কয়েকজনকে বাঁচানো সম্ভব হবে।'

'দাদু পাইন রিজ-এ আছেন,' বিড়বিড় করল ম্যারিয়েটা।

শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। 'পাইন রিজের কোথায়?'

'ওখানে দাদুর একটা কেবিন আছে,' বলল ম্যারিয়েটা। 'একটা পরিত্যক্ত কোয়ারির পাশে। বক্তৃতা বা অন্য কিছু লেখার প্রয়োজন হলে ওখানেই তিনি যান...' চোখ ঘুরিয়ে আরেকদিকে তাকাল সে, যেন নিজের অসহায় ভাব ও দুঃখ রানার কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টায়। 'বলেছেন তিনি ওখানে আছেন এ-কথা কাউকে বলা আর তাঁকে খুন করা, একই ব্যাপার।'

'হুঁ।' মোটরসাইকেলের ওয়াটারপ্রুফ পাউচ থেকে বের করা ম্যাপটার ভাঁজ খুলল রানা। 'তুমি আমাকে দেখাতে পারবে কেবিনটা কোথায়?'

আরও আধ ঘণ্টা পর রানাকে অবাক করে দিয়ে ম্যারিয়েটা জানাল, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দুই কূল প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় মাকা নদীটাকে প্রথমে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল তার, তবে এখন সে নিশ্চিত তাদের ক্যাটামারান মাকা নদীরই একটা শাখা ধরে এগোচ্ছে।

খুশি হলো রানা। 'তার মানে পাইন রিজের কাছে চলে এসেছি আমরা।'

তবে ম্যাপে চোখ রেখে দুর্গম এলাকাটার বৈশিষ্ট্যগুলো যখন মনে পড়ল, মনটা দমে গেল ওর। ও যখন প্রথমবার বেলপ্যানে আসে, ওকে নিয়ে এদিকটায় একবার বেড়িয়ে গেছে ম্যারিয়েটা।

ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের পর কর্কশ ঝোপ, লেগুন ও সরু আখ খেত। জলোচ্ছ্বাসটা ওদেরকে আরও দুই কি তিন মাইল ভিতরে নিয়ে যাবে, তার মানে ক্যাটামারান থেকে নামলেই প্রথম রিজের সামনে পড়বে ও।

ওটা পার হলে দেখা যাবে কাঁটাঝোপে ঢাকা ঢেউ খেলানো প্রান্তর। মায়ানদের যুগে চাষবাস হত, লোকজন না থাকায় সেই থেকে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে।

এরপর পাহাড়ী এলাকা। নীচের দিকের ঢালগুলোকে ঢেকে রেখেছে রেইনফরেস্ট। সবচেয়ে বড় পাহাড়ী রিজটা বেলপ্যান ও মাকা নদীর ও তার শাখাগুলোর মাঝখানে বিস্তৃত।

বহু বছর হলো, সেই স্প্যানিশ হামলার যুগে, রিজের রেইনফরেস্ট থেকে ব্যবসার উদ্দেশে কাঠ সংগ্রহ করা হত। পরে গোটা বনভূমিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

অভয়ারণ্যের পাঁচশো ফুট নীচে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে আসা এক আমেরিকান একটা বাড়ি তৈরি করে থাকত। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ট্যুরিস্টদের পুরানো লগিং রোড ও পাহাড়ী ট্রেইলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছিল তার পেশা। কে জানে, লোকটা হয়তো আজও ওখানেই আছে। তবে ট্যুরিস্টরা আসতে এখনও এক মাস বাকি।

প্রেসিডেন্টের কেবিন অভয়ারণ্যের তিন মাইল ভিতরে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হাইওয়েটা মাকা নদীর উত্তর পাশ দিয়ে চলে গেছে, ওটা ধরে বারো মাইল এগোবার পর বাঁক ঘুরে একটা কাঁচা রাস্তায় পড়তে হবে, তারপর পাওয়া যাবে সেই কেবিন।

সকাল সাড়ে এগারোটা। মনে মনে একটা হিসাব করে নিল রানা। সাইক্লোনটা আট কি দশ ঘণ্টা টিকবে। ঝড়ের শান্ত মাঝখানটা ওদের কাছাকাছি চলে আসছে। যতটা মনে করা হয়েছিল, মাকা নদীর শাখা ধরে তারচেয়ে অনেক বেশি উত্তরে চলে এসেছে ওরা।

ম্যারিয়েটা তাকিয়ে আছে, তৈরি হতে শুরু করল রানা। শটগানের ক্যানভাস স্লিংগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হলো, অস্ত্র দুটো যাতে বুকে ও পিঠে ঝুলিয়ে বহন করা যায়। প্রতিটি স্যাডলব্যাগে আট বাক্স করে বাকশট।

ছোট্ট, শক্তিশালী বিনকিউলারটা ঢুকল কমব্যাট জ্যাকেটে। আরও সঙ্গে থাকল সোয়া একইঞ্চি চওড়া পার্সেল টেপ, পঞ্চাশ ফুট লাইট লাইন, স্টিল হ্যামার, আধ ডজন স্টিল স্পাইক, স্পেয়ার কমব্যাট জ্যাকেট, গোটা দুই জাঙ্গল ট্রাউজার, ব্ল্যাক কটন রোল-নেক, ব্ল্যাক

কটন গ্লাভস, সবশেষে ম্যারিয়েটার জন্য স্ল্যাকস ও জাম্পার।

রানার থ্রোয়িং-নাইফটা রয়েছে শ্যাময় লেদার পাউচে, সেটা দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে রেখে গলায় পরা লাল পুঁতির মালাগুলো অ্যাডজাস্ট করল ও, যাতে পাউচের বাইরে বেরিয়ে থাকা ছুরির হাতল কারও চোখে না পড়ে।

দশ ইঞ্চি লম্বা একটা হান্টিং নাইফ নিল ও, নাভির কাছে বেল্টে গোঁজা থাকল সেটা। ওয়ালথার পিস্তলের জন্য তিনটে স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিতেও ভুলল না।

'গ্রাসিয়াসে নিরাপদেই থাকবে তুমি,' নরম সুরে বলল রানা। 'একসময় ঝড়টা থেমে যাবে, তখন তীরে নেমে কোথাও আশ্রয় নিয়ো। তবে যেখানে রেখে যাব সেখান থেকে বেশি দূরে কোথাও চলে যেয়ো না, তা হলে ফিরে এসে তোমাকে আমি আর খুঁজে পাব না।'

'সত্যি আপনি ফিরবেন তো?'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'আমি অমর নই, ফিরতে নাও পারি। সেক্ষেত্রে সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোয় চলে যেয়ো।'

মাথা নাড়ল ম্যারিয়েটা। 'আমি আপনার সঙ্গে থাকছি,' বলল সে। 'কারণ আমি আপনাকে বেলপ্যানে ডেকে এনেছি, দাদু নন। তাই আপনার প্রথম দায়িত্ব আমাকে রক্ষা করা, আমাকে ফেলে কোথাও চলে যাওয়া নয়।'

হাসতে গিয়ে বাধা পেল রানা, সাইক্লোনটা হঠাৎ গ্রাসিয়াসকে ডাঙায় তুলে দেওয়ায় ছিটকে মোটরসাইকেলের উপর গিয়ে পড়ল ও। ক্যাটামার্যানের পিছনটা পাথরে বাড়ি খেয়েছে, বাতাসের আর্তনাদকে ছাপিয়ে উঠল মড়াৎ করে রাডার ভাঙার আওয়াজ।

লাফ দিয়ে পোর্টসাইড পাম্পের দিকে ছুটল রানা। খোল থেকে বাকি পানি সরাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল ও, জানে তা না হলে ওই

পানির ওজন ক্যাটামার‍্যানটাকে ভেঙে দুই টুকরো করে ফেলতে পারে।

'আর দয়া করে বলবেন না যে জার্নিটা মেয়েদের জন্যে খুব কঠিন,' চিৎকার করে বলল ম্যারিয়েটা। সেলুন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এক মিনিট পর স্টারবোর্ড সাইডের পাম্পটা সচল হওয়ার আওয়াজ পেল রানা।

বাতাসের অকস্মাৎ থেমে যাওয়া গোটা পরিবেশে এমন পরিপূর্ণ নীরবতা এনে দিল যে রানা ও ম্যারিয়েটা এক মুহূর্ত নড়তে পারল না।

ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল রানা। রশি খুলে মোটরবাইকটাকে মুক্ত করল ও, সেলুনের ভিতর থেকে বের করে আনল ককপিটে। তারপর, এতক্ষণে, জমিনের দিকে তাকাল। প্রথমে যেখানে ধাক্কা খেয়েছিল সেই পাথুরে জায়গাটাকে পিছনে ফেলে একটা ঘেসো জমিতে উঠে এসেছে গ্রাসিয়াস।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে, তবে জলপ্রপাতের মত পুরু হয়ে নয়। প্রকাণ্ড, বৃত্তাকার একটা ঝড়ো মেঘ মাটি থেকে উঠছে বলে মনে হলো, আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে পাক খাচ্ছে। আরেকদিকে দেখা গেল পাহাড়শ্রেণী, নীচের দিকে কালচে-সবুজ রেইন-ফরেস্ট।

স্টার্নে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ফেলল রানা, মোটরসাইকেল নিয়ে নেমে এল ক্যাটামার‍্যান থেকে। চোখ তুলে দেখল ওর দিকে দ্বিতীয় শটগানটা বাড়িয়ে ধরেছে ম্যারিয়েটা। সেটা নিয়ে আরেক কাঁধে ঝোলাল ও।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বাইকে চড়ল রানা। ওর পিছনে উঠে বসল ম্যারিয়েটা। চিমনি আকৃতির ঝড়ো মেঘটা যে গতিতে এগোচ্ছে, দশ কি পনের মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড বাতাসের মুখে পড়বে ওরা। তার আগেই রেইনফরেস্টের কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে ওদেরকে।

সাইক্লোনটা পাক খেয়ে পাহাড়শ্রেণীর নীচের দিকে আঘাত করল, রেইনফরেস্টের প্রকাণ্ড গাছগুলোকে মটমট করে ভেঙে, উপড়ে এমনভাবে দিক্‌বিদিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে, ওগুলো যেন সোলার কাঠি।

তবে পনেরো কি বিশ মাইল পরিধি নিয়ে ঝড়ের মাঝখানটা এখনও শান্ত – একটা সেফ হেভেন – তার ভিতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হাইওয়ের দিকে এগোচ্ছে রানা ও ম্যারিয়েটা।

পিছন থেকে রানাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ম্যারিয়েটা। এত লাফাচ্ছে দেখে ভয় পেয়েছে, কখন জানি ছিটকে পড়ে যায় মোটরসাইকেল থেকে। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য গলা চড়িয়ে রানা জানাল, হাইওয়েতে উঠছে ওরা।

হাইওয়েতে ওঠার পর বাইকের স্পিড তুলল রানা ঘণ্টায় ষাট মাইল, গতি আরও বেশি তুললে হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় রাস্তা থেকে নীচের খাদে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

তুমুল বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্য দিয়ে চারঘণ্টা একটানা বাইক ছোটাল রানা। বনভূমি থেকে উড়ে আসা গাছপালা রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় সাত কি আটবার থামতে হয়েছে ওদেরকে। কখনও ডালপালা কেটে, কখনও নেমে বাইক ঠেলে পাশ কাটাতে হয়েছে বাধাগুলো।

সামনের এলাকাটা কী ধরনের তা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। হাইওয়ের ডানদিকে কয়েকটা পাহাড়ী ঝরনা নীচে নেমে এসে বিশাল জলা তৈরি করেছে, জলার পানি থেকে জন্ম নিয়েছে বিরাট একটা লেগুন।

লেগুনের পানি বেড়ে গেলে হাইওয়ে ডুবে যেতে পারে, তাই ওটার তলায় একটা কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে।

হাইওয়ের বামদিকে আছে একটা নদী ও পাহাড়। নদীটা শুকনো, কারণ ওটার মুখ হাইওয়ে তৈরি করবার সময় উজানেই ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাইওয়ে থেকে ডানপাশে নেমে এসেছে রানা। এখন কালভার্টের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে।

কালভার্টের ভিতর পানির গভীরতা এক ফুটের বেশি নয়, বাইক চালাতে রানার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

ওর ইচ্ছে ওপারে পৌঁছে পরিত্যক্ত নদীটা ধরে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য শর্টকাট পথ ধরবে। হাইওয়ে থেকে সরাসরি শুকনো নদীটায় নামা সম্ভব ছিল না, কারণ ঢালটা প্রায় খাড়া।

কালভার্ট থেকে হাইওয়ে ও পাহাড়ের মাঝখানে বেরিয়ে এসে একটু অবাক হলো রানা। ফাঁকা জায়গাটা যে এক সময় নদী ছিল, দেখে আজ আর তা বোঝার উপায় নেই, বালি ও পাথরে ঢাকা চর-এর মত পড়ে আছে।

দশ মিনিট পর ঝড়ো মেঘটা ছোবল মারতে নেমে আসছে দেখে বাইকের স্পিড কমিয়ে আনল রানা, জানে দ্রুত কোথাও আশ্রয় নিতে হবে এখন। ওদের বাম দিকের মেঘটা আর মাত্র আধ মাইল দূরে। দমকা বাতাস ছুটে এসে কাঁপিয়ে দিল ভারী বাইকটাকে।

মাকা নদীর উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে ত্রিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস। নদীটার শাখাগুলোয় আকস্মিক এই প্লাবন পনের ফুট উঁচু।

রানা ও ম্যারিয়েটা শুকিয়ে যাওয়া পুরানো যে নদীর ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, সেটাও একসময় মাকা নদীর শাখা ছিল; উজানে তৈরি বাঁধ ভেঙে ফেলে এই নদীতেও ঢুকে পড়েছে বিপুল জলরাশি, দ্রুতগতি ট্রেনের মত সগর্জনে ওদের দিকে ছুটে আসছে সেটা।

যদিও এখনও সেটা জানে না ওরা।

রানার হিসাবে পুরানো ও নতুন নদীর মাঝখানে তৈরি বাঁধটা আরও চার মাইল সামনে।

কালভার্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর পঞ্চাশ মিনিট পার হয়েছে।

কত দূর এল, ক'বার ছিটকে পড়ল, গুণতে ভুলে গেছে রানা। হাইওয়েটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। নদীর খাড়া পাড় বেয়ে উপরে উঠলে ওদের ডানে পাহাড় দেখা যাবে, তা-ও আধ মাইল দূরে।

অনেকক্ষণ ধরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। পরিত্যক্ত নদীতে পানির ক্ষীণ ধারা বইতে শুরু করেছে।

অকস্মাৎ ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল গতি নিয়ে আঘাত করল দমকা বাতাস। বাইক থেকে ছিটকে পড়ল ম্যারিয়েটা। নদীর তলায় শুয়ে আছে রানা, ওর পায়ের উপর কাত হয়ে পড়ে রয়েছে বিএমডব্লিউ।

নদীর তলায় পানির গভীরতা ও স্রোত ক্রমশ বাড়ছে। চাপ দিয়ে মাটির সঙ্গে রানাকে পিষে ফেলতে চাইছে প্রচণ্ড বাতাস।

ঘাড় ফেরাতে ম্যারিয়েটাকে নদীর উজানে দেখতে পেল রানা, কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে, গাছের একটা গুঁড়ির নীচে চাপা পড়েছে ডান হাতটা।

রানা টের পেল, সাইক্লোনটা ঘুরে যাচ্ছে, ওটার একটা পাশ এরইমধ্যে নাগাল পেয়ে গেছে ওদের। তবে নদীর অপর পাড় ওদেরকে আড়াল দেবে, ভাবল ও।

মাত্র কিছুক্ষণ আগেও নদীর পানি সাত ফুট চওড়া ছিল, এখন সেটা ত্রিশ ফুট। কাদাগোলা পানি জোরালো স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পরদায় মুহূর্তের জন্য একটা ফাঁক তৈরি হতে রানা দেখল ম্যারিয়েটা যেখানে পড়ে আছে তার পিছনের গাছটা প্রায় ডুবে গেছে।

চোখ বুজে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিল ও, অনেক কষ্টে মোটরবাইকের তলা থেকে বের করল আটকে থাকা বাম পা, তারপর বাইকটাকে উঁচু পারের গায়ে দাঁড় করাল। বসল সিটে, পা রেখে চাপ দিল স্টার্টার-এ। কোনও সাড়া নেই। আরও দু'বার চেষ্টা করল।

ওহ্, খোদা, প্রার্থনা করল রানা, পারে কাঁধ ঠেকিয়ে দম নিচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো কিছু একটা অনুভব করছে ও, বোধহয় ধরা যায় কি যায় না এমন সূক্ষ্ম ধরনের কোনও কম্পন। স্টার্টার-এ আরও একবার কিক্ করল ও।

এবার স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। পারের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, এবার বুঝল সত্যি কিছু একটা অনুভব করেছে।

আকস্মিক দমকা বাতাস পারের সঙ্গে চেপে ধরল ওকে। সেটা চলে যাওয়ার পর উজানের দিকে তাকাল, গাছের গুঁড়ির আড়ালে ম্যারিয়েটা যেখানে পড়ে আছে। তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

এই মুহূর্তে বাতাসের গর্জন নেই বললেই চলে। ওরা বোধহয় ঘুরতে শুরু করা সাইক্লোন-এর মাঝখানে চলে আসছে আবার।

ফার্স্ট গিয়ার দিল রানা, উজানের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সাবধানে চালাল বাইকটা। গাছের গুঁড়ির কাছে পানির গভীরতা দু'ফুটের কম নয়। 'মুভ!' হাত ধরে ম্যারিয়েটাকে দাঁড় করবার সময় চিৎকার করছে। 'কুইক...'

ব্যাকসিটে ম্যারিয়েটার ভার অনুভব করা মাত্র ভাটির দিকে বাইকটা ঘুরিয়ে নিল রানা। স্রোতের মাঝখানে সরে এসে পজিশন নিয়েছে, সামনে কোনও বাধা নেই, সেকেন্ড গিয়ার দিয়ে রওনা হলো ফিরতি পথে।

মরিয়া হয়ে তীরে উঠে যাওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছে রানা। আরও দু'বার বাতাসের ঝাপটা খেয়ে বাইক সহ ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল, তবে বাতাসের শক্তি আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, সেই গর্জনও আর শোনা যাচ্ছে না।

এই সময় আওয়াজটা ওর কানে এল। দূর থেকে ভেসে আসা ভারী, গুরুগম্ভীর একটা শব্দ, যেন একটা ফিল্ডগান গর্জে উঠল। কিন্তু বেলপ্যানে ফিল্ডগান আসবে কোত্থেকে...

সামনে, বামদিকে তাকিয়ে উঁচু পার-এ ছোট একটা অগভীর

নালা দেখতে পেল রানা। বাইক নিয়ে সেদিকে এগোল, ব্রেক কষল, শরীর মুচড়ে ম্যারিয়েটার দিকে ফিরল, নালাটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'উঠে যাও! পালাও!'

বাইক ঘোরাল রানা, কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে প্রায় খাড়া পার-এর া আকৃতির নালাটার দিকে ঘুরল আবার।

অর্ধেকটা উঠে গেছে ম্যারিয়েটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল সে।

তার উদ্দেশে শক্ত মুঠো করা একটা হাত ঠেলে দিল রানা, যেন ওর এই ভঙ্গিটা বাকি পাঁচ ফুট উঠে যেতে সাহায্য করবে তাকে। একইসঙ্গে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে, যদিও সন্দেহ আছে কিছুই হয়তো শুনতে পাচ্ছে না সে।

পারের চূড়া থেকে এখনও এক ফুট নীচে ম্যারিয়েটার মাথা।

নদীর উজানের দিকে তাকাল রানা। অনেক দূরে, আকাশে ঝুলে থাকা মেঘের মত, আসছে ওটা। সগর্জন একটা পাঁচিল। আসছে মৃত্যু ও ধ্বংস নিয়ে।

ক্লাচ ছেড়ে দিল রানা, ফ্রন্ট হুইল লাফিয়ে শূন্যে উঠল, তারপর সামনের পার লক্ষ্য করে ছুটল বাইক, বেলে মাটি খসে তৈরি হয়েছে নালাটা নাক বরাবর সামনে।

মুখে আঘাত করল অজস্র ফেনা ও জলকণা, পানির প্রাচীরটা পিছু পিছু আসছে তেড়ে। বাতাসে ওগুলোর তৈরি আলোড়ন ও ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করল ও। পারের উঁচু মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছে ম্যারিয়েটা।

মরিয়া ভাব শক্তি যোগাল রানাকে। পাশ দিয়ে যাবার সময় খপ করে ম্যারিয়েটার কলার চেপে ধরল ও, টান দিয়ে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে এল উপরে।

পানির বিকট গর্জনে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ওদের। দূরের রাস্তায় বাধা পেয়ে বিস্ফোরিত হলো পানির প্রাচীরটা, একসঙ্গে অনেকগুলো বজ্রপাতের মত আওয়াজ শুনল ওরা, হাইওয়ে ভেঙে উঁচু

হলো দু'দিকে। তারপর চওড়া হয়ে গেল নদী, হাইওয়েকে গিলে ফেলেছে।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল রানা ও ম্যারিয়েটা, জলোচ্ছ্বাসের অবিশ্বাস্য শক্তি দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

ঝড়ের মাঝখানে থাকায় দশ কি পনের মিনিট সময় পাবে ওরা, তারই মধ্যে নিরাপদ একটা পথ ধরে রেইনফরেস্টের ভিতর দিয়ে প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম-এর কেবিনে পৌঁছে যেতে হবে।

মাথার উপর একের পর এক ঘূর্ণি তুলছে সাইক্লোনটা, ছোবল মেরে ছিন্নভিন্ন করছে রেইনফরেস্টের মাথার সবুজ শামিয়ানা, সৃষ্টি করছে বিরাট আকারের গভীর সব গর্ত। অগভীর নালা ধরে পথ তৈরি করে এগোচ্ছে ওরা, নীচে নুড়ি ও ছোট-বড় পাথর।

বাইকের সামনের চাকা অনবরত লাফাচ্ছে। বনভূমির আধো অন্ধকারে লম্বা টানেল তৈরি করেছে হেডলাইটের আলো।

তারপর একসময় ঝড় ও বনভূমি প্রায় একই সঙ্গে হালকা হয়ে এল। নালাটা গিয়ে মিশেছে চওড়া একটা নদীতে। নদীর দিকে গেল না ওরা, নালা থেকে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে হলো ওদেরকে। ঢালের মাথা থেকে শুরু হয়েছে ঘাস মোড়া একটা মাঠ। বামপাশে বাঁশ-বাগানের দিকে হাত লম্বা করল ম্যারিয়েটা।

কয়েকটা পাইনের আড়ালে বাইক থামিয়ে নামল রানা। আড়ষ্ট হয়ে আছে কাঁধ দুটো, আড়মোড়া ভেঙে শিথিল করে নিল পেশিগুলো। তারপর বুক ও পিঠ থেকে নামাল বন্দুক দুটো। ম্যারিয়েটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল একটু।

এই সময় অপ্রত্যাশিত একটা বাধা। হঠাৎ রানার বুকের কাছে সেঁটে এল ম্যারিয়েটা। 'রানা,' বলল সে, মাসুদ ভাই নয়। আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

রানার গালে ঠোঁট ঘষল, ব্যাকুলভঙ্গিতে খুঁজে নিয়ে চুমো খেল

ওর ঠোঁটে, জড়িয়ে ধরা হাত দুটো ওর পিঠ ও ঘাড়ের মাংস খামচে ধরেছে।

'তুমি আবার আমাকে বাঁচালে! দু'বছর আগের সেই দিনটা থেকে, তোমাকেই আমি আমার হিরো বলে জেনে এসেছি...'

বুকের আরও কাছে টেনে নিল ওকে রানা। উপলব্ধি করল, এরকম একটা আকুল আহ্বানের জন্য যেন সে অপেক্ষা করছিল। তারপর কেমন করে কী ঘটল বলতে পারবে না দুজনের কেউই।

নয়

নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ওরা খানিক পরেই। শটগান দুটোর অ্যাকশন চেক করল রানা, তারপর দুটোর ব্রিচে একটা করে কার্ট্রিজ ঢুকিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগোল।

ঘেসো জমিটা তিনশো গজ চওড়া, লম্বায় আরও কিছু বেশি হবে। কেবিনটা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ঠিক মাঝখানে। শিশুশিল্পীরা ঠিক এ-ধরনের বাড়িই আঁকে – কাঠামোর মাঝখানে একটা দরজা, দরজার সঙ্গে মিল রেখে দু'পাশে দুটো জানালা, ঢালু ছাদ, আকাশের দিকে যেন আঙুল তাক করে আছে চিমনিটা।

ছাদটা খড় ও পামগাছের পাতা দিয়ে তৈরি, কাঠের তক্তার তৈরি দেয়ালগুলো পালিশ করা। প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামের সুনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সবই খুব সাধারণ।

রানা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ওর কাঁধ স্পর্শ করল ম্যারিয়েটা। 'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হয়তো কিছু নয়, তবে ব্যাপারটা রাস্তা পেরুবার মত,' বলল রানা। 'আগে দেখে নাও, তা হলে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাবে না।'

'আই লাইক দ্যাট।'

প্রথমে কেবিনটা নয়, ওটার চারপাশ দেখতে চাইছে রানা। ব্রেস্ট পকেট থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে তুলতেই লাফ দিয়ে সামনে চলে এল পরিত্যক্ত একটা গর্ত–পাথরের খনিমুখ।

খনির ওপাশে পাহাড়, পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে উঠে গেছে লগিং ট্র্যাক। পাহাড়ের আরও উপরে ঘন বন। ট্র্যাকটা খালি পড়ে আছে।

মাঠের ডান ও বামদিকেও নিচু পাহাড়।

চারটে ডুমুর গাছ ছায়া দিচ্ছে কেবিনটাকে, ওটার পিছনের উঁচু ঢালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পাইন গাছ। কেবিনের পিছনদিকেই, একপাশে, খোলা আরেকটা পাথরের পরিত্যক্ত খনিমুখ দেখা যাচ্ছে। রানা ঠিক বুঝতে পারছে না ইট-বিছানো পথটা কেবিনে পৌঁছে থেমেছে, নাকি খনি পর্যন্ত চলে গেছে।

কোথাও কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। কেবিনের জানালা খোলা, পরদাও একপাশে সরানো। চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে না।

দূর থেকে বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে এল। ম্যারিয়েটার দিকে ফিরে রানা জানতে চাইল, 'ল্যান্ড-রোভারটা কোথায় রাখা হয়, জানো তুমি?'

একটা ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল ম্যারিয়েটা। 'তুমি কি দাদুর কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করছ?'

রানা গম্ভীর। কিছু বলছে না।

'পেছন দিকে একটা একচালা আছে,' বিড়বিড় করল ম্যারিয়েটা। 'সাধরণত ওখানেই রাখেন।'

ম্যারিয়েটাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে

কেবিনের পিছনে, কোয়ারির খোলা মুখের কাছে চলে এল রানা। আবার থেমে বিনকিউলার তুলল চোখে। একচালাটা পরিষ্কার দেখা গেল।

প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢাকা একগাদা চেরা জ্বালানি কাঠের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল রঙের ল্যান্ড-রোভার। গাড়িটার ফ্রন্ট ডোর-এ স্টেনসিল করা রয়েছে প্রেসিডেনশিয়াল আর্মস-এর ছোট একটা শিল্ড।

কেবিনের পিছনেও দুটো জানালা, একচালা ও ল্যান্ড-রোভারটা বাধা হয়ে থাকায় জানালাগুলোর ভিতরে দৃষ্টি যাচ্ছে না।

পিছনের পরিত্যক্ত খনি যতটা গভীর তারচেয়ে বেশি চওড়া। এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ষাট গজ হবে, গভীরতা আশি ফুট। নীচে একটা লেক তৈরি হয়েছে।

পাইন গাছের পাঁচিল ও কেবিনের মাঝখানে দুশো গজ খোলা মাঠ, এরমধ্যে কোথাও কোনও আড়াল নেই।

কেবিনে প্রেসিডেন্ট আছেন কি না, তিনি প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি কি না, কিছুই জানা নেই ওদের। গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই ফাঁকা জায়গাটুকু পেরুতে হবে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, প্রথমে ও একা ঢুকবে কেবিনে। ম্যারিয়েটার হাতে সরু একটা কাঠি ধরিয়ে দিয়ে কেবিনের ভিতরটা কী রকম এঁকে দেখাতে বলল ও।

সামনের দরজা দিয়ে বড়সড় লিভিং-রুমে ঢুকলেই দেখা যাবে দুটো দরজা। একটা বেডরুমে যাবার জন্য, অপরটা কিচেনের দিকে। বেডরুম থেকে বাথরুমে যাওয়া যায়, আবার কিচেন থেকেও যাওয়া যায়।

ম্যারিয়েটার কাছে একটা শটগান রেখে বাইক নিয়ে রওনা হলো রানা, কয়েক মিনিট পর রানার সংকেত পেয়ে পায়ে হেঁটে পিছু নেবে সে।

সাবধানে বাইক চালিয়ে একচালার পাশে চলে এল রানা, আসার পথে কিছু নড়তে দেখেনি, কোনও শব্দও পায়নি। কাঠের স্তূপের পাশে বাইকটাকে স্ট্যান্ডে তুলে রাখল ও, তারপর শটগান বাগিয়ে ধরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। কিচেন খালি। প্যাসেজও খালি।

বেডরুমের ভিতর, একটা কাঠের ডেস্কে, একা বসে আছেন প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম। তাঁর পরনে বক্সার শর্টস, পায়ে রাবারের তৈরি স্যান্ডেল, মুখে ছত্রিশ ঘণ্টার পুরানো খোঁচা খোঁচা রুপালি দাড়ি।

রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার পর চোখ সরাচ্ছেন না বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর দৃষ্টিতে না আছে ভয়, না বিস্ময়। ওকে তিনি ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন কি না সন্দেহ হলো রানার। সম্ভবত অতিরিক্ত মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাতে ধরা হুইস্কির বোতলটা প্রায় খালি।

ব্র্যান্ডির আরেকটা ছোট বোতল রয়েছে ডেস্কের একপাশে, পুরোটাই খালি। তাঁর কাপড়চোপড় মেঝেতে ছড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানাটা তৈরি করা হয়নি।

দরজা খুলে লিভিং-রুমে ঢুকল রানা। কেউ নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ও, গাছপালার দিক থেকে কেবিনের দিকে আসছে না কেউ।

বাইরে বেরিয়ে এসে কেবিনটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল, দেখছে মাটিতে কোনও পায়ের দাগ আছে কিনা। নেই।

এতক্ষণে ম্যারিয়েটাকে সংকেত দিল ও।

প্রেসিডেন্টের বেডরুমে ফিরে এসে রানা বলল, 'গুড আফটারনুন, সার।'

প্রেসিডেন্ট মুখ তুলে তাকালেন না। হুইস্কির বোতলটার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

বোতলটা তাঁর নাগালের বাইরে সরিয়ে নিল রানা। 'আমাকে

আপনি চিনতে পারছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার?'

রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'ঠিক মনে পড়ছে না... কে যেন বলছিল ... কার যেন আসার কথা...তুমিই কি সে, মানে তোমারই আসার কথা ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি মাসুদ রানা, সার,' বলল ও। 'নামটা মনে করতে পারছেন?'

'নাহ্।' ঠোঁট জোড়া শক্ত করে মুড়ে মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট রামপাম। 'মনে পড়লেই বা কী? যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর কারও কিছু করার নেই।'

'কি হয়েছে আপনি জানেন, সার?'

হঠাৎ উন্মাদের মত হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'বছরের সেরা জোক হতে পারে এটা! আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী হয়েছে আমি তা জানি কি না!'

'সার, আপনার নাতনি ম্যারিয়েটার কথা আপনি একবারও জানতে চাইলেন না,' মৃদু অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'মনে পড়ছে না, তাকে একা ফেলে রেখে এসেছেন?'

'তারা ওকে কিছুই বলবে না,' মাথা নেড়ে বললেন রোকো রামপাম। 'আমি জানি, তারা ওর কোনও ক্ষতিই করবে না।'

'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে, সার?' জানতে চাইল রানা।

'কে তুমি?' হঠাৎ গলা চড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'তোমাকে আমার সব কথার জবাব দিতে হবে নাকি?'

'আমি মাসুদ রানা, সার,' বলল রানা। 'বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আপনার কলেজ জীবনের বন্ধুর কথা মনে পড়ে, রাহাত খান? এখন তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর-জেনারেল। আমি তাঁর একজন এজেন্ট, এখানে এসেছি ম্যারিয়েটার চিঠি পেয়ে...'

'স্টপ ইট, প্লিজ!' হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকলেন রোকো রামপাম।

'আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার।'

'ওহ্, গুড গড!' মাতাল বৃদ্ধ বিব্রত বোধ করছেন। 'কীভাবে আমি ম্যারিয়েটার সামনে দাঁড়াব। সব শুনলে ও নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করবে ...'

অবিশ্বাস্য একটা সন্দেহ জাগল রানার মনে। তবে মাতাল ও অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটিকে এখনই ইন্টারোগেট করা সম্ভব নয়। 'যদি পারেন, মিস্টার রামপাম, শাওয়ার সেরে কাপড়চোপড় পরে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। ম্যারিয়েটা আসছে, আমি তাকে বলব আপনি অসুস্থ।'

দুজন মিলে ঘরদোর পরিষ্কার করল ওরা। তারপর রেডিও অন করে কর্নেল জুডিয়াপ্পা এসকুইটিলার দেওয়া নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে জরুরি মেসেজ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, আর ম্যারিয়েটা গেল দাদুর জন্য কফি বানাতে। ইতিমধ্যে শুকনো কাপড়চোপড় পরেছে ওরা।

এত বড় একটা ঝড় বইছে, রেডিও থেকে শব্দজট ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। তারপরেও কিছুক্ষণের ব্যবধানে দু'বার মেসেজ পাঠাল রানা, আশা করছে ওর মেসেজ অন্তত রিসিভ করছেন কর্নেল, জবাবটা ওর কাছে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক।

কফির ট্রে নিয়ে কিচেন থেকে ফিরে এসে ম্যারিয়েটা দেখল বাথরুম থেকে শাওয়ার সেরে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন তার দাদু, পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তার। দাদুর সঙ্গে তার কোনও কথাই হয়নি।

'কী হয়েছে দাদুর?' লিভিং-রুমে ঢুকে জানতে চাইল ম্যারিয়েটা, হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। 'কী রকম অসুস্থ?'

'অতিরিক্ত মদ খেয়েছেন,' বলল রানা।

'কী বলছ? কেন?' বিস্মিত হলো ম্যারিয়েটা। 'দাদু কখনও এক-আধ আউন্সের বেশি খান না।' রানার হাতে কফির কাপটা

ধরিয়ে দিল।

সেটা নিয়ে শ্রাগ করল রানা, একটা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলের এক কোণে। 'বোধহয় খুব বেশি টেনশনে ছিলেন,' বলে লিভিং-রুম থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই মোটর বাইক থেকে স্যাডেলব্যাগটা নিয়ে ফিরে এল আবার।

ব্যাগের সমস্ত জিনিস টেবিলে বের করল রানা। শটগানগুলো লোড করার সময় অনুভব করল ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ম্যারিয়েটা। প্রতিটি ম্যাগাজিনে ছ'টা করে গুলি ভরল ও, তারপর কয়েকটা বিশেষ জায়গায় এক ফোঁটা করে তেল দিল। এর পর ওয়ালথারটার অ্যাকশন পরীক্ষা করল।

ঝড়ের চরম পর্যায়টা ওদেরকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। শান্ত পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, শাটার-এর গায়ে হৃৎপিণ্ড আকৃতির অলঙ্করণে চোখ রেখে বাইরে তাকাল। এলাকার ছবিটা পরিষ্কার ফুটে আছে ওর মনের পরদায়। মিনিট দশেক মাথা ঘামালে সম্ভাব্য একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করে ফেলবে ও।

টেবিলের কাছে ফিরে এসে ওয়ালথারটা বেল্টে গুঁজল রানা। 'আমি একটু বেরোব।'

'ভয় পাচ্ছ এখানে আমাদের ওপর হামলা হবে?' জিজ্ঞেস করল ম্যারিয়েটা। 'হামলা যদি হয়ই, তুমি একা ওদেরকে ঠেকাতে পারবে?'

'আশা করছি সাহায্য করার জন্যে লোকজন চলে আসবে।'

'সাহায্য মানে আমাদের রেডিও মেসেজ পেয়ে কর্নেল জুডিয়াপ্পা আংকেল চলে আসবেন, এই তো?' সন্দিহান দেখাল ম্যারিয়েটাকে। 'কিন্তু, রানা, আমরা তো এখনও জানিই না যে মেক্সিকো থেকে তিনি দেশে ফিরেছেন কি না! কিংবা ফিরলেও আমাদের সৈনিকরা এখনও তাঁর কমান্ড মেনে চলবে কি না...'

'সৈন্যরা সবাই বেঈমানী করবে, এ স্রেফ হতেই পারে না,

ম্যারিয়েটা,' জোর দিয়ে বলল রানা।

ম্যারিয়েটা কিছু বলল না।

তারপর কী ভেবে সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল রানা। আবার বলল, 'তবে কর্নেল জুডিয়াপ্পা যদি সাহায্য করতে না-ই আসতে পারেন, আমি আশা করছি তাঁর বদলে আর কেউ চলে আসবে।'

এর কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রানা। প্রত্যয় জাহাঙ্গীরকে একটা দায়িত্ব দিয়ে এসেছে ও, আশা করছে সেটা সে ঠিকমতই পালন করবে।

ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই হয় পাবলো টিকালা, নয়তো কর্নেল জুডিয়াপ্পা প্রেসিডেন্টকে নিতে চলে আসবে। যে বা যারাই আসুক, রানা চায় সে বা তারা যেন খোলা মাঠ ধরে হেঁটে আসে। আর যেটা জরুরি, নিজেকে তৈরি করবার জন্য কিছুটা সময়।

শটগান দুটো প্লাস্টিকের ফালি দিয়ে জড়াল রানা, তারপর দুটোই বাম কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একচালার স্টোরেজ চেস্ট থেকে চেইন-স' বের করে সঙ্গে নিল ও।

প্রেসিডেন্টের ল্যান্ড-রোভারটা কাজে লাগানোর ঝোঁক চাপলেও, মাটিতে চাকার দাগ দেখা যাবে ভেবে বাতিল করে দিল চিন্তাটা।

এই মুহূর্তে পাইন জঙ্গলের কিনারায় রয়েছে রানা, পাহাড়ি ঢালের উপর। ঝড়ো বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে এখানে। দিনের আলো আর বোধহয় এক ঘণ্টাও পাওয়া যাবে না, তাই সঙ্গে একটা টর্চও রেখেছে ও।

বেশ কিছুটা দূরে শটগান দুটো শুইয়ে রেখে চেইন-স' দিয়ে একের পর এক কাটতে শুরু করল গাছ। বাতাসের গতি-প্রকৃতিই নির্ধারণ করল কাটা গাছগুলো কোন্‌দিকে পড়বে। খানিক পরপর রাস্তার উপর পনেরো-ষোলোটা গাছ ফেলল ও।

আকারে ছোট গাছই ফেলেছে, কারণ পরে রাস্তাটা ওকেই হয়তো

পরিষ্কার করতে হবে।

এরপর রাস্তার ডান শাখা ধরে একশো গজ হেঁটে এল রানা, এখানেও গাছ ফেলে এমন ব্যারিকেড দিল, দ্রুত সরাতে চাইলে যেন বুলডোজার দরকার হয়।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শটগান দুটোর কাছে ফিরে এল রানা, তারপর জঙ্গলের রেখা ধরে বামদিকের একটা নালার কাছে চলে এল, কেবিনের প্রায় উল্টোদিকে। বৃষ্টির পানিতে ভরাট হয়ে আছে নালাটা।

ওটার কিনারায়, খানিকটা মাটিতে সেঁধোনো একটা বোল্ডার দেখল ও। মাটি খুঁড়ে আলগা করল ওটাকে, যাতে একটু ধাক্কা দিলেই রিজ-এর মাথা থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

বোল্ডারটার কাছাকাছি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পাইন গাছ, সেটার গোড়ায় একটা শটগান লুকিয়ে রাখল রানা।

ওখান থেকে, টর্চের আলোয় পথ দেখে, কোয়ারির সামনের লেকে চলে এল ও। বাতাসের ঝাপটায় দু'বার ছিটকে পড়তে হলো ওকে, দু'বারই আরেকটু হলে খাদে নেমে যেত। চেইন-স'টা এক টন ভারী মনে হচ্ছে।

লেকের কিনারায় কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটার ভেঙে পড়া ডালের আড়ালে দ্বিতীয় শটগানটা লুকাল রানা। গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিল ও। ল্যান্ড-রোভারের হুডে একটা প্রেশার ল্যাম্প জ্বেলে রেখে এসেছে, কিন্তু বৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

হাতঘড়িতে চোখ বুলাল রানা। কেবিন থেকে বেরুবার পর তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ও। একা নিশ্চয়ই খুব ভয় পাচ্ছে ম্যারিয়েটা।

আরও বিশ মিনিট পর পিছনের দরজা দিয়ে কেবিনে ফিরল রানা। কিচেনে ঢুকে ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো ট্রাউজার ও শার্ট পরল ও, তারপর স্টোভে কফির জন্য পানি চড়াল। কিচেন থেকে

বেরিয়ে প্রেসিডেন্টের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল বেডরুম খালি।

লিভিং-রুম থেকে ম্যারিয়েটার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

কিচেনে ফিরে এল রানা, তারপর একটা ট্রেতে কফির পট নিয়ে লিভিং-রুমের দিকে এগোল। এ যেন এমন একটা কামরায় ঢুকতে যাওয়া, দরজা খোলার সময় ভাবল ও, যেখানে টেরোরিস্টরা অ্যামবুশ পেতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

টেবিলে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম। নতুন একজোড়া বক্সার শর্টস পরেছেন, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। হাতের কাছে হুইস্কির নতুন একটা বোতল দেখা যাচ্ছে।

'এতক্ষণ লাগল?' জানতে চাইল ম্যারিয়েটা। 'কী করছিলে?'

মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর চোখের ভাষাই রানাকে বলে দিল ওকে চিনতে পারছেন তিনি। 'এই বাইরে থেকে একটু হেঁটে এলাম,' বলল ও। ম্যারিয়েটার হাতে কফি ভর্তি একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'গুড ইভিনিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' তাঁর কনুই ধরে টান দিল রানা। 'আপনার এখন বিছানায় থাকা উচিত, সার। আসুন, প্লিজ...'

তর্ক না করে কিংবা বাধা না দিয়ে রানার সঙ্গে বেডরুমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। 'ওরা কাল সকালে আসবে...'

'ইয়েস, সার,' বলল রানা। 'শত্রু কিংবা মিত্র। হয়তো দু'দলই। সেক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটবে।' তাঁর গায়ে চাদরটা টেনে দিল ও।

'আগের মতই অত্যন্ত বিবেচক বলে মনে হচ্ছে তোমাকে আমার। আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে ম্যারিয়েটাকে তুমি দেখবে?'

'আমি আপনাদের সবার নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে চাইছি, সার,' বলল রানা।

'আমার জন্য কারও আর কিছু করার নেই, ইয়াংম্যান – যা-ই করতে যাবে, আরও জিয়েপার্ডাইযড্ হবে সবকিছু। তবু ধন্যবাদ।

তুমি শুধু ম্যারিয়েটাকে বাঁচাও, প্লিজ, তা হলে মরেও আমি শান্তি পাব।'

কথা আর না বাড়িয়ে রানা বলল, 'গুড নাইট, সার।'

কিচেনে আধ ঘণ্টা ব্যস্ত সময় কাটিয়ে ল্যান্ড-রোভারটা চেক করার জন্য একচালায় বেরিয়ে এল রানা।

গান র‍্যাক-টা দুই ফ্রন্ট সিট-এর মাঝখানে, সেখানে খাড়া করে রাখা হয়েছে একটা ডাবল-ব্যারেল টুয়েলভ-গজ শটগান। একটা হ্যাক-স' পাওয়া গেল স্টোরেজ চেস্ট-এ।

কিচেনে ফিরে এসে স্টোভে চড়ানো সাত রকম সবুজ আনাজ-এর পাত্রে আরেকটু পানি ঢালল রানা, তারপর আরেক স্টোভে ইতিমধ্যে সেদ্ধ হয়ে আসা পোলাউ-এর চালে মেশাল ওগুলো। খালি হওয়া স্টোভে চড়াল গলদা চিংড়ির নতুন পাত্র। ছুরি দিয়ে পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, টমেটো, শশা ইত্যাদি কেটে সালাদও তৈরি করে ফেলল একগাদা।

কাজের ফাঁকে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল রানা। বাতাস আছে, আকাশে মেঘও আছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দূরে। প্রেসিডেন্টকেও একবার দেখে এল রানা। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন তিনি। সবশেষে উঁকি দিল লিভিং-রুমে।

গালে হাত দিয়ে সেই আগের জায়গায়, সোফাটায় বসে আছে ম্যারিয়েটা, চিন্তিত। চোখাচোখি হতে হাসল রানা, বলল, 'পাঁচ মিনিট পর ডিনার।'

টেবিলে খাবার সাজানোর পর ম্যারিয়েটা বলল, 'আমাকে ডাকোনি কেন? এত কিছু একা তুমি করলে কীভাবে?'

'সময় পাইনি, তেল-লবণ দিয়ে শুধু সেদ্ধ করে এনেছি,' বলল রানা। 'গ্রাসিয়াসে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি একদিন রান্না করে খাওয়াব।' ক্যাটামার‍্যানের কথা ভুলেই গিয়েছিল ও, হঠাৎ মনে

পড়ল সেটা বহু মাইল দূরে পড়ে আছে। ‘মানে ওটাকে যদি কোনওদিন সাগরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি আর কী।’

ডিনার শেষে প্লেটগুলো কিচেনে নিয়ে এল রানা। স্টোভে কেটলি চড়িয়ে কিচেন-টেবিলে বসল প্রেসিডেন্টের টুয়েলভ-গজটা নিয়ে, হ্যাক-স’ দিয়ে কেটে ছোট করছে ব্যারেলটা।

দরজায় এসে দাঁড়াল ম্যারিয়েটা। এক মুহূর্ত শুধু তাকিয়ে থাকল। তারপর আঁতকে ওঠার আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে। ‘ওটা দাদুর প্রিয় বন্দুক!’

‘তাঁকে আমাদের রক্ষা করতে হবে,’ বলল রানা। ‘বদ্ধ জায়গার ভেতর ব্যারেল-কাটা শটগানের চেয়ে ভাল অস্ত্র আর হয় না। সাবমেশিন গানের চেয়েও ভয়ঙ্কর অস্ত্র!’

‘রানা, তুমি কী যেন একটা লুকাচ্ছ আমার কাছে,’ ম্লান সুরে বলল ম্যারিয়েটা, যেন কী শুনতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছে সে।

‘সময় হলে সবই জানাব তোমাকে,’ ধীরে ধীরে বলল রানা। ‘তার আগে নিজে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই।’

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে হঠাৎ ঘুরে বাথরুমে ঢুকে পড়ল ম্যারিয়েটা, যেন পালিয়ে বাঁচল।

বাইরে থেকে গলা চড়িয়ে রানা বলল, ‘এখানেই আছি আমি। কফি হলে ডেকো আমাকে।’

খোলা একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রেডিও অন করল রানা। নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কর্নেল জুডিয়াপ্পাকে ডাকল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

অগত্যা মেসেজটা আবার পাঠাল রানা: ‘কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল-এর লোকজন পাবলো টিকালার নেতৃত্বে নিকারাগুয়া থেকে প্রবাসী বেলপ্যানিজ মার্সেনারি নিয়ে বেলপ্যানে ঢুকে পড়েছে, তাদেরকে সাহায্য করছে স্থানীয় সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য। ম্যারিয়েটাকে নিয়ে পাইন রিজ-এ, প্রেসিডেন্টের কেবিনে পৌঁছেছি আমি। আশঙ্কা করছি

এখানে আমাদের ওপর হামলা হবে। আবার বলছি...’

বিপদ ডাকছে ও, মেসেজটা বার তিনেক রিপিট করল রানা। তারপর ম্যারিয়েটার ডাক শুনে কিচেনে চলে এল। কাপে কফি ঢালছে সে। পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল, বলল, ‘মাসুদ ভাই, তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলছ না।’

‘এখনও আমি জানি না কোন্‌টা সত্যি।’ এটা-সেটা আন্দাজ করতে পারছে রানা, নানা রকম সন্দেহ জাগছে মনে, যেগুলো অবিশ্বাস্য। কিন্তু নিশ্ছিদ্র প্রমাণসহ পুরো গল্পটা এখনও জানার সুযোগ হয়নি ওর।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ম্যারিয়েটা।

‘ব্যাপারটা খুব জটিল, ম্যারিয়েটা–’ শুরু করল রানা। বড়রা ছোটদের এ-কথাই বলে, ভাবল ও। ‘এখনই তোমার না শুনলেও চলে।’

টেবিলের উপর ওয়ালথারটা খুলল রানা। বুলেটগুলো বের করে পুরানো একটা খবরের কাগজে রাখল, কাজ শুরু করল নিজের ছুরি দিয়ে। আওয়াজ পেয়ে বুঝল, প্রেসিডেন্ট বাথরুমে গেলেন। ওয়ালথার রিলোড করে অপেক্ষায় থাকল প্রেসিডেন্ট কখন বাথরুম থেকে বেরুবেন।

বেডরুমে ফিরতে প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করল রানা। ওয়ালথারটা তাঁর বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে বলল, ‘কিছুই বলা যায় না, সার... জাস্ট সাবধানতার জন্যে থাকল এটা।’

এরপর আবার রেডিও অন করল রানা।

ঝড়ের মূল অংশটা উত্তরে সরে গেলেও, আকস্মিক দমকা বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা এখনও পাহাড়ী ঢালগুলোতে আছড়ে পড়ছে, সেই সঙ্গে বয়ে আনছে মুষলধারে তুমুল বর্ষণ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল ছাদের উপর শুধু মাথাটা বের করে

একটা প্লাস্টিক শিট-এর নীচে শুয়ে রয়েছে রানা। বৃষ্টি ও বাতাস ওর রক্ত থেকে সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়েছে, বেতস পাতার মত কাঁপছে শরীরটা।

রানা চেয়েছিল বৃষ্টি যাতে না থামে।

হামলাটা যদি শুরু হয়, হামলাকারীরা আস্থা রাখবে নিজেদের সংখ্যার উপর। বৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অস্থিরতা তাদেরকে দ্রুত হামলা চালাতে প্ররোচিত করতে পারে – খুব বেশি না হলেও, ব্যাপারটা ওর জন্য হয়তো খানিকটা সুবিধে বয়ে আনবে।

ভোরের আলো ফোটার আধঘণ্টা আগে থেকে পাহারা দিতে শুরু করেছে রানা। এতক্ষণে ওর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আইন-এর লোকজনকে আসতে দেখছে ও।

সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনীর সদস্যদের পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা পুলিশ পাঠিয়েছেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা এসকুইটিলা।

বিনকিউলার ছাড়াই কাঁচা রাস্তায় বাঁক ঘোরার সময় ল্যান্ড-রোভার দুটোর সামনের দরজায় চঙখওঈঊ সাইন দেখতে পাচ্ছে রানা। আর দশ মিনিটের মধ্যে হালকা ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছে যাবে তারা।

কাটা গাছগুলো সরাতে পাঁচ মিনিট লাগবে তাদের। আরও পাঁচ মিনিট পর পৌঁছাবে দ্বিতীয় ব্যারিকেডে। ওখানে গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হবে তারা, মাঠ পর্যন্ত বাকি পথটুকু আসতে হবে হেঁটে।

কাঁচা পথ থেকে দেখা গেল না, ঢালু ছাদে শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে নীচে নামল রানা। কিচেনে ফিরে এসে জ্বেলে রেখে যাওয়া গ্যাস স্টোভ-এর শিখা একটু কমাল, তারপর কেটলি বসাল তাতে।

লিভিং-রুমে ঢুকে দেখল ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে তুলে সোফায় শুয়ে রয়েছে ম্যারিয়েটা, গায়ের উপর একটা চাদর ফেলা। রানা আন্দাজ করল জেগে আছে সে।

'ভালমানুষরাই জিতেছে। পুলিশ,' বলল রানা। 'মিনিট

বিশেকের মধ্যে চলে আসবে এখানে। কেটলিতে পানি গরম হচ্ছে।'

গরম হয়ে থাকা কিচেনে ফিরে এসে পরনের ভিজে কাপড় খুলে ফেলল রানা। আরেক প্রস্থ কাপড় স্টোভের উপর রশিতে ঝুলিয়ে শুকাতে দিয়ে গিয়েছিল, দ্রুত হাতে পরে নিল সেগুলো।

কফি বানাবার আগে কার্ট্রিজ বেল্ট ঝোলাল কাঁধে, তারপর জ্যাকেটের প্রতিটি পকেটে একটা করে চওড়া টেপ-এর রোল ঢোকাল। কফির পট ও তিনটে কাপ নিয়ে সামনের কামরাটায় ফিরে এল আবার।

সোফায় উঠে বসেছে ম্যারিয়েটা। মাথার রাশি রাশি রেশমি চুল এলোমেলো হয়ে আছে দেখে রানার ইচ্ছে হলো চিরুনি চালিয়ে ঠিক করে দেয়। তবে সেরকম কিছু করতে গেলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চিত নয় ও। চোখাচোখি হতে শুধু একটু হাসল।

'তোমাকে ইউনিকর্ন-এর মত লাগছে,' বলল রানা।

কপাল থেকে চুলের কুণ্ডলী পাকানো গোছাগুলো সরাল ম্যারিয়েটা, তারপর পায়ের কাছে পড়ে থাকা শোল্ডার ব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলল। ভিতর থেকে কালচে-খয়েরি চকচকে হেয়ার পিক বের করে তাকাল রানার দিকে। 'তোমাকে কেউ তাকিয়ে থাকতে বলেনি।' চুলের পরিচর্যা করতে হলে দুইহাত উপরে তুলতে হবে ওকে।

মুচকি হেসে জানালার সামনে চলে এল রানা, শাটার-এর ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে তাকাল। দেখল কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে ডেবে থাকা জমিনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ল্যান্ড-রোভার দুটো। একটু পরেই ওর কাটা ছোট গাছগুলোর সামনে পড়তে হবে তাদেরকে।

'তুমি বললে ওরা পুলিশ।'

ম্যারিয়েটা আসলে জানতে চাইছে রানার কাঁধে কার্ট্রিজ বেল্ট ঝুলছে কেন। না বোঝার ভান করল রানা। বলল, 'যাই, মিস্টার

রামপামের ঘুম ভাঙাই ।'

দশ

রানা খেয়াল করল কফির কাপটা নেওয়ার সময় প্রেসিডেন্টের হাত দুটো কাঁপছে। কালকের কতটুকু কী তাঁর মনে আছে বলা মুশকিল, তাই সাবধান করে দেওয়ার সুরে ধীরে ধীরে বলল ও, 'আমি মাসুদ রানা, সার, ম্যারিয়েটার চিঠি পেয়ে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছি ।'

চশমার খোঁজে বিছানাটা হাতড়াতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। সেটা মেঝেতে খুঁজে পেল রানা, তুলে ধরিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে ।

'উপত্যকায় পুলিশ আসছে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' রানা চাইছে মুখ-হাত ধুয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিন ভদ্রলোক। 'পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এখন আপনি নিরাপদ, তবে তারপরও আমার পিস্তলটা থাকুক আপনার কাছেই । সাবধানের মার নেই, তাই না, সার?'

এক মুহূর্ত বিমূঢ় দেখাল বৃদ্ধকে। তারপর, মনে পড়তে, রানার পিস্তলের খোঁজে বালিশের তলাটা হাতড়াতে শুরু করলেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে – বিছানার উপর পা মেলে বসে আছেন, মুখে খোঁচা খোঁচা রুপালি দাড়ি, এক হাতে কাপ-পিরিচ, আরেক হাতে ওয়ালথার ।

বেসুরো গলায় বললেন, 'ধন্যবাদ, ইয়াংম্যান। এরইমধ্যে সুস্থ বোধ করছি আমি ।'

রাজনীতিকরা যে-কোন পরিস্থিতি দ্রুত সামলে নিতে পারেন, ভাবল রানা।

সামনের কামরায় ফিরে এল ও। 'তোমার দাদু সুস্থ বোধ করছেন,' ম্যারিয়েটাকে বলল । জানালার দিকে পা বাড়িয়ে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল। পুলিশের গাড়ি আবার দেখতে পাওয়ার সময় হয়েছে।

জানালার ফুটো দিয়ে একমিনিট তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে একটাকে ঢাল বেয়ে রিজ-এর উপর উঠে আসতে দেখল রানা, ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয়টা নিশ্চয়ই প্রথম ব্যারিকেডে আটকা পড়ে আছে এখনও, কিংবা ড্রাইভার হয়তো বাধা টপকাবার কোনও চেষ্টাই করছে না।

ল্যান্ড-রোভার থেকে পুলিশদের নামতে দেখছে রানা। চারজন। মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না। খাকি ইউনিফর্মের উপর মাথা ঢাকা হালকা সবুজ রঙের রেইনকোট পরে আছে সবাই। তাদের একজন কেবিন লক্ষ্য করে একটা হাত তুলল – সার্জেন্ট হতে পারে, ভাবল রানা।

পরস্পরের কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ল তারা, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল; বৃষ্টি ও বাতাস ঠেলছে তাদেরকে, হোঁচট খাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। যে যার হাতের কাল্যাশনিকভ রাইফেল শক্ত করে নাভীর কাছে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ধরে আছে, যেন শিকারে বেরিয়েছে চার বন্ধু।

'ওরা পৌঁছে গেছে,' ম্যারিয়েটাকে বলল রানা। তারপর বেডরুমের উদ্দেশে গলা একটু চড়াল: 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার...'

রাইফেল? তাও আবার কাল্যাশনিকভ? ব্যাপারটা ঠিক যেন বোধগম্য হচ্ছে না রানার। বেলপ্যান পুলিশের কাছে তো রাইফেল থাকে না, থাকে আরও অনেক মারাত্মক অস্ত্র – লাঠি।

তারপর ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। লোকগুলোর হাঁটার ভঙ্গি অস্বাভাবিক মন্থর না? হ্যাঁ, ইচ্ছে করে দেরি করছে।

চারজনকে আসতে দেখছে ও, এই মুহূর্তে পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে তারা; সন্দেহ নেই বাকি সবাই পাহাড় থেকে নজর রাখছে কেবিনটার উপর। প্রথম দলের এভাবে দেরি করবার কারণ হলো, দ্বিতীয় দলটাকে পজিশনে পৌঁছাতে সময় দেওয়া।

ভয় লাগছে না দেখে খুব একটা বিস্মিত নয় রানা। শত্রুকে দেখতে পেলে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না। এখন শুধু কাজটা ভালভাবে শেষ করার চিন্তা। হয় তুমি জিতবে, নয়তো হারবে – দুটো মাত্র অলটারনেটিভ।

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যারিয়েটার দিকে তাকাল রানা। ঘুম ভাঙার পর আর বোধহয় নড়েনি। 'দুঃখিত, ম্যারিয়েটা,' বলল ও। 'আমার ভুল হয়েছে। ভালমানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ওরা আসলে মন্দ লোক।'

টেবিলটা টেনে কামরার মাঝখানে নিয়ে এসে মেঝেতে কাত করল রানা, তারপর ম্যারিয়েটাকে সহ কাউচটা সরিয়ে আনল, ফার্নিচারগুলো যাতে একটা বাধা তৈরি করে। তার পাশে সোফায় ব্যারেল কাটা শটগানটা রাখল ও। মুখের ভাব এতটুকু বদলায়নি।

'মাথা নামিয়ে রাখো,' তাকে বলল রানা। 'নড়াচড়া করবে না। তাকাবে না। যদি দেখো ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে কেউ, গুলি করবে... মানে, যদি চাও আর কী।' কী চায় সেটা তাকেই ঠিক করতে হবে।

বাতাসের চাপ আছে, গায়ের জোর লাগিয়ে দরজা খুলতে হলো। এগিয়ে থাকা পুলিশটার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। কেবিনের কাছ থেকে সরে এল, তারা যাতে দেখতে পায় নিরস্ত্র ও।

দৌড়াচ্ছে রানা, এঁকেবেঁকে বা মাথা নত করে নয়, আচরণে দিশেহারা ভাব। ঘাস ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে জঙ্গলের সবুজ পাঁচিল লক্ষ্য করে ছুটছে ও। লাফিয়ে পার হলো ছোট একটা ঝোপ, রাইফেল গর্জে ওঠার আওয়াজ ঢুকল কানে।

গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু ইচ্ছে করে পিছলাল, মাটিতে পড়ল কাঁধ দিয়ে, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে দ্রুত পৌঁছে গেল

গাছপালা ও নালাটার নিরাপদ আড়ালে, যেখানে প্রথম শটগানটা রেখে গেছে।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকল রানা, দম ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। তারপর সিধে হয়ে তলা থেকে ঠেকো সরিয়ে গোল বোল্ডারটা গড়িয়ে দিল ঢালের মাথা থেকে। নালা ধরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে ওটা।

বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে ওটার পতনের কোনও আওয়াজ পাচ্ছে না রানা, ধরে নিল প্রতিপক্ষও কিছু শুনতে পাবে না।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড ব্যয় করে ভাগ্য পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা – ঝড়ে এক-আধটা বক পড়লে মন্দ কী।

দ্রুত হাতে কেস খুলে পাম্প গান থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক ছিঁড়ে ফেলল রানা, তারপর পাইনবনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের আরও উপরদিকে চড়তে শুরু করল। ওর টার্গেট পাহাড়ের উপর পজিশন নেওয়া টিমটা।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যানটা তৈরি করেছে রানা, প্রতিটি পদক্ষেপের আগে মাথার ভিতর তার রিহার্সেল করে নিচ্ছে।

রানার ধারণা, উপরের টিমটা পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া লগিং ট্র্যাক-এর উপরে কোথাও পজিশন নিয়েছে। ওর আশা আপাতত ওখানেই থাকবে তারা, কারণ ট্র্যাকটা থেকে নীচের অনেকটা দেখা যায়, সহজে লাইন অভ ফায়ারও পাওয়া যাবে। জানা কথা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাদের কাছে রেডিও আছে।

একটা ঝুল পাথরের নীচে চলে এসে ট্র্যাকটা ক্রল করে পার হলো রানা, উপরের ট্র্যাক থেকে যাতে কেউ দেখতে না পায় ওকে। বৃত্ত ধরে ঘুরতে শুরু করবে, তবে তার আগে আরও ষাট-সত্তর গজ উপরে উঠতে চাইছে। যে লোকটা ওর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে, প্রথমে তার নাগাল পেতে হবে ওকে, যার সতর্কতা ও প্রস্তুতি সবচেয়ে কম।

বৃষ্টি ও বাতাস ওর পক্ষে, প্রতিটি নড়াচড়া আড়াল করে রেখেছে। পুরানো লুকোচুরি খেলা এটা, বহুবার খেলে দক্ষ হয়ে উঠেছে রানা।

ওর শিকার বাঁকের মুখে, একটা পাথরের আড়ালে বসে রয়েছে, ট্র্যাকের দু'দিকেই যাতে নজর রাখা যায়। হাতের অস্ত্র শক্ত করে ধরে আছে কোলের উপর। ওটা একটা কাল্যাশনিকভ, রানাকে দিয়ে স্মাগল করিয়ে আনা।

জাঙ্গল হ্যাট পরে আছে লোকটা, কারনিস থেকে রেইনকোটে পানি পড়ছে। জোরাল একটা দমকা বাতাসের অপেক্ষায় থাকল রানা। সেটা পেতেই ক্রল করে দ্রুত এগোল।

'ওলা, অ্যামিগো!' ফিসফিস করল রানা। হ্যালো, ফ্রেন্ড! শুনে লোকটার শোল্ডার ব্লেড দুটো এমন লাফ দিল, যেন দশ টনি একটা ট্রাক একসঙ্গে টান দিয়েছে ওগুলোকে।

'কোনও আওয়াজ নয়, এতটুকু নড়াচড়া নয়,' সাবধান করল রানা। 'আমার হাতের শটগানটায় ডিয়ারশট লোড করা হয়েছে। যদি বুঝি বোকামি করার কথা ভাবছ, তোমার শিরদাঁড়ার টুকরোগুলো নাভি দিয়ে বের করে দেব।'

অস্ত্রটা রাইফেল হলে লোকটা হয়তো লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢোকার ঝুঁকিটা নিত, কিন্তু শটগানের বিরুদ্ধে... নাহ্।

'আমাকে তোমার মুখটা দেখাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাও, রাইফেল ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো আমার চোখের সামনে নিয়ে এসো।'

ল্যাটিন চেহারা, বেলপ্যানিজ বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার – যথেষ্ট খাড়া নয় নাক, ঠোঁট একটু মোটা, চোখ গোল, শারীরিক কাঠামো তেমন লম্বা নয়। বয়স হবে ত্রিশ কি বত্রিশ। মার্সেনারি লোকটার চোখে-মুখে কোনও ঘৃণা নেই, ওর মতই একজন প্রফেশনাল।

'তুমি আর আমি আসলে পিয়ন,' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলল রানা। 'মরলে মরুক রুই-কাতলারা, কী বলো? তোমার নাম কী?'

'মিলানদা,' ফিসফিস করল লোকটা, ঠোঁট নড়ল কি নড়ল না।

'বেশ,' বলল রানা। 'এখন তুমি পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাতে পারো। তুমি পুলিশের ইউনিফর্ম পরে আছ কেন?'

'আমরা বেশ কজন মার্সেনারি সিভিল ড্রেসে এসেছি। কেন, আপনিই তো আমাদেরকে ক্যাটামার্যানে তুলে নিলেন, তখন দেখেননি? পুলিশের ড্রেস এখান থেকে সাপ্লাই দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।'

'কেন, সৈনিকদের ড্রেস না দিয়ে পুলিশের ড্রেস দেয়া হলো কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কিছু সৈনিক বাদে, সবাই নাকি পালিয়েছে,' বলল লোকটা। 'পালিয়েছে মানে ক্যু-তে যোগ দেয়নি। তারা নাকি কোথাও জড়ো হচ্ছে। বোধহয় এইসব কারণে পুলিশের ড্রেস দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।'

'হুম। ওপরে, এখানে, তোমরা কজন?'

'তিনজন।'

'পজিশন?'

ইঙ্গিতে তার ডানদিকের ট্র্যাক দেখাল লোকটা।

'তোমার সবচেয়ে কাছের লোকটা। কী নাম তার?'

'আমরা তাকে ফার্নান্দেজ বলি...'

'আর তৃতীয় লোকটাকে?'

'আলতুন।'

'এবার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি,' বলল রানা। 'বিয়ে করেছ?'

বিস্মিত হলো মার্সেনারি মিলানদা। 'করেছি, সিনর।'

'ছেলেমেয়ে?'

'তিনজন, সিনর,' জবাব দিল লোকটা। 'ছয়, চার ও দুই বছর বয়স।'

‘আমিও বিয়ে করছি, দুই বাচ্চার বাপ,’ বলল রানা। ‘তুমি যদি সহযোগিতা করো, তোমার সন্তানদের বাবাকে আমি খুন করতে চাই না। কী বলছি বুঝতে পারছ, মিলানদা?’

‘পারছি, সিনর।’

‘রেডিও অন করে ফার্নান্দেজকে ডাকো,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘বলো তোমার মনে হচ্ছে নীচে কেউ একজন নড়াচড়া করছে। শোনো, কথা বলবে সাবধানে। আমি আসলে খুন করার অজুহাত খুঁজছি।’

ঝমঝম বৃষ্টি ও দমকা বাতাসের মধ্যে অস্ফুটে কিছু বলে বন্ধুকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব নয়। মেসেজ পাঠানো শেষ হতে লোকটাকে পিছু হটে জঙ্গলে ঢুকতে বলল রানা। ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড একটা রদ্দা মেরে অজ্ঞান করল তাকে, ধরে ফেলল মাটিতে পড়বার আগেই।

এক মিনিট লাগল মুখ, পিছমোড়া করে দুই কবজি ও দুই গোড়ালিতে টেপ লাগাতে। তারপর হনহন করে এগোল – মিলানদার পজিশনে পৌঁছাবার বেশ কিছুটা আগেই থামাতে হবে ফার্নান্দোকে, তা না হলে মিলানদার অনুপস্থিতি সতর্ক করে তুলবে তাকে।

বাঁক ঘুরতেই নীচের দিকে বৃত্তাকার একটা গর্ত দেখতে পেল রানা, চারপাশ উঁচু হয়ে আছে, প্রকৃতির তৈরি ছোট একটা স্টেডিয়াম বলা যেতে পারে।

স্টেডিয়ামের ঠোঁট বরাবর এগিয়েছে লগিং ট্র্যাক, আশি ফুট খাদ ও নীচের ছোট্ট লেক থেকে কোনও গাছপালা ওটাকে আড়াল দিচ্ছে না, কাজেই নিজের অ্যামবুশ থেকে ট্র্যাক-এর উপর দিয়ে নীচের মাঠ ও কেবিনটা দেখতে পাবে রানা।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে দেখা যাচ্ছে কেবিনটা। ওদিক থেকে গুলির কোনও শব্দ আসেনি। রানা অবশ্য সেরকম কিছু আশাও করেনি।

ফার্নান্দেজ মোটাসোটা ও অলস, যতটা না যোদ্ধা তারচেয়ে বেশি

দার্শনিক। সতর্ক টাইপের লোক, মিলানদার মেসেজ পেয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তাকে রানা পিছন থেকে মারল।

ডান হাতের কিনারা দিয়ে ঘাড়ের পাশে জোরালো একটা আঘাত অজ্ঞান করবার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু রেইনকোটের নীচে লেদার জ্যাকেট পরে আছে লোকটা। জ্যাকেটের শক্ত ও পুরু কলারের কিনারা রানার হাতে যেন গেঁথে গেল।

ঘুরে রানার দিকে ফেরার সময় ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নিল ফার্নান্দেজ। তার গা ঘেঁষে থাকতে হবে রানাকে, তা না হলে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিতে হয়। কাছে থাকার বিপদও কম নয়, ওজন ও শক্তির দিক থেকে ওর চেয়ে এগিয়ে আছে লোকটা।

তার ডান হাঁটুতে লাথি মারল রানা। তৈরি ছিল ফার্নান্দেজ, হাতের রাইফেল সবেগে আঘাত করল ওর পায়ের পিছনদিকের নরম মাংসে।

ব্যারেলটা ধরল রানা, সেটাকে নিয়ে পড়ে যাওয়ার সময় শরীরটাকে মোচড়াল, ওর সমস্ত শক্তি ফার্নান্দোর হাত থেকে টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা।

হিংস্র বাঘের মত তেড়ে এল লোকটা, রানার মাথা লক্ষ্য করে বুট পরা পা চালাল। আবার গড়াল রানা, খুলির পাশে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল বুটটা। দুজনের মাঝখানে মাটিতে পড়ে আছে রাইফেল।

দশাসই লোকটা লাথি ফসকে যাওয়ায় ভারসাম্য হারাল। সুযোগ বুঝে তার দুই পায়ের মাঝখানে লাথি মারল রানা, ডান পায়ের সর্ব শক্তি দিয়ে।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, পড়ে যাচ্ছে রানার উপর, গলাটা ধরার জন্য হাতড়াচ্ছে। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো এক করে পায়ের পাতা উপর দিকে তুলল রানা, তারপর যেই লোকটা ওগুলোর উপর পড়ল অমনি এক হাতে ওর চুল ধরে টান দিল, সেইসঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে জোড়া পায়ের লাথি চালাল উপর দিকে। ডিগবাজি খেয়ে ট্র্যাকের কিনারা

পার হয়ে গেল লোকটা, গড়িয়ে পড়া পাথরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার আর্তনাদ, আশি ফুট নীচ থেকে ভেসে এল পানি ছলকানোর শব্দ।

শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে ট্র্যাকের আরেকদিকে সরে এল রানা, শটগানের খোঁজে হাতড়াচ্ছে।

'ফ্রিজ, অ্যামিগো।'

আলতুন, ভাবল রানা। লম্বা, রোগা। ছোট আকারের কটা রঙের চোখ রাগে চকচক করছে। রেইনকোট থেকে বৃষ্টি ঝরছে। রাইফেল ধরা হাতটা পাথরের মত স্থির।

'অস্ত্র ফেলো।'

ফেলল রানা।

'হাত মাথার পেছনে।'

এই নির্দেশটা খুশি মনে পালন করল রানা।

কিনারা থেকে নীচে থুথু ফেলল আলতুন। 'ওটা ছিল একটা শুয়োরের বাচ্চা, মারা পড়ায় খুশি হয়েছি আমরা। মিলানদা?'

'বেঁচে আছে,' বলল রানা। 'পাইনবনে।'

'তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে। সাবধানে হাঁটবে,' হুঁশিয়ার করল আলতুন। 'এক মিনিট।' রাইফেলটা এক হাতে ধরে রেইনকোটের ভিতর থেকে রেডিও বের করে কথা বলল, 'ব্যাটাকে আমি ধরেছি।'

মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মনে মনে বলল, 'এখনই!' পরমুহূর্তে ডান হাতটা শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান থেকে উঠে এল ক্ষিপ্রবেগে।

রাইফেল ফেলে দিল আলতুন, তার হাত দুটো লাফ দিয়ে গলার দিকে মাত্র অর্ধেক পথ পেরুতে পারল, তার আগেই সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তার দুই হাঁটু। শ্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছে লোকটা, ধীর ভঙ্গিতে ঢলে পড়ছে সে, কটা রঙের চোখে এখনও

বিস্ময়ের ঘোর লেগে রয়েছে। রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

ক্রল করে এগিয়ে গিয়ে নিজের থ্রোয়িং নাইফটা লোকটার গলা থেকে খুলে নিল রানা। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে খাপে ভরে রাখার আগে ফলাটা ভাল করে মুছে নিল ও।

রাইফেল দুটো না নিয়ে একটা ঝোপে লুকিয়ে রাখল রানা। নিজের শটগান নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এল পরিত্যক্ত খনির সামনে, লেকের কিনারায়। এখানে কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটার ভেঙে পড়া ডালের আড়ালে দ্বিতীয় শটগানটা লুকিয়ে রেখে গেছে ও।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, অপেক্ষা করছে। ওর জানা নেই তারা সবাই আসবে কি না, তবে চাইছে সবাই যেন আসে।

আসছে ওরা। ছোট্ট গ্রুপ, পরস্পরের কাছাকাছি সবাই। হাতের ভাঁজে রাইফেল, কী এক কৌতুকে গলা ছেড়ে হাসছে।

গ্রুপটা কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করছে, কাজেই নৈতিকতা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছে না। অপ্রীতিকর হলেও, কাজটা না করলেই নয়। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও, গুলি করল নিতম্বের কাছ থেকে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় লাশগুলোর দিকে ভাল করে তাকালও না। দেখল কেবিন থেকে বেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ম্যারিয়েটা, তার পিছু নিয়ে প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামকেও আসতে দেখা গেল।

একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসল রানা। নিজের পাশে খাড়া করে রাখল শটগানটা। প্রথমে পৌঁছাল ম্যারিয়েটা। হেঁটেই এসেছে, দৌড়ায়নি, তারপরও হাঁপাচ্ছে সে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

‘গুলির আওয়াজ শুনলাম... তোমাকে লাগেনি তো?’

অভয় দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল রানা। তারপর মুখ তুলতেই দেখতে পেল প্রেসিডেন্টের হাতে ধরা ওয়ালথারের মাজল ওর দিকে তাক করা রয়েছে।

এগারো

ঘন কালো মেঘে একটা ফাঁক তৈরি হওয়ায় উঁকি দিল সূর্যটা, তবে তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। বৃষ্টির নিবিড় ধারায় রোদ লাগায় পাহাড়ের উপর লাফিয়ে উঠল সবগুলো উজ্জ্বল রঙ নিয়ে বাঁকা রংধনুটা।

প্রেসিডেন্টের তর্জনী পিস্তলের ট্রিগারে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, তবে আঙুলের চাপ বাড়ছে না। স্বস্তি বোধ করল রানা, কিন্তু ওর চেহারায় সে ভাব ফুটল না।

‘সত্যি আমি দুঃখিত, ইয়াংম্যান,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘ওদের এই ক্যু সমর্থন করতে বাধ্য আমি। এর অন্যথা হলে ওরা আমার দুই নাতি-নাতনিকে খুন করবে। ম্যারিয়েটা চিঠি লিখে তোমাকে বেলপ্যানে আনিয়েছে, এই অপরাধে এরইমধ্যে ওরা পিকোকে কিডন্যাপ করেছে। নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দেয়ার জন্য এখন যদি আমি তোমাকে নিরস্ত না করি, পিকো ও ম্যারিয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে...’

অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা ম্যারিয়েটাও দেখছে, শুনতে পাচ্ছে কী বলছেন

তার দাদু। অকস্মাৎ কেউ যেন কষে চড় মেরেছে তাকে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্থির হয়ে যাওয়ার সেটাই কারণ। অবশ্য পরমুহূর্তেই তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

রানার পাশ থেকে শটগানটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে সরাসরি দাদুর পেটে তাক করল ম্যারিয়েটা। ‘মাসুদ ভাইকে তুমি যদি গুলি করো, আমিও তোমাকে খুন করব।’ খুব জোরে শ্বাস নিল সে, আরও খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া। ‘সত্যি করব!’

হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর আপনমনে মাথা নাড়লেন, বিড়বিড় করে কী বললেন শোনা গেল না। তবে ঠোঁট নড়া দেখে রানা বুঝতে পারল কী বললেন তিনি। ধীরে ধীরে ঘুরলেন প্রেসিডেন্ট রামপাম, ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেবিনের দিকে, পিস্তল ধরা হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে।

‘আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করো তুমি,’ ম্যারিয়েটাকে বলল রানা। ‘ওপরের পাইনবনে এক লোককে বেঁধে রেখে এসেছি, নিয়ে আসি তাকে।’

‘এক মিনিট, মাসুদ ভাই,’ বলল ম্যারিয়েটা। ‘সূর্য পশ্চিমে উঠেছে, এ-ও বিশ্বাস করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু দাদু যা বললেন তা কি সত্যি হতে পারে? কলম্বিয়ান ড্রাগ ব্যবসায়ীদের হাতে দেশটা তুলে দিচ্ছেন তিনি? রোকো রামপাম, সারা দুনিয়ায় যাঁর মত নির্লোভ আর সৎ মানুষ দ্বিতীয়টি নেই?’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। ‘তোমার মত আমিও ব্যাপারটা বিশ্বাস করি না। কেন তিনি এই কাজ করেছেন তার নিশ্চয়ই সঙ্গত কোনও কারণ আছে। সেটা হয়তো তাঁকে ইন্টারোগেট করে বের করতে হবে। আমি আসছি।’

‘কিন্তু... কিন্তু উনি তোমাকে খুন করতে...’

রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ম্যারিয়েটা।

‘উনি কী বললেন শোনোনি? খুন করতে নয়, পিস্তল দেখিয়ে উনি

আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন।'

অন্যমনস্ক ম্যারিয়েটা মাথা ঝাঁকাল।

মিলানদার শুধু পা থেকে টেপ খুলে নিয়েছে রানা। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে নেমে আসছে সে, হাত দুটো পিছনে টেপ দিয়ে এক করা। তার পাঁচ-সাত হাত পিছনে রয়েছে রানা।

এই মুহূর্তে ওর হাতে রয়েছে দ্বিতীয় শটগানটা, লুকানো জায়গা থেকে বের করে এনেছে।

সঙ্গী যোদ্ধাদের লাশগুলোকে পাশ কাটিয়ে এল মিলানদা। ঘাড় ফিরিয়ে লেকের দিকেও একবার তাকাল সে, দেখল ফার্নান্দেজের ঘাড় মটকানো লাশটা পড়ে রয়েছে পানির কিনারায়।

ওদের অপেক্ষায় সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যারিয়েটা।

আঙুল তাক করে একটা ঝোপের পাশে খানিকটা ঘাস দেখাল রানা। 'ওখানে বসো, মিলানদা।'

বসল বন্দি মার্সেনারি।

ম্যারিয়েটার দিকে তাকাল রানা। 'একটু দূরে সরে গিয়ে চারপাশে নজর রাখো, আমরা আলাপটা সেরে নিই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওখান থেকে চলে গেল ম্যারিয়েটা।

'তুমি প্রবাসী বেলপ্যানিজ মার্সেনারি?' জানতে চাইল রানা। 'নিকারাগুয়ায় যুদ্ধ করো?'

চুপ করে থাকল মিলানদা।

'সহযোগিতা করো, কথা দিচ্ছি ঠকবে না,' বলল রানা।

রানার চোখে কী যেন খুঁজল মিলানদা। তারপর মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'সি, সিনর।'

'এখানে তোমরা কী করছ? বেলপ্যানে?'

'আমরা ভাড়াটে যোদ্ধা, সিনর,' বলল মিলানদা। 'যে টাকা দেয়

তার হয়ে দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় যুদ্ধ করতে যাই। এখানে আমাদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে ভাড়া করেছিলেন সিনর পাবলো টিকালা।' ঘাড় ফিরিয়ে লাশগুলোর দিকে তাকাল সে। 'কার যুদ্ধ, কে প্রতিপক্ষ, ন্যায় কি অন্যায়, এ-সব আমরা খোঁজ নিই না। আমরা মার্কিনিদের হয়ে যুদ্ধ করেছি, আবার ওদের বিরুদ্ধে কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেলের পক্ষেও লড়েছি।'

'তা বুঝলাম,' বলল রানা। 'এখানে তোমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলে?'

'আমাদের লিডার বেনিটো। তার কাছ থেকে আমরা নির্দেশ পেয়েছি, পালাতে চেষ্টা করলে কিছু মন্ত্রী-মিনিস্টারকে খুন করতে হবে,' জানাল মিলানদা। 'বেলপ্যান সেনাবাহিনী সাহায্য করবে। এই ঝামেলা মেটার পর বেলপ্যান সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়া হবে আমাদেরকে।'

'কেন, বেলপ্যান সেনাবাহিনীতে কী কাজ তোমাদের?' জানতে চাইল রানা।

'কাজ একটাই,' বলল মিলানদা। 'কলম্বিয়া থেকে কোকেনের চালান আসবে, সেই চালান যাতে নিরাপদে সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোয় ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তারপর মেক্সিকান মাফিয়ারা চালানগুলো তুলে দেবে মার্কিন মাফিয়ার হাতে।'

'প্রেসিডেন্ট আর তাঁর নাতি-নাতনি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রেসিডেন্টকে গৃহবন্দি করতে বলা হয়েছে। তবে তাঁর গায়ে হাত দেয়া একদম বারণ। কারণ তাঁকে পরে দরকার হবে। তবে, তিনি যদি আপনাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে না পারেন, তাঁর নাতনিকে অবশ্যই আমরা যেন খুন করি।'

'প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল, তাই না?' নগণ্য একজন মার্সেনারি এত কিছু জানবে না, তবু টোকা মেরে দেখছে রানা।

'তা আমি কী করে বলব, সিনর।'
'বেলপ্যান সেনাবাহিনীর কোন্ অফিসার এর সঙ্গে জড়িত, জানো?'
মাথা নাড়ল মিলানদা।
'বাকি মার্সেনারিরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'বেনিটো, লাফাজা, বোকা অ্যারেনাস, রডরি...'
'বসেদের বস্ আসবেন, তাই তাঁর জন্য ওরা সবাই ল্যা পুনটা ডেল কর্নেল ইংলেস-এ (অর্থাৎ ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্টে) অপেক্ষা করছে।'
'হুম। ওই জায়গায়, মানে ঠিক ওখানে কেন অপেক্ষা করছে তারা?' লাফাজার দেওয়া তথ্যটা সত্যি না মিথ্যে যাচাই করতে চাইছে রানা।
'ওখানেই তো অপেক্ষা করবে, সিনর,' বলল মিলানদা। 'কারণ বসেদের বস্ ওই জায়গাটাকেই তো তাঁর হেডকোয়ার্টার বানিয়েছেন।'
'সে কে, তুমি জানো।'
'খোদার কসম বলছি, সিনর, সত্যিই আমি জানি না,' বলল মিলানদা। 'আমাদের দলের কেউই জানে না। তবে যারা আমাদেরকে ভাড়া করে এনেছে, তারা হয়তো জানে – এই যেমন ধরেন সিনর পাবলো টিকালা।'
'বেশ,' বলল রানা, মিলানদার কথা অবিশ্বাস করছে না। 'বসেদের বস্ যেখানে আসবে, মানে, ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট সম্পর্কে আর কী জানো তুমি?'
'একজন স্থানীয় মেজরকে আটকে রাখার জন্যে ওখানে নিয়ে আসা হবে বলে শুনেছি, সিনর,' বলল মিলানদা।
'স্থানীয় মেজর? কে, নাম কী তার?'
'বেলপ্যান প্রেসিডেন্ট রোকো রামপাম-এর নাতি তিনি, সিনর।

তাঁকে নিকারাগুয়া থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে শুনেছি। নাম... নাম... পিকো রামপাম, সিনর।'
উত্তেজনা বোধ করছে রানা। ওর পরবর্তী গন্তব্য যে ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু যে পিকো রামপামকে উদ্ধার করতে যাবে, তা নয়, বসেদের বস্-এর পরিচয়টাও জানতে হবে ওকে।
'আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে এই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি?'
'ঈশ্বর যদি চান।'
'আমরা চলে যাবার সময় তোমার হাত খুলে দিয়ে যাব,' বলল রানা।
'সেটা আপনার দয়া, সিনর।'
'মন্ত্রী, মেজর পিকো ও সরকারী কর্মকর্তা যাঁদের আটক করা হয়েছে, আমি তাঁদের সবাইকে মুক্ত করতে চাই,' বলল রানা।
'ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট, মানে, ওই এস্টেটেই রাখা হয়েছে তাদেরকে,' বলল মিলানদা। 'তিন মন্ত্রী, পাঁচ সচিব... সব মিলিয়ে বাইশজন। তবে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে এত কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে, তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। আমাদেরও সেখানে নামার অনুমতি নেই।'
সে দেখা যাবে, ভাবল রানা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, ও যদি ধরা পড়ে, তারপরও প্রকাশ করবে না তথ্যগুলো কোথায় পেয়েছে।
'আপনার অনেক দয়া, সিনর...'
আরও মিনিট দশেক তাকে জেরা করল রানা। তবে নতুন আর তেমন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। অবশেষে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে দাঁড়াল মিলানদা।
কাছাকাছি কোথাও ছিল ম্যারিয়েটা, ওদের আলাপ শেষ হয়েছে

বুঝতে পেরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

সামনে থাকল মিলানদা, ওরা দুজন তার পিছনে। কেবিনে ফিরছে ওরা।

মিলানদাকে একচালার নীচে, ল্যান্ড-রোভারের পাশে ফেলে রেখে ভিতরে ঢুকল ওরা। রানা আবার তার পা দুটোয় টেপ লাগিয়েছে।

লিভিং-রুমে মাত্র ঢুকেছে ওরা, প্রেসিডেন্টের বেডরুম থেকে ধাতব একটা আওয়াজ ভেসে এল – ক্লিক্ স্লাইড টানার শব্দ, তারপর আরেকবার শোনা গেল – ক্লিক্। পরমুহূর্তে কাঠের মেঝেতে নিরেট কিছু ছুঁড়ে মারার শব্দ ভেসে এল।

লিভিং-রুম থেকে বেরিয়ে এসে বেড়রুমের দরজা খুলছে রানা, জানে কী দেখতে পাবে ভিতরে। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে ম্যারিয়েটা। মৃদু শব্দে ফোঁপাচ্ছে সে।

ডেস্কে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নিষ্পলক চোখ দুটো দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ। ফোঁপাচ্ছেন না, তবে চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারের পাশে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে রানার ওয়ালথার। কার্পেটের উপর একটা বুলেট পড়ে রয়েছে। কাল রাতে এই বুলেট থেকে গান-পাউডার সরিয়ে নিয়েছিল রানা।

মেঝে থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে ম্যাগাজিন খুলল রানা, অবশিষ্ট আটটা বুলেট বের করল, সেগুলোর বদলে পকেটের বাক্স থেকে নিয়ে রিলোড করল 'জ্যান্ত' বুলেট।

রানার হাত ধরে ওকে প্যাসেজে বের করে আনল ম্যারিয়েটা। চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'পিস্তলে তুমি বাতিল বুলেট লোড করেছিলে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তার মানে আমি তোমার প্রাণ বাঁচাইনি,' বলল ম্যারিয়েটা। 'ব্যাপারটা কাল রাতেই তুমি জেনেছ।'

'সন্দেহ করেছিলাম,' শুধরে দিল রানা। 'এই ক্যু-র পেছনে যেই থাকুক, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা ফিগারহেড দরকার তার – সবাই যাকে সৎ বলে জানে, বিশ্বাস করে, ভক্তি করে, যার সুনাম আছে, আছে ব্যক্তিত্ব।'

ম্যারিয়েটার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। 'কিন্তু এর কী ব্যাখ্যা... আমার দেবতুল্য দাদু... কী করে?'

তার কাঁধে হাত রাখল রানা, তারপর কাছে টেনে নিল। 'শান্ত হও, প্লিজ। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, তবে অবশ্যই জানব আমরা। একটু ধৈর্য ধরো।'

দশ মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে ম্যারিয়েটাকে রানা বলল, 'তোমার দাদুর সঙ্গে কথা বলব আমি।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'পনের মিনিট।'

'আমিও দাদুর পাশে থাকতে চাই।'

শ্রাগ করল রানা। 'আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে নিজেকে শক্ত করো, কী শুনতে হবে কেউ জানি না আমরা।'

বড় করে শ্বাস নিয়ে ম্যারিয়েটা বলল, 'আমার এখনও বিশ্বাস, দাদু কোনও অন্যায়-অপরাধ করতে পারেন না।'

প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে অনেকটাই সামলে নিয়েছেন নিজেকে। বেডরুমে ওদেরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

তাঁর সামনে একটা গ্লাস রাখল ম্যারিয়েটা, তাতে এক কি দেড় আউন্স ব্র্যান্ডি আছে।

'কীভাবে কী হয়েছে আমার জানা দরকার,' কোনও ভূমিকা না করে তাঁকে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন রোকো রামপাম।

জানা গেল, চলতি বছরের প্রথমদিকে আধা-সরকারী সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামকে, তখনই তাঁকে

ফাঁদে ফেলা হয়। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও, কথাটা সত্যি – ফাঁদটা কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডরা পাতলেও, তাদেরকে সাহায্য করেছিল খোদ সিআইএ-র একটা অংশ।

ওয়াশিংটনের হিলটন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অফিসে মিটিং সেরে নিজের স্যুইটে ফিরে দেখলেন বেডসাইড টেবিলে তাঁর পারিবারিক ফটোগ্রাফটা নেই। যেখানেই যান তিনি, বাঁধানো এই ফটোটা সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে।

তারপর তিনি দেখলেন বড় আকারের কালো একজোড়া স্যামসনাইট সুটকেসের একটা ওয়ার্ড্রোব থেকে বের করে ভ্যালেট-এর বেঞ্চে রাখা হয়েছে, তালা খোলা।

সুটকেসটার ডালা খুললেন তিনি। ফটোগ্রাফটা ভিতরে পাওয়া গেল। তিনি দেখলেন সুটকেসের পিছনদিকের লাইনিং চেরা হয়েছে, তার ভিতর থেকে সেলোফেন-এ মোড়া একটা প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে।

প্যাকেটটা বের করে মুখ খুললেন রোকো রামপাম। দেখা গেল ভিতরে সাদা পাউডার রয়েছে। কোকেন বা হেরোইন জীবনে কখনও দেখেননি তিনি, তা সত্ত্বেও বুঝতে পারলেন ওগুলোর একটাই হবে।

ইন্টারকমে হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকতে যাবেন প্রেসিডেন্ট, এই সময় কামরার ভিতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কয়েকজন মার্কিন শ্বেতাঙ্গ ও ল্যাটিনো, নিগ্রো দুই ক্যামেরাম্যান সহ। নিজেদের পরিচয় দিল তারা – সিআইএ। বলল, গোপনসূত্রে খবর পেয়েছে তারা বেলপ্যানিজ প্রেসিডেন্ট-এর স্যুইটে প্রচুর পরিমাণে হেরোইন লুকানো আছে, তাই সার্চ করতে এসেছে।

পরিচয়-পত্রও দেখাল ওদের কয়েকজন। তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ল্যাংলিতে, সিআইএ হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন প্রেসিডেন্ট।

সেখান থেকে তাঁকে জানানো হলো, কথাটা সত্যি, গোপন সূত্রে

একটা খবর পেয়ে বেলপ্যান প্রেসিডেন্টের স্যুইট সার্চ করতে একটা টিমকে পাঠানো হয়েছে।

সার্চ করার দরকার হলো না, ভ্যালেট-এর বেঞ্চে খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল সুটকেসটা, ভিতরে হেরোইন ভর্তি প্যাকেট। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অন্তত একশোটা স্টিল ফটো তুলল ক্যামেরাম্যান।

ওদের জোর-জবরদস্তিতে পোজ দিতে হলো প্রেসিডেন্টকে – সুটকেস খুলতে সিআইএ এজেন্টদের বাধা দিচ্ছেন, পিস্তলের মুখে পিছু হটছেন তিনি, জিভে ঠেকিয়ে হেরোইন পরীক্ষা করছেন ইত্যাদি।

ভিডিও ক্যামেরা দিয়েও রেকর্ড করা হলো সব। তাঁর পক্ষে কথা বলবার জন্য একজন উকিলকে ডাকতে চাইলেন তিনি, জবাবে বলা হলো এখানে চতুর্থ পক্ষের উপস্থিতি নাকি তাঁর জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে।

প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, চতুর্থ পক্ষ মানে? এর জবাব খানিক পরেই পেলেন তিনি।

এবার শুরু হলো স্বীকারোক্তি আদায়। মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হলো, এই স্বীকারোক্তি নিতান্ত বাধ্য না হলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনওদিনই ব্যবহার করা হবে না। এটা তাদের জন্য শুধু একটা বিমা হিসাবে কোনও লকারে তালাবদ্ধ থাকবে।

বাধা দিলে এখনই খুন হয়ে যাবেন, সিআইএ এজেন্টদের এই হুমকির মুখে নিজের হাতে স্বীকারোক্তি লিখতে হলো তাঁকে। ওরা যেভাবে বলে দিল সেভাবেই লিখলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কোকেন ও হেরোইন পাচারের সঙ্গে তিনি জড়িত। এই অবৈধ ব্যবসা থেকে আয় করা টাকা তিনি জেনেভার ন্যাশনাল সুইস ব্যাঙ্কে [অ্যাকাউন্ট নম্বরসহ] জমা রেখেছেন। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ কোটি মার্কিন ডলারের কিছু বেশিই হবে।

ব্যাঙ্কে টেলিফোন করার সুযোগ দেওয়া হলো রোকো রামপামকে। কোড জানানোর পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জবাব দিল, হ্যাঁ,

অত নম্বর অ্যাকাউন্টে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মার্কিন ডলার জমা আছে।

স্বীকারোক্তি আদায় হয়ে যেতেই ক্যামেরাম্যানদের নিয়ে চলে গেল মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা, অর্থাৎ সিআইএ এজেন্টরা। থাকল শুধু তিনজন কলম্বিয়ান। এরাই হলো তৃতীয় পক্ষ, কলম্বিয়ার ড্রাগ লর্ড।

প্রেসিডেন্টকে তারা বলল, সিআইএ-র অনেক উঁচুপদের অফিসাররা তাদেরকে সাহায্য করছে, সেজন্যই এত বছর ধরে বিপুল টাকা খরচ করেও ইউএস ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়ান ড্রাগের অবৈধ আমদানি বন্ধ করতে পারেনি।

যাই হোক, সহজ ভাষায় একটা প্রস্তাব দিল তারা। বেলপ্যানে তারা একটা ক্যু ঘটাবে। এই ক্যু-র প্ল্যান তৈরি করেছেন বেলপ্যান সেনাবাহিনীর প্রধান কাসমেরো পালমো।

অসুস্থ হয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে পড়ে আছেন তিনি, এটা আসলে সেনাপ্রধানের অভিনয়। ক্যু সফল হলে পরে রোকো রামপামকেই ক্ষমতায় বসানো হবে। তাঁর নতুন ক্যাবিনেটে কাসমেরো পালমো হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ক্যু ঘটানোর কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন আরও কয়েকজন অফিসার, তবে তাদের কারও পরিচয় তাঁর জানা নেই।

কেন এই ক্যু, প্রশ্ন করা হলে জবাব দেওয়া হলো: যুক্তরাষ্ট্রে হেরোইন ও কোকেন পাচার করার জন্য কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝখানে দুটো ট্র্যানজিট পয়েন্ট দরকার। তার মধ্যে একটা অবশ্যই মেক্সিকো; যথেষ্ট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য না থাকায় বেলপ্যানই হতে পারে দ্বিতীয় ট্র্যানজিট পয়েন্ট।

কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডরা রেডিওর মাধ্যমে সংকেত দিলে রাজধানী ছেড়ে প্রথমে প্রেসিডেন্ট তাঁর নাতনিকে নিয়ে কি কানাকায় চলে যাবেন। তারপর, তাদের আরও একটা সংকেত পেলে, তিনি একা সরে যাবেন রাজধানী থেকে আরও দূরে, পাইন রিজ-এ।

ইতিমধ্যে বেলপ্যান সেনাবাহিনীর কয়েকজন সৈনিকের সাহায্য নিয়ে নিকারাগুয়া থেকে আসা মার্সেনারিরা ক্যুর বিরোধিতাকারী মন্ত্রী

ও সরকারী কর্মকর্তাদের আটক করে ল্যা পুনটা ডেল কর্নেল ইংলিস এস্টেটে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে।

তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবেন সেনাপ্রধান কাসমেরো পালমো, কিংবা তাঁকে হয়তো বন্দুকের মুখে বের করে আনা হবে। কোন্‌টা সত্যি, বলা কঠিন।

যাই হোক, তিনি ঘোষণা করবেন কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ডদের স্বার্থে সামরিকবাহিনীর একটা অংশের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। জনগণকে জানাবেন, বেলপ্যানের নির্বাচিত, মহামান্য প্রেসিডেন্টকে পাইন রিজ-এ গৃহবন্দি করা হয়েছিল, অনুগত সৈন্যরা তাঁকে মুক্ত করে রাজধানীতে আনছে।

সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করে বিদ্রোহী সেনাদের ফায়ারিং স্কোয়াড-এ দাঁড় করানো হবে – আসলে বিচারের নামে প্রহসন করে মেরে ফেলা হবে যে-সব সৈনিক ক্যুর বিরোধিতা করবে তাদেরকে।

প্রেসিডেন্টকে বলা হলো, নিরাপত্তার কারণে নিকারাগুয়া থেকে তার নাতি পিকো রামপাম ও বেলপ্যান থেকে তাঁর নাতনি ম্যারিয়েটা রামপামকে আটক করবে তারা। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হলো, প্রেসিডেন্ট যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, নাতি ও নাতনিকে চিরকালের জন্য হারাতে হবে তাঁকে।

যা বলবার ছিল বলে মাথা নিচু করে বসে থাকলেন প্রেসিডেন্ট, আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। আসলে উচ্চারণ করবার মত কোনও শব্দ নেই।

রানা উপলব্ধি করল, ব্যক্তিগত মর্যাদা ও দুই নাতি-নাতনির জীবন বাঁচাবার তাগিদে মুখ বুজে ওদের প্রতিটি কথায় সায় দিতে হয়েছে প্রেসিডেন্টকে।

সিআইএ-র কাছে তাঁর 'অপরাধ'-এর স্টিল ফটোগ্রাফ, ভিডিও টেপ ও তাঁর নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি থাকায় বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, দেশের মানুষ, মিডিয়া কিংবা বিদেশী দূতাবাসগুলোকে

কিছু জানাতে সাহস পাননি তিনি। জানালেই বা কী হত, যার সুইস ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ কোটি ডলার জমা আছে, তার কথা কে বিশ্বাস করত?

কামরার ভিতর নীরবতা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, কিছু বলতে বাধ্য হলো রানা। ও বলতে পারত, যত যা-ই হোক, বহু দূর থেকে এক লোক আপনাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে জেনেও আপনি তার দিকে পিস্তল তাক করলেন! বলতে পারত, আপনি অপরিণামদর্শী, কাপুরুষ, অযোগ্য।

কিন্তু সে-সব কিছু না বলে বলল, 'কাল আমার এমনকী এ সন্দেহও হয়েছিল যে ক্যুর প্ল্যানটা আপনারই করা। সেজন্যেই বুলেট থেকে বারুদ বের করে নিয়ে পিস্তলটা দিয়েছিলাম আপনাকে। যাই হোক, যা করেছেন অসহায় অবস্থাতেই করেছেন, এটুকু আমি বিশ্বাস করি। সেজন্যেই আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখব আমি। যদিও এ-ও জানি, দু'বছর আগে আপনি সতর্ক হলে এসবের কিছুই ঘটত না।'

প্রেসিডেন্ট এখনও একটা পাথরের মূর্তি। উত্তরে কিছুই তিনি বললেন না।

রানার দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখের পানি ফেলছে ম্যারিয়েটা রামপাম।

বারো

পাহাড়শ্রেণীর গোড়া থেকে শুরু হয়ে নদীর ধার ঘেঁষে কাঁচা একটা রাস্তা বেলপ্যান সিটির দিকে চলে গেছে, লগিং ট্র্যাক ও হাইওয়ে তৈরি হওয়ার আগে ওটাই ছিল মাকা নদীর তীর ও উপকূল এলাকা থেকে

রাজধানীতে যাওয়ার একমাত্র পথ। হাইওয়ে তৈরি হওয়ার পর ওটা আর কেউ ব্যবহার করে না।

তবে রাজধানীর দিক থেকে আসা কমবেশি পঞ্চাশ মাইল রাস্তা পিচ ঢেলে পাকা করা হয়েছিল। ওই পাকা অংশ থেকেই একটা ট্র্যাক বেরিয়েছে, যেটা ধরে ল্যা পুনটা ডেল-এ যাওয়া যায়।

জায়গাটা সরু একটা উপত্যকার শেষ মাথায়, পাকা রাস্তা থেকে বিশ মাইল উত্তরে; রাজধানী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে।

হাইওয়ে ভেঙে যাওয়ায় এই কাঁচা রাস্তা ধরে এগোতে চাইছে রানা। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ল্যান্ড-রোভারটা নিয়ে বেরিয়েছে ওরা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দূরত্বটুকু পার হতে তিন ঘণ্টা লাগার কথা। কিন্তু পথ থেকে গাছপালা সরাতে এত বেশি সময় লেগে যাচ্ছে, গন্তব্যে আজ আদৌ পৌঁছাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রানার প্ল্যান হলো ল্যান্ড-রোভারে করে রাজধানীতে পাঠাবে ম্যারিয়েটাকে। সরাসরি মেক্সিকান দূতাবাসে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে তাদের সাহায্য চাইবে সে। জিজ্ঞেস করবে, কর্নেল জুডিয়াপ্পা এসকুইটিলা এখন কোথায়। মেক্সিকো সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনও রকম প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পেরেছেন কি?

নিজের ব্যবহারের জন্য বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেলটা নিয়ে এসেছে রানা, ল্যান্ড-রোভারের পিছনে তোলা হয়েছে সেটাকে।

রানার মনে আছে ভালডেজ লাফাজা গর্ব করে ওকে বলেছিল, এদিক ওদিক থেকে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-মিনিস্টারকে আটক করা হয়েছে, তাদের সবাইকে ল্যা পুনটা ডেল-এ ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানো হবে।

গর্ব করার সময় কোকেনখোর লোকটার হুঁশ-জ্ঞান ছিল না, নিজের অজান্তে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিয়ে বসেছে। ওই জায়গা নাকি বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তার হেডকোয়ার্টার। এই তথ্য

প্রেসিডেন্ট রামপাম-এর কাছ থেকেও পাওয়া গেছে।

মিলানদার মুখ থেকেও এই একই তথ্য পেয়েছে রানা। সে আরও জানিয়েছে, ওখানে নিয়ে এসে আটক করা হবে মেজর পিকো রামপামকেও।

রাস্তার উপর পড়ে থাকা গাছগুলোকে চেইন-স' দিয়ে কেটে প্রথমে ছোট করতে হচ্ছে, ফলে দুজনের হাতেই ফোস্কা পড়ে গেল। কখনও কাদার ভিতরে ডেবে গেল ল্যান্ড-রোভারের চাকা, তুলতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হলো। তবে ফাঁকা ভাল পথও পাওয়া গেল মাঝেমধ্যে।

পাঁচ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর ম্যারিয়েটা জানতে চাইল, 'তোমার পাকা রাস্তা আর কত দূর?'

'আর বেশি না, চার মাইল,' বলল রানা।

দুজনেই জানে সামনের পথে দশ-বারোটা গাছ পড়ে থাকতে পারে, কিংবা হয়তো একটা ব্রিজ ভাঙা থাকতে পারে। লগিং-এর জন্য তৈরি, ট্র্যাকটা লম্বা একটা রিজ-এর পাশ ধরে এগিয়েছে। ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ঝরনাগুলো ছোট হলেও, ওগুলোর উপর দিয়ে ভারী ট্রাক চলাচল করবে ভেবে মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই না ভাঙারই কথা।

আরও মাইলখানেক গাড়ি চালাবার পর ট্র্যাক-এর উপর একটা বোল্ডার দেখতে পেল ম্যারিয়েটা। সেটার পিছনে রয়েছে ধরাশায়ী আরেকটা গাছ। এদিকে দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

হঠাৎ কী ভেবে ম্যারিয়েটাকে গাড়ি থামাতে বলল রানা। তারপর মনে করিয়ে দিল, লগিং, অর্থাৎ গাছ কাটার পালা শেষ হওয়ার পর এই ট্র্যাক শুধু প্রেসিডেন্ট রামপাম আর তাঁর অতিথিরা ব্যবহার করেন। এখন, রানা যদি ক্যুর লিডার হত, বিমা হিসাবে কাঁচা ও পাকা রাস্তার কাছাকাছি কোথাও অ্যামবুশ পাতত, ধরাশায়ী কোনও গাছের আড়ালে – কাল্যাশনিকভ নিয়ে দুজন লোকই যথেষ্ট।

কী অভিনয় করতে হবে বলে যাচ্ছে রানা, হুইলে হাত রেখে মন দিয়ে শুনছে ম্যারিয়েটা। অবশেষে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে।

তারপর দাদুর কথা ভাবল ম্যারিয়েটা, তাঁকে কেবিনে রেখে আসার সিদ্ধান্তটা দেখা যাচ্ছে ভুল হয়নি। হাইওয়ে ভেঙে যাওয়ায় তাঁর কাছে কেউ পৌঁছাতে চাইলে এই রাস্তা ধরেই আসতে হবে তাকে, পাশ কাটাতে হবে ওদেরকে। একটু স্বস্তি বোধ করছে সে।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নীচে নেমে এল রানা। তারপর মোটর বাইক খানিকটা পিছিয়ে আনল, ল্যান্ড-রোভারের পিছনের দরজা যাতে বন্ধ না হয়। সবশেষে ভিতরের আলো নিয়ন্ত্রণ করার প্রেশার সুইচে টেপ লাগাল...

ছাদের দুটো স্পটলাইট ও জোড়া হেডল্যাম্প জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছে ম্যারিয়েটা। পিছনের দরজা দোল খাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল গাছটা। ঢালু রাস্তা, স্পিড খানিকটা বাড়িয়ে দিল ম্যারিয়েটা, তারপর ব্রেক করল কষে, ফলে পথের উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল ল্যান্ড-রোভার, লেজের দিকটা কিনারার বাইরে ঝুলছে, পিছনের দরজা পুরোপুরি খোলা।

দেরি না করে সাইড ডোর খুলে ফেলল ম্যারিয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আলো জ্বলে উঠল। কেউ তাকিয়ে থাকলে দেখতে পাবে সে একটি মেয়ে, একা।

রানা বুদ্ধি দিয়েছে – ভাব দেখাবে তুমি অসহায়, বিপদে পড়েছ। পাহাড়ী ট্র্যাকে বেরিয়ে এসে আতঙ্কে মরে যাচ্ছ। হেডলাইট জ্বেলে রেখে গাড়ি থেকে নামবে, স্পটলাইট তাক করা থাকবে ব্যারিকেড-এর ওপর দিকে। হাতে একটা টর্চ রাখবে। কাউকে দেখতে পেলে ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলবে মুখে, চিৎকার জুড়ে দেবে...

রানার নির্দেশ পালন করেই গাড়ি থেকে নীচে নামল ম্যারিয়েটা। ওর কাছে যে কোনও অস্ত্র নেই সেটা বোঝাবার জন্য অদৃশ্য

প্রতিপক্ষকে খানিকটা সময় দিল সে, তারপর রেইনকোটটা গায়ে আরেকটু ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে গাছটার দিকে এগোল, ঘন ঘন ফোঁপাচ্ছে।

দূর থেকে দেখেই বোঝা গেল গাছটা করাত দিয়ে কেটে পথের উপর ফেলা হয়নি, ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। তবে কি রানার এটা উদ্ভট চিন্তা, কোথাও কোনও অ্যামবুশ নেই? কে জানে, হয়তো আছে, তবে আরও সামনে কোথাও।

কারও কোনও সাড়া না পেয়ে রাগে গাছটার একটা ডালে লাথি মারল ম্যারিয়েটা। এগোতে গিয়ে অপর পা সরু ডালে বেধে যাওয়ায় হোঁচট খেল সে, তারপর ধপাস করে পড়ে গেল জমে থাকা কাদাপানির মধ্যে।

হেসে উঠল এক লোক।

অভিনয় করার প্রয়োজনই হলো না ম্যারিয়েটার। মুখের কাছে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল সে।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, পাখি ধরতে আসা বিড়ালের মত নিঃশব্দে। স্পটলাইটের আলোয় চকচক করছে তার রেইনকোট, খাকি সামরিক ইউনিফর্ম, জাঙ্গল বুট। রেইনকোটের মাঝখানটা ফাঁক করে রাইফেলের ব্যারেল বের করল সে।

অনড় পড়ে আছে ম্যারিয়েটা। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তার বুকে আঘাত করছে। ওগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা, অনুভব করল ভেজা কাপড়ের নীচে স্তনের বোঁটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারা দুজন থাকবে, সাবধান করে দিয়েছে রানা। একজন থাকবে পাহাড়ে, ট্র্যাক-এর উপর তার সঙ্গীকে কাভার দেওয়ার জন্য।

পাহাড়ে থাকা লোকটা রানার প্রথম টার্গেট। তবে ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে ম্যারিয়েটাকে, সে কী বলছে শোনার জন্য যাতে রানার ওই শিকার কান পাতে।

'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে,' হড়বড় করে বলল ম্যারিয়েটা।

'ট্র্যাকের ওপর দিকে। অপর ল্যান্ড-রোভার... ওটায় আমার গ্র্যান্ডফাদার। প্লিজ...' গলা বুজে এল। ঢোক গিলল সে, মুখের ভিতরটা শুকনো লাগছে।

ব্যথায় মুখ কুঁচকে রয়েছে রানা। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে ট্র্যাক-এর কিনারা থেকে দশ ফুট নেমে গেছে ও, কিন্তু নামবার সময় ঝড়ে ধরাশায়ী একটা গাছের কাণ্ড থেকে বেরুনো ডালে গুঁতো খেয়েছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল ওর বুকের ভিতর ছোরার ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ব্যথা একটু কমে আসতে পরীক্ষা করে দেখেছে, রক্ত বেরুচ্ছে না। তবে নড়াচড়া করলে ব্যথাটা বাড়ছে। সন্দেহ নেই, না ভাঙলেও, পাঁজরের দু'একটা হাড়ে চিড় ধরেছে।

রানাকে কাভার দিচ্ছে ল্যান্ড-রোভারের খোলা দরজা। আশা করা যায় উজ্জ্বল আলোগুলো অ্যামবুশম্যানদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। নিজের চোখ বন্ধ করে রেখেছে ও।

খানিকটা কাদা নিয়ে মুখ ও কপালে ঘষল রানা। এই সময় ভেসে এল ম্যারিয়েটার চিৎকার।

ব্রেস্ট পকেট থেকে গাঢ় রঙের চশমা বের করে পরল রানা, তারপর চোখ মেলল। ব্যথায় চোখে পানি বেরিয়ে এসেছে, সামনের দৃশ্যটা ঝাপসা লাগল।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে পানি মুছে আবার তাকাল রানা। আগের চেয়ে ভাল। 'একটা অ্যাক্সিডেন্ট...' বলতে শুনল ম্যারিয়েটাকে।

সামনেটা হাতড়ে মাটিতে গাঁথা শক্ত পাথর পেল রানা, সেটা ধরে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। ব্যথায় আবার অন্ধকার দেখল চোখে। তারপরও বসল ও। ক্রল করে ঢালে উঠতে হবে ওকে, তারপর ট্র্যাকের ওপারে পৌঁছাতে হবে।

কাদায় আঙুল গেঁথে পতন ঠেকাচ্ছে, খুব ধীরে ধীরে উঠে এল ও ট্র্যাক-এর উপর।

'তুমি শালী একটা বেশ্যা!' বলল লোকটা, থোক্ করে একদলা

থুথু ফেলল ম্যারিয়েটার মুখে। ইতোমধ্যে তার গা থেকে রেইনকোটটা খুলে নিয়েছে সে।

ম্যারিয়েটা অনুভব করল রাইফেলের ঠাণ্ডা মাজল ঠেকল তার ঊরুতে, স্কার্ট তুলছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে। মনে পড়ল রানা তাকে ওর দিকে তাকাতে নিষেধ করে দিয়েছে।

'বেশ্যা,' আবার বলল লোকটা। 'সত্যি কথা বলো, তা না হলে পরপারের টিকিট কাটো।'

রাইফেলের ব্যারেল ডেবে যাচ্ছে ম্যারিয়েটার শরীরে। মার খাওয়া কুকুরছানার মত ফোঁপাচ্ছে সে। 'ঈশ্বরের দিব্যি বলছি। প্লিজ, সিনর, আমি আপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই...'

'চাও ভিক্ষা,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। সে তার বুটের ডগা দিয়ে গুঁতো মেরে ম্যারিয়েটাকে উপুড় করল, তারপর একটা পা রাখল ওর ঘাড়ের পিছনে, চাপ দিয়ে মুখটাকে নামিয়ে দিল থকথকে কাদায়।

কাদার ভিতর দম বন্ধ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো ম্যারিয়েটা, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল বুকের কাছে স্কার্টের বোতামগুলো। চোখ দিয়ে যেন মিনতি জানাচ্ছে – নাও আমাকে, যা খুশি করো, শুধু মেরো না...

উপুড় হয়ে শুয়ে পাহাড়ের গায়ে কিছু নড়ে কি না দেখছে রানা। ধরাশায়ী গাছটার পিছনে, উঁচু জমিনে, ঝোপের ভিতর থেকে সিধে হলো এক লোক। ও জানত, দুজন লোক থাকবে।

সানগ্লাস পকেটে রেখে দিল রানা, বুট জোড়া কাদায় ভাল করে গেঁথে সিধে হচ্ছে।

রেঞ্জ-এ দাঁড়ানো পরিষ্কার টার্গেট লোকটা। কোনও ব্যথা অনুভব করছে না রানা, পা দুটো একটু ফাঁক করা, ওয়ালথারটা দু'হাতে ধরা, শরীর পাথরের মত শক্ত ও অনড়। লোকটার বুকে তাক করল। ট্রিগার টেনে দিল ও। প্রতিপক্ষ ঝাঁকি খেয়ে টলে উঠতে আবার।

পা এখনও গাঁথা, কোমরের কাছে মোচড় খেল শরীর। যেন লাফ

দিয়ে সাইট-এ চলে এল দ্বিতীয় টার্গেট। প্রথমে তার গান-শোল্ডারে গুলি করল রানা, তারপর ঘুরে যেতেই মাথার পিছনে।

লোকটা ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে ঢলে পড়ল। এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে ম্যারিয়েটার দিকে তাকাল রানা। কাদার উপর বসে রয়েছে সে, অর্ধনগ্ন, কর্দমাক্ত, হাত দিয়ে খামচে ধরে আছে বোতাম ছেঁড়া স্কার্টটা।

ঢাল বেয়ে নীচে নামবার সময় গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা, ম্যারিয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিল সেটা, প্রশংসার ভঙ্গিতে ওর পিঠে দুটো চাপড় দিল। তারপর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল তাকে, হাঁটিয়ে নিয়ে এল ল্যান্ড-রোভারের কাছে।

ম্যারিয়েটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়ে রানা বলল, 'একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। আমি দেখি চেইন-স'টা কোথায় রেখেছি।'

গাছ কেটে পথ তৈরি করে এগোচ্ছে ওরা। ঠিক পাকা রাস্তায় ওঠার পরেই দেখা গেল সামনের ব্রিজটা ভেঙে পড়ে আছে খরস্রোতা নদীতে।

ল্যান্ড-রোভার থামাল রানা। এতক্ষণে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলল ম্যারিয়েটাকে।

'পিকো ভাই বেলপ্যানে?' ম্যারিয়েটা আকাশ থেকে পড়ল। 'আর এই কথাটা তুমি আমার কাছে গোপন করে গেছ?'

'সুখবর হলে গোপন করতাম না,' বলল রানা। 'তিনি বিদ্রোহী সেনা ও মার্সেনারিদের হাতে বন্দি।'

'এখন তা হলে কী হবে?' দমে গেল ম্যারিয়েটা, অসহায় ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

'আমি ওখানে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমাকে জানতে হবে তোমার দাদুকে যারা ব্ল্যাকমেইল করছে তাদের লিডার লোকটা কে। আমার ওপর ভরসা রাখো, মেজর পিকো সহ যাদেরকে ওখানে বন্দি

করা হয়েছে সবাইকে মুক্ত করতে পারব আমি।'

চোখ দুটো ছলছল করছে, রানার ঠোঁটে চুমো খেল ম্যারিয়েটা। 'আমার সাইক্লোন, আমার হিরো!'

'সামনের ব্রিজ ভেঙে গেছে,' বলল রানা। 'নদীতে বোল্ডার আছে, ওগুলোয় পা দিয়ে পার হওয়া যাবে, কিন্তু গাড়িটা ফেলে রেখে যেতে হবে এখানে। আমি তোমার কথা ভাবছি।'

'আমার কথা আলাদা করে ভাবতে হবে কেন?' ম্যারিয়েটাকে বিস্মিত দেখাল। 'আমি তোমার সঙ্গেই তো থাকছি।'

'নদীর ওপারে, হ্যাঁ,' বলল রানা, 'কিন্তু এস্টেটে নয়। ওখানে আমাকে একা যেতে হবে।'

'কেন?'

সত্যি কথাই বলল রানা। 'জেনেশুনে বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার বিপদ বাড়বে আরও। তা ছাড়া, তুমি আমার কাজে দেরি করিয়ে দেবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ম্যারিয়েটা, তারপর জানতে চাইল, 'তা হলে আমাকে তুমি কী করতে বলো?'

'গাড়ি রেখে নদী পার হই,' বলল রানা। 'মাইলখানেক হাঁটলেই পাকা রাস্তা থেকে এস্টেটের দিকে চলে যাওয়া ট্র্যাকটা দেখতে পাব আমরা...'

'ওদিকের রাস্তা আমার চেনা আছে,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল ম্যারিয়েটা। 'কী করতে হবে তা-ই বলো।'

'সময় হোক, তখন বলব,' জানাল রানা। 'এখন চলো নদী পার হই।'

নদী পার হয়ে বাঁকটার কাছে পৌঁছাতে বিশ মিনিট লাগল ওদের। পাকা রাস্তা ছেড়ে ট্র্যাক ধরে ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট এস্টেটে চলে যাবে রানা। এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করছে ও, ম্যারিয়েটা কী করবে।

'তুমি জানো এই রোড রাজধানীর দিকে চলে গেছে,' বলল রানা। 'হেঁটেই যেতে হবে তোমাকে। গাড়ি পাওয়াটা হবে নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার।'

'শহরে পৌঁছে কী করব আমি?'

'সোজা মেক্সিকো দূতাবাসে ঢুকবে। নিজের পরিচয় দিয়ে যা যা জানো সব বলবে ওদেরকে। জানতে চাইবে কর্নেল জুডিয়াপ্পা সম্পর্কে তারা কিছু জানে কি না। তারপর বলবে, এই বিপদ থেকে বেলপ্যানকে বাঁচাবার জন্যে মেক্সিকোর সাহায্য দরকার তোমাদের।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' বলল ম্যারিয়েটা, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে। 'ওঁদের অনেককে চিনি আমি, আমার কথা ওঁরা বিশ্বাস করবেন। আমি ভাবছি তোমার কথা।'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না...'

'ঠিক আছে ভাবব না,' প্রায় বেসুরো, কঠিন সুরে বলল ম্যারিয়েটা। 'তুমি আমার হিরো, এ-কথা শোনার পর থেকে ঠিক একটা কাপুরুষের মত আচরণ করেছ তুমি আমার সঙ্গে, মাসুদ রানা। আমি প্রমাণ পাবার অপেক্ষায় আছি, তা তুমি নও। কাজেই যা-ই ঘটুক ওখানে, আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তোমাকে।' বলে ঘুরল সে, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজের পথে পা বাড়াল।

তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট এস্টেট-এ পৌঁছানোর ট্র্যাকটা উপত্যকার উপর দিয়ে এগিয়েছে। যদি কোনও রোডব্লক থাকে, ভাবল রানা, উপত্যকার নীচে কোথাও থাকার কথা। সেটাকে এড়িয়ে এস্টেট, তথা শত্রুপক্ষের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতে হবে ওকে।

তবে সাবধানে। অত্যন্ত ক্লান্ত রানা, আহতও বটে। পাঁজরের ব্যথাটা সারাক্ষণ জানান দিচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক্স-রে করা দরকার। এই অবস্থায় কেউ ধাওয়া করলে সর্বনাশ।

সময়টা গোধূলি। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠল রানা, গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল।

একটু পরেই ব্যারিকেডটা দেখতে পেল ও। যা ভেবেছে ঠিক তা-ই, উপত্যকার নীচে ওটা। দুজন লোক পাহারায় রয়েছে, নীল একটা টয়োটা স্টেশন ওয়্যাগন এস্টেটের চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রানা নিশ্চিত নয়, তবে ওর মনে হলো না এই লোকগুলোকে ক্যাটামারায়ান গ্রাসিয়াসে তুলে বেলপ্যান নদীতে নিয়ে এসেছিল ও। এরা সম্ভবত বেলপ্যান সেনাবাহিনীর সদস্য, নিকারাগুয়া থেকে আসা মার্সেনারি নয়। সবার কাছে রেডিও আছে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে তারা।

বিনকিউলার ঘুরিয়ে চারপাশটাও দেখে রাখছে রানা।

আশপাশে অন্তত একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় পাহারা বসিয়েছে তারা। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে, চোখে বিনকিউলার সেঁটে, রোডব্লকসহ গোটা এলাকার বহু দূর পর্যন্ত নজর রাখছে দুই কি তিনজন লোক। রানার সন্দেহ হলো ও যে পাহাড়ে উঠেছে সেখানেও কেউ আছে কি না।

ঠিক তখনই মাথার পিছনে ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শ পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে শক্ত কাঠ হয়ে গেল সারা শরীর।

'ফ্রিজ!'

স্থির হয়ে গেল রানা। বোকামির জন্য গাল দিল নিজেকে।

'হাত তোলো মাথার ওপর,' নির্দেশ এল। ভাষাটা ল্যাটিন উচ্চারণে ইংরেজি।

বিনকিউলারটা কোমরের বেল্টে গুজে রাখার পর নির্দেশ পালন করল রানা। মনে মনে খুশি, ভাবছে – তুমি একা হলে এখনই জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। হতাশ হতে হলো, তিনজন তারা।

ওর ধারণাই ঠিক মনে হচ্ছে, লোকগুলো সম্ভবত বেলপ্যান সেনাদলের সদস্য। সবার হাতে কাল্যাশনিকভ রাইফেল, সবগুলোই রানার দিকে তাক করা।

'ঘোরো!' নির্দেশ দিল একজন।

আরেকজন এগিয়ে এসে সার্চ করল। কোমরের বেল্ট থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিলেও, বিনকিউলারে হাত দিল না। ছুরিটা রানা এমন জায়গায় রেখেছে সার্চ করার সময় ওখানে সাধারণত কেউ কিছু খোঁজে না, এই লোকও খুঁজল না।

'কে তুমি?' জানতে চাইল প্রহরীদের লিডার, শক্ত-সমর্থ একজন হাবিলদার।

'আমাকে তোমরা চিনবে না,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা।'

'এখানে কী করছ?'

'তোমরা যা করছ ঠিক তার উল্টোটা,' বলল রানা, ঠোঁটে শান্ত হাসি। 'তোমাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে যারা লড়ছে, আমি তাদেরকে সাহায্য করছি।'

'এই, ব্যাটা দেখি লেকচার মারে!'

'আয়, আগে শালার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো করি, তারপর...'

তাকে বাধা দিয়ে আরেকজন বলল, 'এই, আসল কথাটা বলো, কী মতলবে এখানে আসা হয়েছে শুনি?'

জরুরি একটা তথ্য জানার তাগাদা অনুভব করল রানা। 'মেজর পিকো রামপাম,' বলল ও। 'তোমরা নিশ্চয় চেনো তাকে। আমি তাঁকে মুক্ত করতে এসেছি।'

'আরে, এ শালা দেখছি বদ্ধ উন্মাদ!'

হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে পাহাড়ী ঢাল থেকে ব্যারিকেডে নামিয়ে আনা হলো রানাকে। রেডিওতে খবর পেয়ে টয়োটা স্টেশন ওয়্যাগনটা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটায় তুলে ওকে তারা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা পর্যায় পর্যন্ত ক্রমশ সরু হয়ে গেছে উপত্যকা, ট্র্যাক-এর শেষ প্রান্ত এঁকেবেঁকে উঠে গিয়ে মিশেছে বালি ও নুড়ি বিছানো বিরাট এক উঠানে, সেটার দু'দিকে একটা করে খোলা গোলাঘর, সামনে ড্রাইস্টোন-এর পাঁচিল। উঠানের একপাশে যান্ত্রিক লাঙল, ট্র্যাক্টর ইত্যাদি জড়ো করা।

ছায়া থেকে একজন সেন্ট্রি বেরিয়ে এল, হাতের রাইফেল টয়োটার দিকে তাক করা। এতক্ষণে একজনকে চিনতে পারল রানা। সাগর থেকে যাদেরকে নদীতে নিয়ে এসেছিল ও, এ লোকটা তাদেরই একজন। কাভারিং ফায়ার দেওয়ার জন্য গোলাঘরে নিশ্চয় আরও একজন তৈরি হয়ে আছে, ধারণা করল রানা।

টয়োটা থেকে নামানো হলো রানাকে।

'একে তোমরা কোথায় পেলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সেন্ট্রি। 'লাফাজার হাত ফস্কে পালালেও, এ ব্যাটার তো বোট নিয়ে ঝড়ে ডুবে মরার কথা!'

'অত কথা জানি না,' রানাকে যারা ধরে এনেছে তাদের একজন বলল। 'এই লোক বলছে, মেজর পিকোকে উদ্ধার করতে এসেছে। নাম মাসুদ রানা।'

'নির্ঘাত পাগল! যে লোক এখনও এখানে পৌঁছায়নি, তাকে কেউ উদ্ধার করতে আসে কীভাবে? ওদিকে নিয়ে যাও ব্যাটাকে,' হাতের রাইফেল ঝাঁকিয়ে বলল সেন্ট্রি। 'সিনর বেনিটো কী বলেন দেখো।'

উঠান থেকে পাথুরে ধাপ উঠে গেছে, নীচের লোহার গেটটা চৌকাঠ থেকে খুলে পড়ে আছে একপাশে। বাতাসের তেজ অনেক কম এখন, মেঘও বেশি নয়, ওগুলোর ফাঁকে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে।

তিন সৈনিক রানাকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে।

ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্ট নামে দালানটা ঘাস ঢাকা একটা টেরেসের পিছন দিকে। ছোট-বড় কয়েকটা পাহাড় ওটার দুই পাশ ও

পিছনটাকে বাতাস থেকে রক্ষা করছে। সাদা চুনকাম করা লম্বা একটা বাংলো, ছাদটা লাল করোগেটেড আয়রন দিয়ে তৈরি।

সামনের দিকে বাড়িটার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে ঘেরা-বারান্দা রয়েছে। বারান্দার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মোটাসোটা নারকেল গাছের কাণ্ড, মসৃণ ও পালিশ করা।

ছয় সেট ডাবল ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়। ভিতরে, মাঝামাঝি জায়গায়, খিলান আকৃতির একটা মেহগনি দরজা রয়েছে। জানালার পরদা বানানো হয়েছে চটের মত মোটা কাপড় দিয়ে, ওগুলোর ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে কেরোসিন ল্যাম্পের লালচে আলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন লোক, হাতে কাল্যাশনিকভ রাইফেল। এদের দুজনকেও চিনতে পারল রানা, ক্যাটামার‍্যানে তুলে মেইনল্যান্ডে নিয়ে এসেছিল। মার্সেনারি।

'সিনর বেনিটোকে খবর দাও, বলো, মাসুদ রানা ধরা পড়েছে,' রানার পিছন থেকে বলল হাবিলদার।

'দাঁড়াও,' দুজনের একজন নির্দেশ দিল। মেহগনি কাঠের দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করল সে। সরু এক ফালি আলো বেরুল বাইরে।

দরজাটা আরও খানিক খুলে বারান্দায় পা রাখল বেনিটো, মার্সেনারিদের লিডার। নিজের পিছনে কবাট বন্ধ করল সে, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল। 'মর জ্বালা! তুমি আবার ফিরে এলে কী মনে করে? পোষা কবুতর নাকি!'

'স্পাই,' শুধরে দেওয়ার সুরে শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'শোনো, তোমাদের বস্‌কে জানাও ক্যু ব্যর্থ হয়েছে...'

'পাগল হয়ে গেছে নাকি?' সঙ্গীদের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল বেনিটো। 'এ-সব প্রলাপ বকার মানে কী? এখানে শালা এসেছেই বা কী করতে?'

‘বলছে মেজর পিকোকে মুক্ত করতে চায়,’ জানাল হাবিলদার।

‘আচ্ছা!’ সকৌতুকে রানার দিকে তাকাল বেনিটো। ‘তাই নাকি? তা একা সেটা কীভাবে সম্ভব?’

‘জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র প্রেসিডেন্ট রোকো রামপামের আছে,’ গলা চড়িয়ে কথা বলছে রানা, কামরার ভিতরে বস্ বা বসেদের বস্ কেউ থাকলে যাতে শুনতে পায়। ‘সেজন্যেই তাঁকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখেছ, লোক পাঠিয়েছ তোমাদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু তারা ফিরবে না, বেনিটো...

‘ফিরবে না?’ চমকে উঠল বেনিটো। ‘কেন?’

‘কারণ পাইন রিজ-এর যুদ্ধে তারা হেরে গেছে, বেনিটো,’ বলল রানা। ‘প্রেসিডেন্টকেও আমরা সরিয়ে ফেলেছি...’

‘এই, একটা ঘরে আটকে রাখো একে,’ কর্কশসুরে নির্দেশ দিল বেনিটো। ‘শালার কথা শুনে আমার মাথা ঘুরছে।’

তেরো

চোখ মেলে দেখল কামরাটা অন্ধকার।

রানার ঠিক মনে নেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, নাকি খড়ের গাদায় শোয়ার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। চোখ মেলবার পর বুঝতে পারছে উপুড় হয়ে রয়েছে শরীর, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। শুধু হাত নয়, অনুভব করল পা দুটোও এখন এক করে বাঁধা – তবে

মনে করতে পারল না ওগুলো কখন বাঁধা হয়েছে।

কামরাটা বাড়ির কোথায়, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না রানা। কয়েকটা করিডর পার করে এখানে আনা হয়েছে ওকে, অন্ধকারে কিছুই ভাল করে খেয়াল করতে পারেনি। খুবই ক্লান্ত ছিল ও।

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল রানা। না, দরজা খোলার শব্দ হয়নি। কারও নিঃশ্বাসও শুনতে পায়নি, তারপরও ওর ষষ্ঠইন্দ্রিয় বলছে ঘরের ভিতর কেউ ঢুকেছে। এ-ধরনের ব্যাপারে ওর এই বিশ্বস্ত বন্ধুটি কখনও ভুল করে না।

একটা স্প্রিং ক্লিক করে পজিশনে বসল, ছুরির ফলাটা যাতে খুলে যেতে পারে।

ঘামছে রানা। মাথার ভিতর ঝড়। কে আসছে? ছুরির ফলা খুলল কেন? কত বড় ছুরি?

খস্ খস্। পায়ের আওয়াজ হলো। দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা, প্রতিটি পেশি টান টান। অনুভব করছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তবে খুব কাছে কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলল।

রানা ভাবছে, আগন্তুককে কি জানানো উচিত হবে যে জেগে আছে ও? নাকি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকাই ভাল? কে হতে পারে আগন্তুক? কী উদ্দেশ্যে এসেছে? খুন করবে ওকে? লাফাজা?

রানার পায়ে বাঁধা রশি খুঁজে নিল শক্ত একটা হাত, ছুরির ফলাটা দু’তিনবার ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে ঘষে কেটে ফেলল ওটা। এক মুহূর্ত পর ওর হাত দুটোও মুক্ত করা হলো। একটা পরিচিত গন্ধ নাকে আসতেই ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল রানার।

ফিরে যাচ্ছে পায়ের শব্দ।

কোনও শব্দ না করে খুলল দরজা, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধও হলো। কামরার ভিতরে আবার একা হয়ে গেল রানা।

হাতের সবগুলো আঙুল বারবার খুলল ও বন্ধ করল, অপেক্ষায়

আছে কখন রক্তচলাচল শুরু হবে। খড়ের উপর বসে হাত দুটো দুই বগলের নীচে ঢোকাল, ব্যথা সহ্য করার জন্য দোল খাচ্ছে।

এক সময় সহনীয় হয়ে এল ব্যথাটা। অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে বামদিকে এগোচ্ছে। স্পর্শ দিয়ে একটা জানালা অনুভব করল, শাটারগুলো চ্যাপ্টা লোহার বার দিয়ে বন্ধ করা। একটু একটু করে বারটা সরাল রানা, তারপর শাটারগুলো খুলল।

উপরে জ্বলজ্বলে তারা দেখা যাচ্ছে। ছায়াগুলোকে নরম করে তুলেছে ভোরের প্রথম আলো। বাইরে অপেক্ষা করছে মুক্তি...কিংবা মৃত্যু।

একটু কসরত করে জানালার গোবরাটে উঠল রানা। লাফ দেওয়ার আগে মাত্র এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। খুলির ভিতর হলুদ মগজ ঠিকই থাকল, চাঁদিতে লোহার কোনও রড পড়ল না। পাঁজরের ব্যথাটা আছে, তাই বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে।

চিন্তার বিষয়। কেন কেউ মুক্ত করবে ওকে? যে-ই কাজটা করে থাকুক, এটা তার একার সিদ্ধান্ত। যে-কোনও কারণেই হোক রানাকে নিজের পরিচয় জানাতে চায় না। তার মানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আছে সে, এখনও তা-ই থাকতে চাইছে।

ওর কামরাটা খালি, এটা জানাজানি হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। তারা ধরে নেবে উপত্যকার নীচে নেমে পালাতে চেষ্টা করবে রানা।

কিন্তু পালানো ওর উদ্দেশ্য নয়। ওকে জানতে হবে গোটা ব্যাপারটার পিছনে কার ব্রেন কাজ করেছে, প্ল্যানটা কার তৈরি, কে সেই উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক।

ম্যারিয়েটার কথা মনে পড়ল। কে জানে এই মুহূর্তে কোথায় সে, রাজধানী থেকে কতটা দূরে।

সাইক্লোনটার জন্য কাজ করেনি রেডিও, কর্নেল জুডিয়াপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারার সেটাই কারণ। নাকি মেজর পিকোর মত

তাঁকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে? কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ড ও মেক্সিকান মাফিয়াদের বিশ্বাস নেই, তারা সব পারে।

ছোট একটা লেবু-বাগানে চলে এসেছে রানা। ওগুলো ধরে ধরে উপত্যকা থেকে ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠছে। বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে আছে মাটি, সহজেই আটকাচ্ছে বুট। একটা বেড়া ও গেটের সামনে চলে এল। উপত্যকার পাশে পাহাড়ী ঢাল আরও খাড়া এদিকে। ঢালে প্রচুর পাথর। কিছু কিছু ঝোপও আছে। আরও উপরদিকে শুরু হয়েছে বনভূমি। তবে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। একটু বাতাসও নেই।

উপত্যকা ছেড়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে রানা, উঁচু জায়গা থেকে চারদিকটা ভাল করে দেখতে চায়। তবে কুয়াশা না সরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। বামদিকে শব্দ হওয়ায় স্থির হয়ে গেল রানা। অপেক্ষা করছে। একটা ঝিঁঝি ডেকে উঠল। আরেকটা। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো। কান একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ল।

কুয়াশার আড়াল নিয়ে ভাঙা ডালপালা ও আলগা পাথরে পা ফেলে যতটা পারা যায় সাবধানে এগোচ্ছে রানা। ওকে দেখে দু'একটা পাখি এদিক ওদিক ছুটল। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক তোতা উড়ে গেল। মাটিতে পড়ে থাকা মরা গাছের গায়ে গর্ত করছে নিঃসঙ্গ কাঠঠোকরা।

মৃদু বাতাস শুরু হলো। পাহাড়ী ঢাল থেকে সরে যাচ্ছে কুয়াশা, হঠাৎ তৈরি ফাঁকের ভিতর নতুন দিনের প্রথম আলো দেখা গেল। রানার পিছনে ও নীচে লোকজন চেঁচামেচি করছে। ওর অনুপস্থিতি জানাজানি হয়ে গেছে।

খালি চোখেই ইংলিশ কর্নেল'স পয়েন্টের বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। মার্সেনারিদের লিডার বেনিটো রয়েছে ওখানে, দুজন লোককে

উপত্যকার দু'পাশে পাঠাবার আগে হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হলো লোক দুজন, হাঁটার গতি মন্থর।

কুয়াশা নেই, চোখে বিনকিউলার তুলে উপত্যকার উপর চোখ বুলাল রানা, গোটা এলাকার ম্যাপ তৈরি করছে মনের পরদায়, প্রয়োজনের সময় যাতে চাইলেই মনে করতে পারে কোথায় কী আছে।

প্রথমে লেবু-বাগান সহ বাড়িটা। তারপর গোলাঘর, ট্র্যাক্টর শেডসহ নীচের চওড়া উঠান, যেখান থেকে আঁকাবাঁকা ট্র্যাকটা নেমে গেছে একটা ঘেসো জমিতে, কয়েকটা গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

রানার নীচে ঘেরা ওই জমিটাকে সাগরের বাতাস থেকে আড়াল দিচ্ছে পাহাড়ের গা থেকে বেরুনো বিরাট একটা প্রাচীর। ট্র্যাকটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে প্রাচীরের প্রান্তকে ঘুরে এগিয়েছে কলা বাগানের দিকে। গত রাতের ঝড় পুরো বাগানটাকে লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে।

কলা বাগানের পর আরেকটা ঘেসো জমি। সেটার পিছনে, ট্র্যাকটার ডানদিকে, বড় একটা শস্য খেত, আকারে পঞ্চাশ একরের কম নয়। আরও পিছনে গাছের সারি, তারপর আরও অনেক খেত, সেই বহু দূর হাইওয়ের নাগাল পেয়ে গেছে।

বেনিটোর পাঠানো লোক দুজন আস্তে-ধীরে উঠছে। তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত নয় রানা। ঝোপ ও গাছের আড়াল নিয়ে নীচে নামতে নামতে ভাল একটা পজিশন খুঁজছে ও। প্রাচীর-এর প্রান্তে পৌঁছে দেখল বাঁকা হয়ে গেছে ওটা। ঢালটা সবটুকু দেখতে পেতে হলে আড়াল ছেড়ে প্রাচীরের মাথায় উঠে বসতে হবে। ক্রল করে ছোট একটা টিলার চূড়ার দিকে এগোচ্ছে রানা, যেখান থেকে ঢালটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে।

একটা পাথরের আড়ালে বসে চোখে বিনকিউলার তুলে ঢালটা পরীক্ষা করছে রানা। কোথাও কোনও সেন্ট্রি রাখেনি বেনিটো। রানার

বিশ গজ বামদিকের ঝোপগুলোয় কিছু ফুল ফুটেছে। একটা হামিংবার্ড, লেজসহ তিন ইঞ্চি লম্বা, পিঠের পালক পান্না সবুজ, এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে – লম্বা ঠোঁট দিয়ে মধু খাবার সময় ভেসে থাকছে শূন্যে।

টিকালার কথা মনে এল ওর।

দশ মিনিট পর দূরে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। আরও পাঁচ মিনিট পার হতে বড়সড় আমেরিকান ফোর-হুইল-ড্রাইভ স্টেশন ওয়্যাগন-এর আকৃতিটা চেনা গেল। ওটার পিছু নিয়ে আসছে একজোড়া ল্যান্ড-রোভার, ওগুলোর পিছনে তিনটে আর্মি ট্রাক। কনভয়টা ধীর গতিতে উপত্যকার ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। এক পর্যায়ে কলা বাগানের পিছনে হারিয়ে গেল ওটা।

পাঁচ মিনিট পর আবার উদয় হলো শুধু স্টেশন ওয়্যাগন। কনভয়ের বাকি গাড়ি রয়ে গেছে কলাবাগানের ভিতর কোথাও। ট্র্যাক বেয়ে অলস ভঙ্গিতে উঠছে স্টেশন ওয়্যাগন, হুইল ধরে ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছেন কর্নেল এসকুইটিলা জুডিয়াপ্পা।

চোখে বিনকিউলার থাকায় রানা পরিষ্কার দেখতে পেল দাঁত দিয়ে একটা চুরুট কামড়ে ধরে আছেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা। তাঁর পাশের সিটে বসে রয়েছে ম্যারিয়েটা।

চোদ্দো

পাথরের আড়াল থেকে সরে এসে নীচে নামতে শুরু করল রানা,

চাইছে বাড়িটা থেকে ওকে যেন কেউ দেখতে না পায়। আর এক মিনিটের মধ্যে স্টেশন ওয়্যাগনের ছাদ বাধা সৃষ্টি করবে, ফলে রানাকে তখন দেখতে পাবেন না কর্নেল জুডিয়াপ্পা।

তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে রানা নিজের বিপদ না ডেকে আনে।

ত্রিশ ফুট নীচে ফুলে আছে পাহাড়ের গা। একটা ঝুল পাথর। সেটার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা রাইফেলের ব্যারেলটা চিনতে পারল রানা। খুব বেশি হলে ষাট সেকেন্ড সময় আছে ওর হাতে, তার মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে। নামবার গতি না কমিয়ে ডানদিকে একটু সরল, ও যাতে সরাসরি ঝুল-পাথরটার উপরে থাকে। ওর ডান বুটের নীচে আলগা হয়ে গেল ছোট একটা পাথর, সেই সঙ্গে পিছলে গেল পা-ও।

নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল রানা। পতন ঠেকানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ঝুল-পাথরটার কিনারা থেকে শরীরটাকে নেমে যেতে দিল ও। ভাঙা পাঁজরের কথা মনে পড়ে গেছে, ওখানে আবার চোট পেলে মরেই যাবে।

রানার সরাসরি সামনের পথে সিধে হলো লাফাজা। লোকটা লাফাজা না হয়ে যায়ই না। কাঁধ দিয়ে তাকে ধাক্কা দিল রানা, ছোট গর্ত মত যে জায়গাটায় লুকিয়েছিল সেখান প্রায় হিঁচড়ে বের করে আনল। রাইফেলটা ছুটে গেল তার হাত থেকে। বেশ খানিক নীচে একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে সেটার বাঁট ভেঙে যেতে দেখল রানা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে ওরা, সারাক্ষণ পিছলাচ্ছে, কখনও খসে পড়ছে নীচে।

লাফাজার হাতে পিস্তল দেখল রানা, একটু বাঁকা করে ধরে আছে। খপ করে সেটার ব্যারেল ধরে ফেলল ও, ধরে এমনভাবে ঝুলে থাকল যেন ওটা ছাড়া দুনিয়ার কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারবে না ওকে।

পিস্তলটা দুজনেই শক্ত করে ধরেছে, তবে ট্রিগার রয়েছে লাফাজার হাতে। পিছলে নেমে যাচ্ছে দুজন, তারই মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো, কে কার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে ওটা। সামনে একটা ঝোপ পড়ল। নিজের পতন ঠেকাবার জন্য সেটা ধরে ঝুলে পড়ল লাফাজা।

রানা থামছে না, আগের মতই নেমে যাচ্ছে পিছলে। নিজের পতন ঠেকাবার জন্য বাধ্য হয়ে ওকে ছেড়ে দিল লাফাজা, হাতছাড়া করতে হলো পিস্তলটাও।

আরও কিছুদূর পিছলে ছোট্ট একটা ডোবায় জমে ওঠা পানিতে নেমে এল রানা।

আড়াআড়িভাবে পড়ল রানা ডোবায়, চারদিকে পানি ছলকাল, ক্রল করে উঠে এসে সিধে হচ্ছে। একটু টলে ওঠায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেও, পার্ক করা স্টেশন ওয়্যাগনের বনেট ধরে সামলে নিল নিজেকে।

ম্যারিয়েটার বিস্ফারিত চোখে আতঙ্ক দেখতে পাচ্ছে রানা। বেঞ্চ সিট থেকে ঝুঁকে দরজা খুলে দিলেন কর্নেল জুডিয়াপ্পা। এক হাতে ধরে ম্যারিয়েটাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন, তারপর নামিয়ে দিলেন রাস্তায়; তারপর অপর হাতের পিস্তলটা তার মাথায় তাক করলেন, বাম হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছেন।

ম্যারিয়েটার চোখে তাকাল রানা, তার ব্যথা ঘুসির মত আঘাত করল ওকে। মাসুদ ভাইকে হতাশ করার ব্যথা ওটা।

রানা জানে ও-ই জিতবে। ডাইভ দেবে ও, হাতের পিস্তল তাক করা, ওর প্রথম গুলি জুডিয়াপ্পার বুকে লাগবে, দ্বিতীয়টা বেরিয়ে যাবে খুলি ফুটো করে।

ম্যারিয়েটা মারা যাবে, কিন্তু রানা যা-ই করুক না কেন মারা সে যাবেই। জুডিয়াপ্পার আর কোনও কাজে লাগবে না ম্যারিয়েটা; তা ছাড়া, অনেক কিছু জেনে ফেলেছে সে।

'পিস্তল ফেলো!' হুকুম করল কর্নেল জুডিয়াপ্পা, দাঁতের ফাঁকে ধরা চুরুট নড়ল কি নড়ল না।

মেয়েটার চোখের পাতার নীচের কোণে বড় হতে শুরু করা পানির ফোটায় রোদ লাগল। গভীর কালো দীঘিতে রানার জন্য বেদনা জমে আছে। ভালবাসা, ভাবল রানা। মেয়েরা কী বোকা, তাই না, তা না হলে বোঝে না কেন কাকে ভালবাসতে নেই! ও যেমন প্রথম থেকেই জানে, ওর যে পেশা, সেখানে সত্যিকার ভালবাসার কোনও স্থান নেই। ওর ডাইভটা হবে ডানদিকে, জুডিয়াপ্পার পিস্তল আর ওর মাঝখানে ম্যারিয়েটার মাথা থাকায় কাভার পাওয়া যাবে।

তবে আরও একটা প্ল্যান তৈরি হয়ে আছে রানার মগজে, কিছু অঙ্ক ও কিছু অনুমানের উপর নির্ভর করে...

এখনই! নিজেকে নির্দেশ দিল রানা। ম্যারিয়েটার চোখে চোখ রেখে হাসল ও, তারপর ছেড়ে দিল লাফাজার পিস্তল। ব্যারেলটা নুড়ি পাথরে পড়ল, নীরব পরিবেশে ধাতব আওয়াজটা খুব জোরাল শোনাল কানে।

কর্নেল জুডিয়াপ্পার কণ্ঠস্বর কর্কশ হলেও, বিজয়ের উল্লাসও চাপা থাকছে না। 'এমন রোমান্টিক গর্দভ খুব কমই দেখা যায়, মিস্টার রানা!' বলল সে। 'অনভিজ্ঞ এক মেয়ের চিঠি পেয়ে একটা দেশের সেনাবাহিনী, কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল, মার্কিন ও মেক্সিকান মাফিয়ার বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ করতে চলে এলে?'

অভিশপ্ত কোকেন অ্যাডিক্ট নিজের আনন্দ-উল্লাস ধরে রাখতে না পেরে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল: 'হেই, বিগ বস্! আপনিই মা-বাপ, বিগ বস্! এই অধম লাফাজাকে আপনি অনুমতি দেবেন, বিগ সার? ওই শালার নেড়ি কুত্তাটাকে এখনই খুন করি?'

ওদের উপরদিকে, পাহাড়ী ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা নিকারাগুয়ান মার্সেনারির দিকে চট করে একবার তাকাল জুডিয়াপ্পা, ঠোঁটে হাসি নিয়ে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

এখনও ম্যারিয়েটার চোখে চোখ রেখে হাসছে রানা। ঢাল বেয়ে নামছে লাফাজা, ওকে পাশ কাটাল। ইচ্ছে করলে তাকে ধরতে পারত ও, একটা কাভার তৈরি করা সম্ভব হলে পালাবার হয়তো উপায় বেরিয়ে আসত। কিন্তু না, একটা প্ল্যান ধরে কাজ করছে রানা।

পিস্তলটা রানা ট্র্যাক-এর উপরে ফেলেছে। খানিকটা নীচে নেমে এসে সেটা কুড়িয়ে নিল লাফাজা। সিধে হলো সে, অস্ত্রটা রানার দিকে তাক করল।

নিঃশব্দ হাসিটা মুখে ধরে রেখে জুডিয়াপ্পার দিকে তাকাল রানা। 'বুঝলাম, টাকা কামাবার সাধ হয়েছে তোমার, তাই দেশটাকে তুলে দিচ্ছ কলম্বিয়ান ড্রাগ ব্যবসায়ী আর মাফিয়াদের হাতে। কিন্তু মেক্সিকোয় কী করছিলে তুমি?' মাথা নাড়ল রানা। 'নিশ্চয়ই তুমি মেক্সিকান সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইতে যাওনি?'

'পাগল নাকি!' হেসে উঠল বসেদের বস্, ক্যু-র নায়ক কর্নেল এসকুইটিলা জুডিয়াপ্পা। 'আমি গিয়েছিলাম মেক্সিকান মাফিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে। ওদের মাধ্যমেই তো যুক্তরাষ্ট্রে কোকেনের চালান পাঠানো হবে।'

রানার মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হচ্ছে না, ম্যারিয়েটাকে বোঝাতে চাইছে সাহসের কোনও অভাব নেই ওর, ওর মত তাকেও সাহসের পরিচয় দিতে হবে। আর বেশি দেরি নেই। এক মিনিট, দুই মিনিট – ব্যস, সব মিটে যাবে। তবে খেলাটা ঠিক মত খেলতে হবে।

'বুদ্ধি আছে তোমার,' জুডিয়াপ্পাকে বলল রানা। 'তবে এটাকে আসলে কুবুদ্ধি বলে। আর কুবুদ্ধির ফল কখনও ভাল হয় না।'

দাঁতে চুরুট নিয়েই হাসল জুডিয়াপ্পা। 'পরাজিত নায়কের ফিলসফি শুনতে ভাল লাগছে না।'

রানার পিছনে সরে গেছে লাফাজা। 'ও হে, নেড়ি কুত্তা!' খিক্ খিক্ করে হাসল সে। 'তুমি যদি বামদিকে একটু সরে যাও, তা হলে হয়তো সুন্দরী লেডির প্যান্টে তোমার রক্ত লাগে না।'

তার ইচ্ছে পূরণ করল রানা – বাম দিকে দুই পা সরল। হাসো, মনে করিয়ে দিল নিজেকে।

‘শুভ কাজে দেরি কেন, বিগ বস্?’ মিনতির সুরে আবেদন জানাল লাফাজা। তার কুৎসিত হাসির আওয়াজ পাথরে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। ‘আপনি অনুমতি দিলে এখনই শালার বেটা শালাকে উড়িয়ে দিই...’

‘তোমার যখন ইচ্ছে ওড়াও, যাও!’ একটু অধৈর্য সুরে বলল কর্নেল জুডিয়াপ্পা। ‘কোথাকার কে মাসুদ রানা, ওই ব্যাটাকে দিয়ে ঘোড়ার ডিম কী কাজ হবে আমার,’ বলল সে, পিস্তল ধরা হাতটা নিচু করল। ‘হ্যাঁ, করো গুলি।’

রানার হাসি কেমন যেন বদলে গেল।

সেটা লক্ষ করে এক পলকে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল কর্নেল জুডিয়াপ্পা। মুখটা হাঁ হয়ে যাওয়ায় খসে পড়ল চুরুটটা। এই সময় গুলি করল লাফাজা। জুডিয়াপ্পার কপালের ঠিক মাঝখানে লাল একটা গর্ত তৈরি হলো। ব্যালে ডান্স-এর ক্লাসে আসা শিক্ষানবিসের মত পাক খেতে গিয়ে পড়ে গেল সে।

লাফ দিয়ে ম্যারিয়েটার কাছে পৌঁছাল রানা, এক ধাক্কায় ডোবায় ফেলে দিল তাকে। তার পিছু নিয়ে ডাইভ দিল নিজেও। পড়ল গিয়ে ওর পাশে।

ওদের দিকে মুখ করে ডোবায় লাফ দিল লাফাজাও, তবে কয়েক মিটার দূরে। লাফ দেওয়ার আগে জুডিয়াপ্পার পিস্তলটা তুলে আনতে ভোলেনি। ছুঁড়ল সেটা, খপ করে লুফে নিল রানা।

জুডিয়াপ্পা পড়ে গেছে এক মিনিটও হয়নি, দেখা গেল কলাবাগানের ওদিক থেকে বেরিয়ে ট্র্যাক ধরে ছুটে আসছে একটা আর্মি ট্রাক। রেঞ্জের অনেক বাইরে, তারপরও স্টেশন ওয়্যাগনের চারপাশে এলোপাথাড়ি রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে শুরু করল বিদ্রোহী সৈন্যরা।

এই সময় উল্টোদিকের পাহাড়চূড়া টপকে বিকট গর্জন তুলে ছুটে এল একটা হেলিকপ্টার, সরাসরি রানা ও ম্যারিয়েটার মাথার উপর শূন্যে স্থির হলো। পরমুহূর্তে ঝপ করে ওটার কন্ট্রোল কেবিন থেকে খসে পড়ল একটা রশির মই।

মইটার শেষ ধাপে একটা বাস্কেট বাঁধা রয়েছে। বাস্কেটটা রানার নাগালের মধ্যে নেমে এল। উঁকি দিয়ে তাকাতে ওটার ভিতরে একটা ওয়াকি-টকি দেখতে পেল রানা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সেটা তুলল ও, তারপর বোতামে চাপ দিয়ে মুখের সামনে আনল। ‘মাসুদ রানা স্পিকিং।’

‘মাসুদ ভাই, আমি প্রত্যয়,’ স্পিকার থেকে ভেসে এল রানা এজেন্সির মেক্সিকো সিটি শাখার প্রধান প্রত্যয় জাহাঙ্গীরের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

‘রিপোর্ট করো,’ নির্দেশ দিল রানা।

‘আমাদের মূল দলটা সড়কপথে আসছে, মাসুদ ভাই, পৌঁছাতে একটু সময় নেবে। তবে কপ্টারে আমাদের সঙ্গে রাইফেল ও গ্রেনেড আছে, আপনি হুকুম দিলে আমরা লড়াই শুরু করতে পারি। কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘কনভয়টাকে ট্র্যাকের ওপর থামিয়ে দাও,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘কয়েকজন বাদে সবাই এখানে শত্রু। তবে বিদ্রোহী সৈন্য ও মার্সেনারি, দু’দলকেই আত্মসমর্পণের সুযোগ দেবে।’

‘জী, মাসুদ ভাই।’

‘সড়কপথে বাকি সবাই চলে এলে প্রথমে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবে বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে মেজর পিকো নামে কোনও বন্দি আছে কি না। যে-কোনও মূল্যে তাঁকে বাঁচাতে হবে।’

‘জী, মাসুদ ভাই। আর এদিকে, মাসুদ ভাই?’ জানতে চাইল প্রত্যয়। ‘বাড়িটায়?’

‘এদিকের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে,’

বলল রানা। 'উইশ ইউ গুড লাক, প্রত্যয়।'

'আমিও আপনার সাফল্য দেখতে চাই, মাসুদ ভাই। ধন্যবাদ।' রশির মই আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে, নাক ঘুরিয়ে কলাবাগানের দিকে ছুটছে প্রত্যয়ের হেলিকপ্টার।

ট্র্যাক ধরে যে আর্মি ট্রাকটা আসছিল সেটার সৈন্যরা এবার টার্গেট করল হেলিকপ্টারকে। হামলার ধরনটা চোখে দেখা যায়নি, তবে ফলাফল দেখে বোঝা গেল হেলিকপ্টার থেকে সম্ভবত গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করা হয়েছে। বিকট আওয়াজের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ট্রাকটা।

এরপর কলাবাগানের দিকে ছুটল রানা এজেন্সির কপ্টার।

বাড়ি থেকে নেমে আসা ট্র্যাকটার উপর নজর রাখছে লাফাজা। মার্সেনারির চোখ থেকে নেশার ঘোর ঘোর ভাব সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে, তার জায়গায় পেশাদারি ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে সেখানে। নিজের ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতা থেকে এই দৃষ্টি চিনতে পারছে রানা। আর মানসম্মত ট্রেনিংই লাফাজাকে ডোবায় পজিশন নিতে বলেছে, যেখান থেকে ওরা দুজন পরস্পরকে কাভার দিতে পারবে।

ম্যারিয়েটাকে নিয়ে ডোবার আরেকটু গভীরে নেমে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাবার জন্য মাথা তুলতে যাচ্ছে ম্যারিয়েটা, দেখতে পেয়ে মানা করল ও। 'নিচু হয়ে থাকো। তুমি ঠিক আছ তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা, চোখে পানি।

'ঠিক তো অবশ্যই আছেন তিনি,' রানার প্রশ্ন শুনে কৌতুক বোধ করছে লাফাজা। তার চোখে ঘোর লাগা পাগলাটে ভাবটা আবার ফিরে এল, ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো নেশাখোরের মত।

সত্যি দারুণ, মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে, অভিনয় করে লোকটা। কিন্তু কে সে?

'কার লোক আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মেজর পিকো রামপাম, অ্যামিগো।' মুখে সমীহভরা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'তিনি বললেন – "বললে বিশ্বাস করবে, লাফাজা? আমার বোনের চিঠি পেয়ে সেই বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছেন এক ভদ্রলোক! একা বেলপ্যানে যাচ্ছেন, একটা সম্ভাব্য ক্যু ঠেকাবার জন্যে! তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে সাহায্য করার জন্যে কাউকে পাঠাব। কাকে পাঠানো যায় বলো তো?" আমি বললাম, সেক্ষেত্রে আমার চেয়ে উপযুক্ত লোক আর আপনি পাবেন না। কেন? কারণ, একদল লোক এরই মধ্যে বেলপ্যানে যুদ্ধ করতে যাবার জন্যে ভাড়া করেছে আমাকে...'

'ধস্তাধস্তির সময় আপনার গায়ের গন্ধে টের পেয়েছি, আমার হাত-পায়ের রশি আপনিই...'

অমায়িক হেসে মাথা ঝাঁকাল লাফাজা।

অনেকটা আপনমনেই শুরু করল রানা, 'নদীর তীর থেকে আমার পালাতে পারাটাও...'

'না, অ্যাক্সিডেন্ট বা আমার অসর্তকতা ছিল না।' হাসিটা এখনও লেগে আছে লাফাজার মুখে। 'কিছু মনে করবেন না, সিনর, অভিনয়ের খাতিরে কত মন্দ কথা বলতে বাধ্য হয়েছি আমি। নিজেকে আপনার কঠিন শত্রু প্রমাণ করতে না পারলে আপনাকে খুন করার দায়িত্ব দেবে না ওরা আমাকে, এই চিন্তা থেকে...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর লাফাজা। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।' এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'পিকো রামপামের কোনও খবর জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল লাফাজা। 'মেজরকে এখানে নিয়ে আসা হবে, তার অপেক্ষায় আছি,' বলল সে। 'তখন হয়তো আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার। ভুলে যাননি তো, অ্যামিগো, আমার কাছে আপনার একটা দেনা আছে?'

'একটা নয়, দুটো,' বলল রানা। 'ওহ্-হো, আরেকটা কথা। পিস্তলটা আমি কিন্তু কেড়ে নিইনি, আপনি ছেড়ে দেওয়ায় আমার হাতে চলে আসে। আরেকবার ধন্যবাদ, সিনর লাফাজা।'

'মাই প্লেজার, সিনর।' রোদ লাগতে চোখ সরু করল লাফাজা। 'আমি আপনার জন্যে তৈরি ছিলাম, সিনর, তবে ভাবিনি নিজেই এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন এখানে।'

ওদের নীচে ট্র্যাকটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, গাছাপালার ভিতর নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। সেদিকে একটা গুলি করল ও, যতটা না লাগাবার জন্য, তারচেয়ে বেশি নিরুৎসাহিত করার জন্য।

নিজের পিস্তল থেকে ম্যাগাজিন বের করে ফেলল লাফাজা। রানাকে ছয়টা আঙুল দেখাল সে। জুডিয়াপ্পার পিস্তলে, রানার কাছে রয়েছে সাতটা বুলেট। সংখ্যায় যে কিছু আসে যায়, তা নয়। ডোবায় থাকলে পাহাড়ের যে-কোনও একটা পাশ থেকে নেমে এসে ওদেরকে ঘায়েল করবে মার্সেনারিরা। আর যদি ডোবা থেকে ওঠে, কলা বাগান থেকে গুলি করবে বিদ্রোহী সৈন্যরা।

লাফাজাকে রানা বলল, 'আপনি ডানদিকটা সামলাবেন, আমি বামদিক, ঠিক আছে? ম্যারিয়েটাকে সরিয়ে দিই।'

মাথা ঝাঁকাল লাফাজা।

ম্যারিয়েটার হাত ছুঁলো রানা। 'শোনো, স্টেশন ওয়্যাগনের পেট্রল ট্যাংকে আগুন দিতে যাচ্ছি আমরা,' তাকে বলল ও। 'ওটা বিস্ফোরিত হলেই খেতের দিকে রওনা হবে তুমি। হেঁটে নয়, ক্রল করে। পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা।

'ওখানে পৌঁছে নড়াচড়া করবে না, যতটা পারো লুকিয়ে রাখবে নিজেকে।'

ম্যারিয়েটার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে স্টেশন ওয়্যাগনের দিকে পিস্তল তুলল রানা, দুটো গুলি করল রিয়ার সাইডপ্যানেলে।

টান দিয়ে নিজের শার্টের আস্তিন ছিঁড়ল লাফাজা, সেটাকে ওর সেই বিখ্যাত ছোরা দিয়ে কয়েকটা ফালি বানিয়ে একটা পাথরের চারদিকে জড়িয়ে রানার হাতে দিল।

'রেডি,' ম্যারিয়েটাকে বলল রানা।

লাইটার জ্বালল লাফাজা, শিখাটা সদ্য তৈরি বান্ডিলের নীচে ধরল। আগুনটা ভাল মত লাগতেই সেটা স্টেশন ওয়্যাগনের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। তারপর তিনজনই ওরা ডোবার আরও নীচে নামল। মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো, টার্গেট মিস করেছে ও। কিন্তু তারপরই পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো।

মাথা তুলেই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'গো!' মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে পানি থেকে উঠে গেল ম্যারিয়েটা, ক্রল করে দূরে সরে যাচ্ছে।

ম্যারিয়েটা কতদূর গেল দেখবার সময় নেই ওদের, কারণ ডোবার আরেকদিকে সরে এসে পারে উঠে পড়েছে রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে ট্র্যাক পার হলো, তারপর ঝপাৎ করে পড়ল উল্টোদিকের ডোবায়।

বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। রানার পিছু নিয়ে পৌঁছে গেল লাফাজা, ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল সে। তার সঙ্গে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে এগোতে হলো রানাকে।

সরু ডোবা ধরে দুশো গজ যেতে হবে। পাথরে ঘষা খেয়ে হাঁটু ও কনুই ছিলে যাচ্ছে। অর্ধেক পথও যেতে পারেনি, রক্তাক্ত হয়ে উঠল শরীর। রানা তবু তো কমব্যাট জ্যাকেট পরে আছে, লাফাজার পরনে আস্তিন ছেঁড়া শুধু একটা সুতি শার্ট।

রানাকে কাছ থেকে ত্রিশ গজ ডাইনে রয়েছে লাফাজা। আর বিশ গজ এগোতে পারলেই গাছপালার আড়াল পাওয়া যাবে। এই সময় পরিচিত একটা গলা ভেসে এল গাছগুলোর ওদিক থেকে। 'জলদি, সিনর!'

ঘাড় ফিরিয়ে আরেক দিকে তাকাল রানা, দেখল আর দশ গজ

এগোতে পারলেই গাছপালার ভিতর হারিয়ে যাবে লাফাজা। তারপর ওখান থেকে শটকার্ট পথ ধরে পৌঁছে যাবে কলাবাগানে।

'আমার দিকে হেঁটে এসো, সিনর,' আবার বলল রডরি।

ইতস্তত করছে রানা।

'জলদি, সিনর!' তাগাদা দিল রডরি। 'উঠে এসো! দৌড়াও!'

একটা রাইফেল গর্জে উঠল, বাতাসের আলোড়ন অনুভব করে রানা বুঝল, বেঁচে আছে স্রেফ ভাগ্যগুণে। ডোবা ছেড়ে উঠতে যাবে, পা পিছলে পড়ে গেল।

'ক্রল, সিনর, ক্রল!' রডরির গলায় রাজ্যের উদ্বেগ। কারণটা কী? রানা তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে? নাকি রানাকে বিমা হিসাবে দেখছে সে?

রডরির পজিশনটা ভাল করে পিন-পয়েন্ট করল রানা। বিশ গজ সামনে, ট্র্যাক-এর পাশেই, গাছপালার কিনারায়। বাগানটার কোণ ঘুরতে পারলে পাহাড়ী ঢালে পজিশন নেওয়া মার্সেনারিদের চোখের আড়ালে চলে যাবে ও। কিন্তু ডোবা থেকে ওঠা মাত্র প্রাচীরের মাথা থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে ওকে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে ওখানে। ডোবা থেকে না উঠে, অগভীর পানিতে ক্রল করে আরও দশ গজের মত এগোল রানা। তারপর রডরিকে বলল, 'আমাকে কাভারিং ফায়ার দাও।'

ফায়ার শুরু হতেই ডোবা থেকে উঠে এল রানা, তারপর ট্র্যাক-এর উপর গড়িয়ে দিল শরীরটা, শুনতে পেল কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে রডরি। একটু আগেই রাইফেলের গর্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেছে পিস্তলের জোরালো দুটো আওয়াজ।

ক্রল করে এগিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকা কয়েকটা পাইনগাছের আড়ালে আশ্রয় নিল রানা। নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ তুলতেই সামনে পাবলো টিকালাকে দেখল ও।

'পিস্তল ফেলে মাথার ওপর হাত তোলো মাসুদ রানা!'

লোকটার হাতে একটা .৪৫ রিভলভার রয়েছে। রোগাটে ও বিপজ্জনক, গাছগুলোর ফাঁকে চোখ রেখে ওকে খোঁজার সময় সাপের মত দুলছে যেন সে। আরও চারটে গুলি আছে তার রিভলভারে। পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা।

রানাকে বাগে পেয়ে ঠোঁট মুড়ে হাসল সে। উঠে বসবার ইঙ্গিত করল রিভলভার দিয়ে। নড়াচড়ার মধ্যে আড়ষ্ট ভাব, অনেক কষ্ট করে বসল রানা, হাত দুটো মাথার পিছনে, চোখে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার করুণ মিনতি।

টিকালা অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে তার নাক ঝাড়ল নতুন একটা রুমালে। বেগুনি চোখের পাতা উঁচু হতে ঠাণ্ডা চোখ বেরিয়ে পড়ল। হাসিটা চওড়া হলো। খুনের মজাটা উপভোগ করার জন্য রিভলভারটা ধীরে ধীরে তুলছে সে। একটা ট্রাক-এর ডিজেল ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ল্যাটিনো লোকটা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য মনোযোগ হারাল। তারপর ফায়ার করল সে। দু'বার।

প্রথম বুলেট কয়েক ইঞ্চি দূরে লাগল, খানিকটা কাদা ছিটিয়ে দিল রানার জাঙ্গল বুটে। দ্বিতীয় বুলেট ঢুকল ওর নিজের দুই পায়ের মাঝখানের ভেজা মাটিতে। রিভলভারটা পড়ে গেল হাত থেকে। তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে টিকালার, শরীরটা কাত হয়ে একটা গাছের গায়ে পড়ল, এক হাতে গাছের কাণ্ডটাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে, আরেক হাত তার গলায় গাঁথা থ্রোয়িং নাইফ-এর চ্যাপ্টা হাতলটা আঁকড়ে ধরেছে। হাঁটু ভেঙে গেল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

ট্রাকের ইঞ্জিন গর্জাচ্ছে, বাগানের ভিতর দিয়ে সেটাকে ছুটিয়ে আনছে ড্রাইভার। অকস্মাৎ চারদিক কেঁপে উঠল বিরতিহীন গুলির শব্দে। নিজের ছুরিটা সংগ্রহ করল রানা, তারপর রডরিকে খুঁজে বের করল। কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে গানম্যান, ফেনা মেশানো রক্ত দেখা যাচ্ছে তার ঠোঁটে। টিকালা তার পিঠে গুলি করেছে। জোর করে রানার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিল সে, নিভে আসা চোখে

আকুতি। নিজের রক্তে কাঠি ডুবিয়ে পাঁচটা ক্রসচিহ্ন এঁকেছে সে, ওগুলোর মাঝখানে একটা ু, একটা ঁ ও একটা ই লিখেছে।

'ইউনাইটেড ব্যাংক, জুরিখ?'

কথা বলতে চেষ্টা করল রডরি, কিন্তু মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসায় দুর্বোধ্য আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। তার ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে তার চোখ দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল – নিজের নয়, মরিয়া হয়ে উপকার করতে চাইছে পরিবারের। তিনটে ছেলে, তিনটে মেয়ে। 'আমি দেখব তারা যেন এই নম্বরটা পায়,' কথা দিল রানা।

কলাগাছগুলোকে চ্যাপ্টা করে দিয়ে রানার বাঁদিক থেকে ছুটে এল ট্রাকটা, বাগানের কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরল। দাঁড়াবার ঝুঁকি নিল রানা, ফলে ওকে দেখতে পেল লাফাজা। ট্রাক ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে এখন আরও একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জেট ইঞ্জিনের গুঞ্জন, হেলিকপ্টারের রোটর অনবরত কট-কট করে বাতাস কাটছে।

ট্রাকের দরজা আঁকড়ে ধরে ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। 'আপনি দেখছি বদ্ধ একটা উন্মাদ!' পরমুহূর্তে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ও। ট্রাকটা লাফাজাই চালাচ্ছে বটে, তবে তার ওপাশে বসে রয়েছে মেজর পিকো রামপাম।

'উন্মাদ আমি নই,' সহাস্যে বলল লাফাজা। 'সড়কপথ ধরে আপনার এজেন্সির লোকজন পৌঁছে গেছে, বিদ্রোহী সৈন্যদের হাত থেকে তারাই মেজর পিকোকে উদ্ধার করে ট্রাকটায় তুলে দিল।'

চোখাচোখি হতে হাসল পিকো। 'কর্নেল জুডিয়াপ্পাকে খুন হতে দেখার পর আমাদের বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বেশিরভাগই পালিয়ে পাহাড়ে চলে গেছে। পালাবার সময় ফাঁকা গুলি করেছে ওরা, এতক্ষণ তারই আওয়াজ পাচ্ছিলাম আমরা।'

'হাই, সিনর ক্যাপিটানো,' একগাল হাসি নিয়ে ডাকল ওকে লাফাজা। 'নেড়ি কুত্তা বলায় যদি রাগ করে থাকেন, প্লিজ, আপনি

আমাকে নেংটি ইঁদুর বা শুয়োর বলে প্রতিশোধ নিন, তবু মনে ক্ষোভ পুষে রাখবেন না, প্লিজ।'

আধঘণ্টা পর। রোদের মধ্যে একটা ট্রাকের রানিং-বোর্ডে বসে রয়েছে রানা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যারিয়েটা। কাছাকাছি রয়েছে দুজন, তবে কেউ কাউকে ছোঁয়নি, এমনকী পরস্পরকে দেখছেও না। হেলিকপ্টারের ক্রুরা ট্রাকের কাছ থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে তারা।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহী সেনারা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। তবে মার্সেনারি যারা পাহাড়ে পালিয়েছিল তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি না হওয়ায় প্রত্যেককে গুলি করে মারা হয়েছে।

'সত্যি দুঃখিত,' বলল ম্যারিয়েটা। 'হাঁটতে হাঁটতে যখন মনে হলো আর পারব না, এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলব, ঠিক তখন দেখি একটা পুলিশের গাড়ি আসছে। ওরা আমাকে লিফট অফার করল। বললাম, আমাকে মেক্সিকান দূতাবাসে পৌঁছে দিলেই হবে।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে নিয়ে গেল কর্নেল জুডিয়াপ্পার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যারিয়েটা।

'এখন আর ব্যাপারটার কোনও গুরুত্ব নেই।'

এস্টেটের নিরাপত্তার দিকটা নিশ্ছিদ্র করে বন্দিদের সবাইকে মুক্ত করবার পর আবার রানার সামনে ফিরে এল প্রত্যয় জাহাঙ্গীর। 'মাসুদ ভাই, মেক্সিকো সিটিতে আপনি আমাকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কর্নেল জুডিয়াপ্পার ওপর নজর রাখতে হবে। তা রাখতে গিয়ে দেখলাম লোকটা মাফিয়ার সঙ্গে বেআইনী ব্যবসার ব্যাপারে চুক্তি করতে যাচ্ছে। সেই থেকে তার পিছু আর ছাড়িনি আমরা। তবে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল প্রথমে ঝড়টার জন্যে, তারপর মিস্টার প্রেসিডেন্টের জন্যে...'

'এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট কোত্থেকে এলেন?'

‘প্রায় সত্তর বছর বয়স, অথচ সাঁতরে নদী পেরিয়েছেন, ঝড়ের পিছু নিয়ে পাহাড় টপকে বিশ মাইল হেঁটেছেন, অবশেষে রাজধানীতে পৌঁছে নক করেছেন মেক্সিকো দূতাবাসের দরজায়...’

রানা শুনতে পেল ফোত্ ফোত্ করে নাক টানছে ম্যারিয়েটা। তার কাঁধে একটা হাত রাখল ও। বলল, ‘তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি।’

‘কী কথা?’

‘তোমার ভাই লাফাজার সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে গেছেন...’

‘অসম্ভব!’ বাধা দিল ম্যারিয়েটা। ‘তোমার কোনও ধারণা নেই পিকো ভাই কী রকম ভালবাসেন আমাকে। আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও তিনি যাবেন না।’

‘আসলে আমারই ভুল হয়েছে,’ শান্তসুরে বলল রানা। ‘মেজর পিকো নিজের ইচ্ছেয় যাননি, সৈনিকরা তাঁকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল।’

‘কেন?’ শিরদাঁড়া খাড়া করল ম্যারিয়েটা।

‘কোথায় ছিলে তুমি? যাবার সময় শ্লোগানও তো দিচ্ছিল তারা।’

‘কী শ্লোগান?’

‘ওরা আসলে মেজর পিকোকে নির্বাচনে দাঁড় করাতে চাইছে, তাঁকে ওরা বেলপ্যান-এর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে চায়...’

হেসে ফেলল ম্যারিয়েটা। ‘ও, বুঝেছি, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। পিকো ভাইয়ার বয়স কত যে প্রেসিডেন্ট হবেন?’

‘প্রেডিডেন্ট হতে বয়স লাগে না,’ বলল রানা। হেলিকপ্টারের দিকে এগোল সবাইকে নিয়ে। ‘এবার চলো, তোমাকে বেলপ্যান সিটিতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাব আমরা।’

মুহূর্তে আঁধার হয়ে গেল ম্যারিয়েটার মুখ। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল রানার মুখের দিকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

‘তুমি চলে যাবে, রানা?’

‘যেতে তো হবেই। নইলে পিট্টি লাগাবে আমার বুড়ো বস্। অনেকদিন ধরে ফাঁকি দিয়েছি অফিসের কাজে। এখানকার কাজ তো শেষ, এবার ফিরব।’

‘আর দেখা হবে কোনদিন?’

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ম্যারিয়েটা। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে কাছে টানল রানা, নিচু গলায় বলল, ‘শীঘ্রিই আসব আমি আবার, ম্যারি। তোমার টানে।’

***